গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১ বৈশাখ, ১৩৮৬

॥ সূচী ॥

সম্পাদকীয় ১

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : প্রতিবেদন ২

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ১১

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা ১৫

ইউ জি সি এর চেয়ারম্যানের অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের নিকট পরিষদের স্মারকলিপী ১৮

পুস্তক পরিচিতি ২১

গ্রন্থাগার সংবাদ

English Abstracts

শোক সংবাদ

সাহিত্য সংসদ-এর নতুন অবদান

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

সাহিত্য সংসদ কর্তৃক চল্লিশ বছর পরে অফসেটে পুনর্মুদ্রিত হয়ে আবার প্রকাশিত হচ্ছে। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর ভূমিকা সন্নিবিষ্ট। দুই খণ্ডে একলক্ষ পনর হাজারের বেশি শব্দ ও শব্দাবলী। দুই খণ্ডে প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠা। মজবুত বোর্ডে ও কাপড়ে বাঁধাই।

সাধারণ মূল্য ঃ টা. ১০০.০০

গ্রাহক মূল্য : টা. ৮০.০০

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সীমিত সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। নগদে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে এখুনি গ্রাহক হোন। প্রথম খণ্ড নেবার সময় টাকা ৩৫.০০ ও দ্বিতীয় খণ্ড নেবার সময় টাকা ২৫.০০ দেয়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। আগষ্ট ৭৯-এ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে।

গ্রাহক হবার ঠিকানা :

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড. কলিকাতা-৭০০ ০০৯

এবং

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

১১/১ বিধান সরণী। কলিকাতা-৭০০ ০০৬

গ্রন্থাগার

কলিকাতা গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায়

সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ দাশ

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১

বৈশাখ, ১৩৮৬

সম্পাদকীয়

দীর্ঘকাল অতীত হলো, ইউ, জি, সি বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিন্তু আজও পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাগ্যে ঐ বেতনক্রম লাভের সুযোগ হলোনা।

কলেজগুলির ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত অবস্থা চলেছে। সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকেরা পান সরকারী বেতন; অন্যান্য কলেজগুলিতে অত্যন্ত কমসংখ্যক গ্রন্থাগারিক ইউ জি সি বেতনক্রম পান, বাদবাকী অসংখ্য যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা রয়েছেন, এই দীর্ঘ ১০/১৫ বৎসর পরেও তাঁরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে গেছেন। আমরা যদি খোদ দিল্লী প্রশাসনের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে ঐ প্রশাসনের আওতাভুক্ত যে সমস্ত স্কুল আছে, তাদের গ্রন্থাগারিকেরা যে বেতনক্রম পান, আমাদের স্কুল কলেজ ঘুরে যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দিকের কয়েকজন ছাড়া আর কারও বেতনও ঐ পর্যায়ের নয়।

গ্রন্থাগার কর্মীরা সমাজে এক মর্যাদাহীন জীবনযাপন করছেন। এর কারণ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কোন সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি আজও পর্যন্ত।

বিগত ২ বৎসরে পরিষদ রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ৮বার স্মারকপত্র পেশ করেছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আজও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে কোন বিষয়েই সদুত্তর পাওয়া যায়নি; কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদও আমাদের কাছে নেই, অন্তত এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত নেই।

ইউ. জি. সি-র চেয়ারম্যানের কাছে সেদিন (২৯.৪.৭৯) স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে। গত বৎসর কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যে স্মারক পত্র দেওয়া হয়েছিল তারও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি (অবশ্য প্রাপ্তি স্বীকারের পত্রটি যথা সময়েই এসেছিল)।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত planning এর বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অবহেলা, বেতন ও পদমর্যাদা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনীহা, কর্মীদের আজ এক অসহনীয় জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। একদা যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী আশায় বুক বেঁধে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-গুলিতে এসেছিলেন বা আসছেন তাঁরা আর কতকাল এই অব্যবস্থাগুলি মেনে যাবেন জানিনা। কর্তৃপক্ষ এখনও যদি সচেতন না হন তবে কোন বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নেমেই কর্মীদের তাঁদের দাবী আদায় করার পথে অগ্রসর হতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

পরিষদের আগামী দিনের জন্য যে বৃহত্তর সংগ্রামের পরিকল্পনা রয়েছে তার জন্য এখন থেকেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে এসে পরিষদের প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৩-১৪ এপ্রিল, ১৯৭৯ : ব্যাটরা, হাওড়া

মুখ্য প্রতিবেদিকা : বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগিবৃন্দ : চৈতালী বসু ; অসিতাভ দাস ; দিলীপ ভট্টাচার্য

১ম অধিবেশন। ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯

উদ্বোধক রাজ্যপাল—ত্রিভুবন নারায়ণ সিং

প্রধান অতিথি—অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র

সম্মেলনের সভাপতি – বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক

ডঃ বিমলকুমার বসু।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—অধ্যাপক সংকরীপ্রসাদ বসু বলেন যে গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। এই বৎসর থেকেই ভারত সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিশুদের নানা বিষয়ে শিক্ষাদানে প্রয়াসী হয়েছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম গ্রন্থাগার আইন কার্যকর হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৯২৫ সালে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্যামপুর গ্রামে ১ম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। জনগণের স্বাধীন শিক্ষার মাধ্যম গ্রন্থাগার আন্দোলন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক প্রবীর রায়চৌধুরী সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। পঃ বঃ সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নে কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়েছেন—গ্রন্থাগার আইন, প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ (বাজেট অনুযায়ী), গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনায় জেলা ও রাজ্যস্তরে সরকার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রাজ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না হ'লে কর্মসূচী ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি সেকথা আলোচনার জন্য বিভিন্ন বিষয় নেওয়া হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষায় আলোচনা পরিচালনা করবেন সত্যেন মৈত্র ; অধ্যক্ষ অনিল রায়চৌধুরী পরিচালনা করবেন কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আলোচনা ; শিশুগ্রন্থাগার—অখিল নিয়োগী (অসমাপ্ত)।

রাজ্যপাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন গ্রন্থাগার সেবার অর্থ সরস্বতীর সেবা, উপাসনা, সঙ্গীত সরস্বতীর পূর্ণ সহযোগিতা। আনন্দের কথা যে বিভিন্নস্থানে গ্রন্থাগার খুলেছে। গ্রন্থাগার এমন একটি আসর যেখানে মহাপুরুষরা ও বড়বড় পাঠকরা আসেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন যেন দিনদিন বৃদ্ধি পায় এই আশা প্রকাশ করেন। এটা শিশুবর্ষ। শিশুদের উপযুক্ত বই পাওয়া যায় এমন গ্রন্থাগার খোলা হোক্। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সরকারকে আবেদন জানান।

অর্থমন্ত্রী—গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর প্রশ্নে উদারতা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার মন্দির মত, শিক্ষকের মত। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য সমাজের সকল স্তরের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজ বিপ্লব অঘটিত থেকে যাবে যদি না মানুষ সব সুযোগ লাভ করে – এজন্য চাই সচেতনতা। ৩০।৩২ বৎসর ধরেও যা করেনি, এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। সর্বস্তরে গ্রন্থাগারকে পৌঁছে দেওয়া—এই আন্দোলন করতে হবে। এই আন্দোলনই সামাজিক আন্দোলন। বিনা মাশুলে সবাইকে বইপত্র দিতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে বই চাই। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করতে পারেন সেটা সরকারকে দেখতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষা প্রসার ও বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের শিক্ষক রূপেই বিবেচনা করা যায়। অর্থব্যয়ের সময় অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আগে আসে। গ্রন্থাগার আইন পাশ করার চেষ্টা চলছে। আগামী বিধান সভায় আইন পাশ করা হবে আশা করা যায়। আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে কোথায় কোথায় ও কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে গ্রন্থাগার খোলা হবে সে বিষয়ে সরকার সচেষ্ট। আলোচনা হবে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে—এগুলো সরকারকেও পথ দেখাবে।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—আলোকবৃত্ত দাস নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুগ্রন্থাগার সম্পর্কে অতি ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

সভাপতি—জাতীয় অগ্রগতির জন্য গ্রন্থাগারের দান অনস্বীকার্য। প্রাচীনকাল থেকে সরস্বতী ভাণ্ডার, ভারতী ভাণ্ডার, জ্ঞান ভাণ্ডার ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল।

দারিদ্র্য, অজ্ঞান মোচনে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। শিক্ষা ও রুচির ব্যাপক প্রসারে চাই বড় বড় শহরে গ্রন্থাগার। দেশব্যাপী গণশিক্ষার পরিকল্পনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজস্ব [illegible]ন-ভিত্তিক গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে স্বীকার করেছেন। উপযুক্ত বই, পত্র পত্রিকার প্রয়োজন—মূলধনের গ্রন্থাগারের জন্য National Book Trust এর মত West Bengal Book Trust হওয়া প্রয়োজন। সরকার গ্রন্থাগার আইন করতে পারেন সেই গর্বের কথা ও দায়িত্বের কথা। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের দক্ষতা কি করে বাড়ানো যায়? জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে চলবে। গ্রন্থাগারের ভার অর্পিত হওয়া উচিত কেবলমাত্র বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের উপর। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিকদের উপর সকলকে ভরসা রাখতে হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—হরিদাস মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে দেশের ও বিদেশের গ্রন্থাগারিকরা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সংগঠন যে সমস্ত শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন তাঁরা হলেন—(১) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু; (২) লোকসভা স্পীকার সমর মুখোপাধ্যায়; (৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, (৪) রাজা রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান ডঃ ভবতোষ দত্ত; (৫) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক ভবেশ মৈত্র; (৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অরুণ রায়; (৭) বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়; ৮) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রসাদ ঘোষ; (৯) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী; (১০) ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বি, এল, ভরদ্বাজ; (১১) কেরালা গ্রন্থশালা সংঘমের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার; (১২) নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবী; (১৩) পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি; (১৪) অক্সফোর্ডের ফুল অব লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীমতি কাটিন; (১৫) ইউনেস্কো জার্নাল অব ইনফর্মেশন সায়েন্স, লাইব্রেরীয়ানসিপ ও আর্কাইভস এডমিনিস্ট্রেশন্ এর শ্রীমতি এলিজাবেথ বেয়ার্লী; (১৬) লণ্ডনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সম্পাদক কে লয়ে; (১৭) লাইব্রেরী কংগ্রেসের গ্রন্থাগারিক হাথেল হে, বুয়টিন; (১৮) এলিব এর ডিরেক্টর জেনারেল বেসিল স্তনডাল; (১৯) ইফলার সাধারণ সম্পাদক ডঃ মার্গারেট উইলিয়ম ও (২০) সিকিং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক।

৯ই এপ্রিল, ১৯৭৯ : প্রথম অধিবেশন

আলোচ্য বিষয় :—নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

পরিচালনা :—সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র, পরিচালক, বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ। অধিবেশনের প্রারম্ভে হ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতি দেবব্রত রায়চৌধুরী বলেন যে সামান্য উপকরণ নিয়ে একদল তরুণ প্রতিষ্ঠা করেছিল এই লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সময় এটি একটি খড়ঘর ছিল। বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই কিশলয়টি আজ মহীরুহে হতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগারের কাজ কেবলমাত্র বই লেনদেনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেনি, বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এটি সাধারণ গ্রন্থাগার নির্ভর ক'রে স্থানীয় লোক ও সরকারের উপর। এরপর পরিষদ কর্মসচিব প্রবীর রায়চৌধুরী পরিচালক সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্রকে সবিনয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। মৈত্র বলেন, তিনি গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বহু বিষয় ও সমস্যা জানতে পারা যাবে।

সর্বমোট ৯টি প্রবন্ধের মধ্যে ৮টি প্রবন্ধ পাঠ ক'রে শোনান হয় ও তার উপর ১৩ জন বক্তার বক্তব্য শোনা যায়।

বক্তব্য পেশ করেন :—

১) অরুণকুমার ঘোষ

তিনি প্রস্তাব রাখেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের শুভতম এই অধিবেশন মনে করে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ

ও সাক্ষরতা সংক্রান্ত কর্মসূচীতে সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক ভূমিকাতে গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এবং সেই কর্তব্য পালনে গ্রন্থকর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিতিতে সাহায্য করবার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিক্ষাক্রমে এই ভূমিকার কথা ও কর্মসূচী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

২) দিলীপ দাস :—(বাঁকুড়া মহকুমা গ্রন্থাগার)

তিনি বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও একটি রাজনৈতিক দিক আছে। জীবিকায় স্বাচ্ছন্দ্য করতে পারলে তবেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের সার্থকতা। সামাজিক অবস্থায় আজ অপসংস্কৃতির জঞ্জাল দূর করতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এসব সমস্যা দূর করতে পারলে নিরক্ষরতা সার্থক হবে।

৩) সত্যব্রত সেন :—(জেলা গ্রন্থাগারিক, বহরমপুর)

তিনি বলেন, ভারত সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কোথাও উল্লিখিত হয়নি অর্থাৎ কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তা সমাপ্ত করার কোনও পরিকল্পনা নেই। ভারত সরকারের পরিকল্পনাগত ত্রুটির জন্য এবং শিক্ষার সঠিক মূল্যায়নের অভাবে সবই ব্যর্থ হ'তে চলেছে। গ্রন্থাগার সাক্ষরতা অভিযানে সঠিক নেতৃত্ব দেবে। গ্রন্থাগারের চারপাশে কত নিরক্ষর আছে তার পরিসংখ্যান নিয়ে নিজস্ব নিজস্ব পরিকল্পনা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

৪) কালীপদ রায় (বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত)

তিনি বলেন, গ্রন্থাগার যদি তথ্যকেন্দ্রিক হয়, যদি প্রান্তীয় মানুষের সমস্যা সচেতন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায় তবে তা বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে সহায়ক হ'য়ে উঠবে। বয়স্ক শিক্ষাকর্মীদের ভাতা ইত্যাদির ব্যাপারে যে অবহেলা চলে আসছে, তা অচিরে দূর করতে হবে।

৫) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত বয়স্ক ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর প্রকাশিত বই দুষ্প্রাপ্য। এই সব বই-এ গ্রন্থাগারের নামোল্লেখ নেই এবং সেখানে কোনও পরিকল্পনা বা কার্যক্রমের কথা উল্লেখ নেই। ১৯৪৯ সনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় Calcutta University Adult Education Centre করেন। গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যোগ অনস্বীকার্য। সাক্ষর কথার অর্থ বর্ণ পরিচয় মাত্র নয়। সাক্ষরতা মানে বই পড়ার ও বোঝার উপযোগী হওয়া। গ্রন্থাগার literacy centre হিসাবে প্রতি মানুষকে বই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

৬) রামরঞ্জন সাহা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন আমরা গ্রন্থাগারিকরা নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে যে দৃষ্টিতে দেখছি তার সঙ্গে বর্তমানে যে আইন হ'তে চলেছে, সেই আইন সরাসরি সম্পৃক্ত। গ্রন্থাগারের ভূমিকার নূতন মূল্যায়ণ দরকার। ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ১৯৯১ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত হবে। কিন্তু এখনও সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারিনি। সরকার ২৮ বছরে ২৮ ভাগ সাক্ষর করতে পেরেছে, এই হারে চললে জনসাধারণ সাক্ষর হবেনা। আগে অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে তারপর শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়। বস্তুত দুটো কাজই পাশাপাশি চলা উচিত। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক থাকবে তাই নয়, audio visual পদ্ধতি পাঠককে সাক্ষরতা দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। Elementary type-এর বই প্রকাশের উদ্যোগ নেই প্রকাশকদের। সরকারী উদ্যোগে ও অর্থে এ ধরণের বই প্রকাশের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

৭) অরুণ রায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়ে কোনও policy স্থির হয়নি। Government policy জানা যায়নি। এ না হ'লে সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্ত পরিকল্পনার গলদ আছে, সেটা দূর করাই প্রাথমিক কাজ। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮) পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় (ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন বৈদেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে। তিনি প্রস্তাব দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটা। আলোচনা ক'রে "গ্রন্থাগারকে তথ্য কেন্দ্র ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা" বিষয়ে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা স্থির করবেন।

৯) ভূপালকুমার পাণ্ডুলী

তিনি বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবময়। কিন্তু নিরক্ষর লোককে সাক্ষর ক'রে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১০) নরেন্দ্রচাঁদ রায় (মানসিংহপুর প্রগতি পাঠাগার)

তিনি বলেন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য গ্রামের সাধারণ লোকের কাছে গ্রন্থাগারের সঠিক সংবাদ পৌঁছায় না। গ্রামে একটা ক'রে গ্রন্থাগার প্রয়োজন। বয়স্করা ছোটবেলা থেকেই জীবিকার সন্ধানে ঘোরার ফলে, লেখাপড়া না শেখার জন্য নিরক্ষর।

১১) সত্যানন্দ মজুমদার (সি. বি. সি ইনস্টিটিউট অফ্ টেক্‌নোলজি, কৃষ্ণনগর)

গ্রন্থাগার পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা একমত হ'তে পারিনি তার কারণ ভিন্ন মানসিকতা কিন্তু নিরক্ষরতা ও বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার সমাজ সেবার মনোভাব নিয়ে স্বেচ্ছায় সংগঠিত হয়েছে। সমাজশিক্ষায় মৌলিক চিন্তা নিয়ে গ্রন্থাগার এগিয়ে গেছে, এর থেকে বড় কোন সংগঠন নেই যার হাতে তুলে দেওয়া যায় বয়স্কশিক্ষার দায়িত্ব। বই প্রকাশিত হবে প্রয়োজনের তাগিদে।

১২) অশোককুমার দাস (পল্লীশ্রী পাঠাগার, হাওড়া)

তিনি বলেন, অরুণীতিভিত্তিক সমাজের সর্বস্তরের সংগঠনকে একত্রিত করা প্রয়োজন, যৌথ প্রচেষ্টায় এই সমাধান সম্ভব। সম্মেলনে আলোচনা করার পর এর কর্মসূচীর সার্থকতা সম্বন্ধে সমাপ্ত হ'তে হবে।

১৩) ফণিভূষণ রায়—(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

তিনি বলেন, Adult education programme-এর ত্রুটির জন্য পর্যবেক্ষকের শিক্ষা সার্থকতা লাভ করেনা। ৭০% সাক্ষর হ'তে ১১০ বছর লাগবে। তাঁরা ভুলে গিলেই গ্রন্থাগারের সমস্যা মিটবে না। গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের মাধ্যমে ওদের জীবনে প্রবেশ করতে হবে। লাইব্রেরীর সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধকে ওদের বুঝবার মত তৈরী করতে হবে। যেখানে যেখানে গ্রন্থাগার আছে সেখানে adult education centre খুলতে হবে।

১৪) সুবীর ভূষণ গুহ

তিনি বলেন, গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিবর্তন করা। সাক্ষরতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের। শিক্ষা, জীবন ও জীবিকাকে উন্নত করতে পারে।

১৫) সত্যব্রত ঘোষাল—(ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্‌স্টিটিউট)

তিনি বলেন, মাত্র ৩৩% লোক সাক্ষর। বাকী ৬৩% কে গ্রন্থাগারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উপর একটি Refresher cousre করার আবেদন করেন।

১৬) গোপাল পাল

তিনি বলেন, ৩০/৪০ বছরের উর্দ্ধ বয়স্কদের বয়স্কশিক্ষা সম্বন্ধে অনীহা। সাক্ষরতাকর্মীদের আর্থিক আনুকূল্য দিতে হবে।

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র বলেন, আমরা যাদের সাক্ষর বলি তাঁদের মধ্যে মাত্র ১/৫ সতাংশ বই পড়ে বুঝতে পারেন। বাকীদের নিছক নাম সাক্ষর করার জ্ঞান আবার নিরক্ষরতায় পর্যবসিত হয়। শুধু সাক্ষর ছাড়াও এক বিরাট অংশ আছেন স্বল্পসাক্ষর, এদের সাক্ষরতাকে স্থায়ী করতে হ'লে চাই গ্রন্থাগারের সচেতন ভূমিকা। এর জন্য চাই গ্রন্থাগারিকের dynamic approach. জীবিকা ও জীবনযাত্রার প্রণালী জানতে হবে। সাক্ষর হওয়া আর Reading habit এক জিনিষ নয়। গ্রন্থাগারে আসার জন্য সাধারণ মানুষের interest create করাতে হবে। National adult education programme-এর অনেক ত্রুটি স্বীকার করেও তিনি বলেন এর কতকগুলি

কর্মসূচীর বিশেষ বিশেষ মূল্য আছে। এর মধ্যে একটা হল Post literacy programme তাতে continuing education centre স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমস্ত গ্রামে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পুস্তক বিতরণের পরিকল্পনা আছে। ৪০ কোটি টাকা এই খাতে ধার্য্য হয়েছে। পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য সক্রিয় হ'তে হবে।

সর্বশেষে পরিষদের কর্মসচিব প্রবীর রায়চৌধুরী সভাপতিকে পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন continuing education centre এর মাধ্যমে follow-up programme সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অবহিত নই এবং এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় আর একটি parallel library system চালু করার কথাই মাত্র ভাবা হচ্ছে এবং এতে অহেতুক অর্থ ব্যয় ছাড়া আর কি উপকার হবে সে সম্বন্ধে আমরা দ্বিধামুক্ত নই।

এর পর অধিবেশন সমাপ্তির ঘোষণা করা হয়।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৯, দ্বিতীয় অধিবেশন

আলোচ্য বিষয় :—**কলেজ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে**

পরিচালনা :—বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজের অধ্যক্ষ অনিল রায়চৌধুরী

মোট ৭টি প্রবন্ধ ছিল, তার মধ্যে ৬টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং পরে এই বিষয়ে আলোচনা করেন মোট ১৬ জন বক্তা।

১) শুভ্রাংশু কুমার মিত্র—(বিড়লা ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব্‌ টেকনোলজি) তিনি বলেন কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি, বইপত্রের অপ্রতুলতা ছাত্রদের উদাসীন্য ইত্যাদি আলোচনা করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হ'তে বলেন।

২) অর্জুন দাশগুপ্ত—(জাতীয় গ্রন্থাগার) কলেজ গ্রন্থাগার পরিসেবা কি হবে, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে পাঠস্পৃহা কি ভাবে জাগানো যাবে তাই নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন আমরা Technical side-টা এত বেশী দেখছি যে ছাত্ররা বইএর প্রতি interest হারিয়ে ফেলছে। Reference service এর মাধ্যমে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাদের গ্রন্থাগারমুখী ক'রে তোলা সম্ভব।

৩) দীপক কুমার রায়—(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্য্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক নন্‌ অফিসারও নন্‌, তাঁরা গ্রন্থাগারিক এই পরিচয়ই তাঁদের প্রকৃত পরিচয়। এই বৃত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রন্থাগারিকদের এই রকম মর্য্যাদা সচেতন মানসিকতা গড়ে ওঠা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

৪) সুবীর ঘোষ—তিনি বলেন, গ্রন্থাগার যা হওয়া উচিত তা হয়নি। বইএর মান নেমে গেছে এবং বই-এ ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি ভাগে কাজ হয়—১) শিক্ষক সম্প্রদায়—২) অশিক্ষক সম্প্রদায়। গ্রন্থাগারিক মাঝামাঝি অবস্থায়। পরিসেবায় ভালমন্দ নির্ভর করবে গ্রন্থাগারিকদের মানমর্য্যাদার প্রশ্নে। কর্মী নিয়োগ যথাযথ হচ্ছেনা, কোথাও কম, কোথাও বেশী। কলেজ গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে সরকার কোনও নির্দিষ্ট মত ব্যক্ত করতে পারছে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে আবেদন যে কলেজ গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন। একটা কমিশন গঠন করে, সেই কমিশনের পর্য্যালোচনা, মতামত রাজ্যসরকারকে জানিয়ে সেইমত কাজ করিয়ে নিতে হবে। কোনও কোনও সংগঠন তাঁদের আন্দোলনকে পিছন থেকে বাধা দিচ্ছে বলে তিনি নিন্দা করেন।

৫) সত্যব্রত সেন—(হেলথ গ্রন্থাগারিক, বহড়া) তিনি মনে করেন গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের স্বতন্ত্র বৃত্তিকুশলী এবং অশিক্ষক গোষ্ঠীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পদাধিকারী বলে মনে করতে হবে। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের উপরই গ্রন্থাগারের গুরুত্ব। গ্রন্থাগারিকদের একসঙ্গে সংগঠনকে জোরদার করতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের আত্মসচেতন হওয়া প্রয়োজন। আলোচনা ক'রে সংগঠিত হয়ে পথ তৈরী করা উচিত।

৬) নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়—(ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন) তিনি বলেন, বেতন না দেলে পরিসেবা দেবনা, এই নীতি ঠিক নয়। বেতন ও মর্য্যাদা আগের

ছেয়ে বেড়েছে কিন্তু পরিষেবার উন্নতি সেই পরিমাণ হয়নি। বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধির দাবির সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন গ্রন্থাগার কর্মীকে কর্তব্যপালনে সচেতন থাকতে হবে।

৭) অশোক বসু—(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আওতায় থেকে গ্রন্থাগারিকদের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী ও গ্রন্থাগার পরিষদের নিজেদের মধ্যে চাই ঐক্য আর যৌথ নেতৃত্ব।

৮) বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়—(বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) তিনি বলেন কলেজিয় শিক্ষক সমিতির উচিত গ্রন্থাগারিককে স্থান দেওয়া। সম্মেলন যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে, এ বিষয়টি University Act এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তবে তিনি খুশী হবেন।

৯) বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—(বিবেকানন্দ কলেজ, হুগলী) তিনি কলেজ গ্রন্থাগারের বাজেটে মাত্র ১০% নির্ধারিত থাকে পুস্তক ক্রয় ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য। বইএর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে খরচ লাগে তা এই স্বল্প অর্থে সম্ভব নয়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য তিনি নির্দিষ্ট দাবী পেশ করেন।

১০) নিবেদিতা দে—(মেদিনীপুর উইমেন্স্ কলেজ) তিনি বলেন ছাত্রীদের সুশৃঙ্খলাবোধ ও চারিত্রিক উন্নতির ব্যাপারে শিক্ষকদের মত গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদার প্রশ্নটি আজও অবহেলিত। তিনি প্রস্তাব করেন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের academic staff হিসেবে গ্রহণ করা হোক।

(১১) অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়—(প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, টাকী সরকারী কলেজ) তিনি বলেন, গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা শিক্ষকের মর্যাদার সঙ্গে তুলনীয় নয়। আমাদের চাইতে হবে 'গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা'। আমাদের মূল অসুবিধাগুলির কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। শুধুমাত্র বেতনবৃদ্ধির দাবী করলেই হবেনা। অধিকাংশ কলেজ লাইব্রেরীতে Library rules নেই। গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিকদের মতামত দেবার অধিকার নেই। আগে এই সব সুযোগ সুবিধা আন্দোলন করে আদায় করে নিতে হবে। নতুন করে grant sanction করতে হবে যাতে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা যায়। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে দাবী আদায় করতে হবে।

(১২) অমিত কুমার ব্যানার্জী—(ছাত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ইনি দাবী করেন Information Service আরও বাড়ানো হোক্। উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপারে, চাকরী বাকরীর ব্যাপারে guide হিসেবে গ্রন্থাগারগুলি কাজ করুক।

(১৩) শান্তিদেব ভট্টাচার্য্য—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) তিনি বলেন ২/১টি কলেজ ছাড়া আর কোথাও কলেজ গ্রন্থাগারিকরা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। গ্রন্থাগারিকরা যেন পরিষেবার কাজে এগিয়ে যান এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলনকে জোরদার করেন।

(১৪) বিজয় গাঙ্গুলী—(ঘাটাল, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়) তিনি বলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলে গ্রন্থাগারের অবস্থার উন্নতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত library administration সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করে দেওয়া।

(১৫) কণিষ্কদেব রায়—(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) তিনি বলেন কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা। শিক্ষাকে গ্রন্থাগার আজ্ঞাবী করতে হবে। মর্যাদার লড়াই-এ দু'টি দিক আছে—(১) প্রশাসনিক বা আর্থিক মর্যাদা; (২) ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পাওয়া মর্যাদা। শুধু প্রশাসনিক মর্যাদার দিকে না তাকিয়ে সব ব্যাপারটি ভেবে চিন্তে একটি পরিকল্পনা নেওয়া উচিত।

(১৬) শ্রীবীর রায়চৌধুরী—(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) গ্রন্থাগারের সামগ্রিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি কতকগুলি বক্তব্য রাখেন—(ক) Professor-in-charge প্রথা বাতিল করতে হবে। (খ) অনেক কলেজের Head Asstt এর কাছে গ্রন্থাগারিককে report করতে হয়, এটা চলবেনা। (গ) Library Committee তে গ্রন্থাগারিককে শুধু সদস্য নয়, সম্পাদক করতে হবে। (ঘ) Academic decision making body তে গ্রন্থাগারিককে সদস্য করতে হবে। (ঙ) ১৯৭৬ সালে প: বঙ্গ: শিক্ষা দপ্তর একটা Circular

যেন তাতে L.D.C সম্প্রদায়ে Librarian / Asstt Librarian এর মাইনে সুপারিশ করা হয়, এর বিরোধিতা প্রয়োজন। (চ) সম্প্রতি Staff patern declared হয়েছে —৫০০০ এর উর্দ্ধে পুস্তকের সংখ্যা থাকলে তবেই কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন, এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক। (ছ) Library Assistant বা Assistant Librarian এর শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ চাই। (জ) Librarian কে M.A. হতে হবে। (ঝ) Pension, gratuity দাবী করতে হবে। (ঞ) পরিসেবা বাড়ানোর কাজে দৃষ্টি দিতে হবে তা না হলে আন্দোলন ব্যর্থ হবে। (ট) গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

(১৭) অনিল রায় চৌধুরী—তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে আন্দোলনের দ্বারা অগ্রসর হতে হবে। পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের দুর্লভতা, এবং স্থানাভাবের দরুণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি হয়না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান সমস্ত বিষয় শিক্ষা সেটা এখন সবাই বুঝতে পারে। Library Committee তে প্রতি কলেজেই গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করতে হবে। সরকার বর্তমান Pay-Packet Scheme চালু করছেন। এর ফলে Total খাতের ২৫ ভাগ সরকার কলেজকে দেয়, বাকী ৭৫ ভাগ সরকারকে কলেজগুলির দিতে হয়। ফলে কলেজে খরচার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এই অসুবিধা দূর হলে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বেশী সম্ভব হবে। অশিক্ষক, শিক্ষক, ও ছাত্রদের সকলের গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারকে মর্য্যাদাপূর্ণ স্থানে বসাতে হবে।

সভাপতি মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদ কর্মসচিব প্রবীর রায়চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৬ "শিশু গ্রন্থাগার" এর অধিবেশন আরম্ভ হবার পূর্বে বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কণিভূষণ রায় ও প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)। পাঠাগারের পক্ষ থেকে নববর্ষের স্বাগত ভাষণ দেন সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন মনোজ মুখোপাধ্যায় ও সংগীত পরিবেশন করেন সুনীতা মিত্র, চৈতালী দত্ত, অরুণ পাল, প্রবীর দত্ত, শুভ্রা পাল ও সৌম্যেন বন্দোপাধ্যায়।

১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯, ৩য় অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়—'শিশু গ্রন্থাগার'।

সভাপতি—অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

মোট ৮টি প্রবন্ধের মধ্যে ৬টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এর উপর আলোচনায় যোগদান করেন এবং আলোচনা সহ বক্তব্য রাখেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা।

(১) সুধীরকুমার সেন—(ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন যে শিশু শব্দটি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। শিশু শব্দটির পরিবর্তে 'ছোটদের' কথাটি ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ছোটরা দ্রুত বেড়ে ওঠে। বাণীবসুর গ্রন্থাগারে ৫০০০ বই এর উল্লেখ আছে যা কিশোরদের জন্য লেখা। ছোটদের গ্রন্থাগার করার অসুবিধা বই—সবই গল্পের বই। ছোটদের গ্রন্থাগার বলতে শিশু ও কিশোর সবাই এক-গ্রন্থাগারই বোঝায়। গ্রন্থাগারে বই বর্গীকরণের বদলে colour band ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। ছোটরা open access system ভালবাসে এবং তাদের হাতে বই নষ্ট হয় কম।

(২) নবেন্দুচাঁদ রায়—(যানসিংহপুর প্রগতি পাঠাগার)

তিনি বলেন, শিশু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিশুদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হলে শিশুশিক্ষা ও শিশুগ্রন্থাগারের প্রসার ব্যাহত হবে।

(৩) চন্দ্রমোহন বসু—(শ্যামনগর ছাত্রসংগঠন পাঠাগার)

তিনি দুটি প্রস্তাব রাখেন—(১) কিভাবে শিশুগ্রন্থাগার খোলা যায় সে সম্বন্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরামর্শ দেবে। (২) এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি সঠিকভাবে সব গ্রন্থাগারে জানান হোক।

(৪) অর্জুন দাশগুপ্ত—(জাতীয় গ্রন্থাগার)

তিনি বলেন—(ক) ২/৩ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত সকল শিশু গ্রন্থাগারের পাঠকপাঠিকা হতে পারে। (খ) শিশু গ্রন্থাগার এমন একটি স্থানে হওয়া উচিত যেখানে যাতায়াতের অসুবিধা নেই, শিশুরা সহজে যেতে পারে। (গ) পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার হওয়া উচিত। (ঘ) শিশুদের জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার হওয়া উচিত।

(৫) সুব্রত দাশ—(ছাত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শিশুগ্রন্থাগার যুক্ত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একজন করে পূর্ণ গ্রন্থাগারিক রাখা উচিত।

(৬) সুব্রত পাণ্ডে—(ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, জন্মলগ্ন থেকে যতদিন না adult হয়, ততদিনই সেই মানুষ শিশু। পাঁচবছরের মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের rate of growth তাড়াতাড়ি হয়। তিনি প্রস্তাব করেন গ্রন্থাগারিকরা মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে এ সম্পর্কে Thesis করে কতকগুলি Rule frame out করে সেই অনুযায়ী service দিন।

(৭) সত্যব্রত সেন—(জেলা গ্রন্থাগার, হুগলী)

তিনি বলেন, (ক) বিদ্যালয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে reference service করা উচিত। (খ) শিশু পত্রিকাকে বৃহত্তরভাবে নিতে হবে। (গ) সব গ্রন্থাগারে অন্ততঃপক্ষে একটি করে শিশুবিভাগ চাই। (ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে শিশুগ্রন্থাগার একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। (ঙ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অন্ততঃ দুজন করে গ্রন্থাগার কর্মী রাখা উচিত।

(৮) নলিন চন্দ্র খান—(ন্যাশনাল এটলাস)

তিনি বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রথমে শিশুদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তারপর শিশু গ্রন্থাগার। শিশুদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে গঞ্জে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার চাই। অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য তাঁদের আগে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সমস্যাকলে কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে গ্রন্থাগার নেই, সেখানে গ্রন্থাগার স্থাপন করা এবং গ্রামে Public library র মধ্যে শিশুবিভাগ স্থাপন করতে হবে।

(৯) অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—(প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, টাকী গভর্নমেন্ট কলেজ)

তিনি বলেন, আগে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে সুবিন্যস্ত করে গড়ে তুলে তারপর শিশুগ্রন্থাগারের কথা ভাবতে হবে। সঠিক পথে অগ্রসর হবার পদ্ধতি ভাবতে হবে।

(১০) সোমনাথ মুখোপাধ্যায়—(হ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী)

তিনি বলেন—(ক) সরকারের দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে নিজেদের তৈরী হতে হবে। এটা একটা সামাজিক আন্দোলন। (খ) শিশু গ্রন্থাগার-গড়ার পক্ষে বই কম, সাহিত্য বাড়াতে হবে। (গ) ভাল বই এর দায়িত্ব লেখক এবং প্রকাশকের। প্রকাশকের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। (ঘ) গ্রন্থাগার কর্মীদের সকলকে শিশুদের জন্য সময় দিতে হবে।

(১১) মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

তিনি বলেন, শিশুদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আকর্ষণ বাড়াতে হ'লে গ্রন্থাগারের সাজসজ্জা বাড়ানো প্রয়োজন। তাদের হাতে তুলে দিতে হবে রঙীন বইপত্র। শিশুদের গ্রন্থাগার মুখী হবার ইচ্ছে অভিভাবকদের তরফ থেকে হওয়া উচিত।

(১২) বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়—(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, স্কুল লাইব্রেরীয়ানের কাজ কেবলমাত্র বই-লেনদেন নয়, কি করে বই ব্যবহার করতে হয় ছাত্রদের তা শিক্ষা দেওয়াই আসল কাজ। গ্রন্থাগারিক ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা বোঝা যায় ছাত্রদের assignment থেকে।

(১৩) মণিমোহন ঘোষ—(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

তিনি বলেন শিশু গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের অভিভাবকদেরও শিশু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

(১৪) শুভাংশুকুমার মিত্র—(বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজি)

তিনি বলেন—(ক) আমরা পরিকল্পনা বিহীন ভাবে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন করাই, এটা দুঃখের বিষয়।

(খ) ভালো বই নেই। (গ) শিশুদের সঙ্গে ভালভাবে মেশা উচিত।

(১৫) অনিলচন্দ্র পাল—(রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) তিনি বলেন, শিশুর যা ধারণা সেটা বড় করে দেওয়াটাই গ্রন্থাগারের কাজ। ভাষা সমস্যার কথা চিন্তা করতে হবে। আঞ্চলিকতার কথাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। নব পেরেন্টির আসর বা মণিমেলা ইত্যাদি শিশু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করতে হবে।

(১৬) তলি রায়—(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে তোলা উচিত।

(১৭) অমলাংশু সেনগুপ্ত—(২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার)

তিনি বলেন (ক) আমাদের দেশের বঞ্চিত শিশুদের কথা আগে ভাবতে হবে। অন্ন বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন তো আছেই সেই সঙ্গে পাশাপাশি শিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনও চালাতে হবে। (খ) State Library Planning Committeeর একটি scheme তৈরী করে সেইভাবে কাজ করতে হবে। (গ) শিশুদের যা শেখান হবে তা recreational wayতে শেখাতে হবে।

(১৮) অমিতকুমার ব্যানার্জী—(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, উপযুক্ত আকর্ষনীয় বই শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তাঁরা শিশুদের গ্রন্থাগারমুখী করে তোলেন।

(১৯) অমিল নিয়োগী—(কলকাতা)

তিনি বলেন, আজকাল সবাই ছোটদের জন্য নানাভাবে চিন্তা করছেন। শিশু গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ছোটরা নানাভাবে গ্রন্থাগারে এসে তাদের মনকে উজ্জল করে তুলুক, এই চাই। বয়সের দিকে বেশী মন না দিয়ে 'এল উৎসুক চিত্ত, এল আনন্দিত প্রাণ' শিশুদের নিয়ে কাজ করতে হবে, তাদের মধ্যে বইয়ের নেশা ঢুকিয়ে দিতে হবে। এর চাইতে বড় নেশা আর কিছু হতে পারেনা। 'সবলেরেছির আদরে' বিভিন্ন শাখায় শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহু রকম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে শিশুদের চেনা যায়। সপ্তাহে একটা করে দিনও শিশুদের সঙ্গে মিশতে হবে,—গ্রন্থাগারের মাধ্যমে খেলাধুলা, তাহলে তাদের বইপড়ার আগ্রহ বাড়বে। বয়স ভেদে নানা স্তরের বই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। তাঁদের জন্য শিক্ষাশিবির করা যেতে পারে। ছড়া থেকে কবিতা, ইতিহাস' বিজ্ঞান ইত্যাদি ধাপে ধাপে তাদের শেখালে শহরে বা গ্রামীণ শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারে। এইভাবে গ্রন্থাগারের কাজও সহজ হতে পারে। বইকে ভালবাসতে শেখানর দায়িত্ব বড়দের।

অধিবেশনের শেষ অধ্যায়ে এক আন্তরিক পরিবেশে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যে অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী আয়োজিত এই সম্মেলন সুব্যবস্থিত সম্মেলনগুলির অন্যতম। স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তাদের ভূয়সী আচরণ প্রশংসনীয়।

পরিশেষে সাধারণ সম্পাদক যাঁরাই এই সম্মেলন বিষয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৩-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ : বাঁটরা, হাওড়া

গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে হাওড়া জেলার বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে ১৩-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে :

১। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামাজিক অগ্রগতির জন্য আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তাব—

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য নিম্নলিখিত চারটি দাবীকে কেন্দ্র করে সর্বব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করছে :

১। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন ;

২। প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ;

৩। শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক, বিদ্যালয় ইত্যাদি) গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ সম্প্রসারিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা ;

৪। কলাকাটায় অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রতি ১৫ লক্ষ জনসংখ্যা অনুযায়ী অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার, প্রতিটি শহরে শহর গ্রন্থাগার, ২০০০ জনসংখ্যা সম্বলিত গ্রামে গ্রামীণ্ গ্রন্থাগার, এবং বৃহৎ শহরে প্রাথমিক ইউনিট গ্রন্থাগার প্রবর্তন করা।

২। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা রচনা সম্পর্কে প্রস্তাব—

৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য রাজ্য সরকারের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি এবং জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী এবং গ্রন্থাগার প্রেমী জনসাধারণের ওপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতিকে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ; গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি, গ্রন্থাদি ক্রয় সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি : গ্রন্থাগারগুলিকে স্পনসর্ড প্রথার আওতাভুক্ত করার শর্তাবলী ; গ্রন্থাগারের পরিষেবার কর্মসূচী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মান ও পরিকল্পনা রচনার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করছে।

৩। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রস্তাব—

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা পর্যালোচনা করে ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে —

(ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। সদ্য সাক্ষরদের নবলব্ধ জ্ঞানকে অব্যাহত রাখতে এবং তা আরও সম্প্রসারিত করতে হলে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। অর্জিত শিক্ষাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সদ্য সাক্ষরদের শিক্ষার মান

অহরহই তাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাদি ও তথ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে ভারত সরকারের উদ্যোগে যে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে তাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই ভূমিকা উপেক্ষিত। জাতীয় স্বার্থে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

(খ) নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। সম্মেলন মনে করে যে যেখানে সম্ভব সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য এই সম্মেলন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের অনুরোধ জানাচ্ছে।

(গ) সদ্যসাক্ষরদের নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞানকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এই কাজে বিকল্প কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। যে সব এলাকায় গ্রন্থাগার আছে সেখানে গ্রন্থাগারকে এই কাজে ব্যবহার করতে হবে। আর যে সব এলাকায় এই ধরনের গ্রন্থাগার নেই সেখানে প্রচলিত গ্রন্থাগার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুপরিকল্পিত ভাবে নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(ঘ) এই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠক্রমে সদ্য সাক্ষরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা সংগঠিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

(ঙ) এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন সদ্য সাক্ষরদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তক, পোষ্টার ও পত্রিকা রচনা ও প্রকাশের জন্য গ্রন্থাগারিক, সাক্ষরতা কর্মী ও লেখকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি পর্ষদ বা কাউন্সিল গঠন করেন।

৪। শিশু গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আহূত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন লক্ষ্য করছে যে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় শিশুগ্রন্থাগার চরম অবহেলিত। অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ সুসংগঠিত নয়। সামান্য কয়েকটি বিদ্যালয় ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব নেই।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে—

(১) প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি শিশু বিভাগ প্রবর্তন করতে হবে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিকে বিশেষ অনুদান দেওয়ার জন্য এই সম্মেলন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা সমূহকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

(২) রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিকে যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে তার অন্তত শতকরা ২.৫ভাগ শিশুগ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

(৩) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৫। কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাব—

৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে উচ্চশিক্ষা স্তরে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের যথাযথ মর্যাদার প্রশ্নটি এই গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার সঙ্গে বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে—

(১) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারক সংস্থার সদস্য হিসেবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিককে গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও কলেজ স্ট্যাটিউট সংশোধন কালে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে এবং কলেজের কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কলেজ গ্রন্থাগারিককে গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার কার্যক্রম সার্থক করতে হলে এই পদক্ষেপ নেওয়া অত্যাবশ্যক।

(২) বৃত্তিমূলক কলেজ গ্রন্থাগারিকের উদ্যোগ ও তৎপরতাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রফেসর ইন চার্জ প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। সর্বতোভাবে কলেজ গ্রন্থাগারকে কলেজের অধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে।

(৩) কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য অধ্যক্ষকে সভাপতি, কলেজ গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক এবং শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করতে হবে।

৪) যে সমস্ত কলেজে সিকিউরিটি বণ্ড বা কাইডিলিটি বণ্ড চালু আছে তার অবসান ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন কলেজ গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান নির্ধারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৬। কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের স্টাফ্ প্যাটার্ন সম্পর্কে প্রস্তাব—

৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রচারিত স্টাফ্ প্যাটার্নের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি সম্পর্কে রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং এইসব ত্রুটিগুলির সংশোধন দাবী করছে—

(ক) যে সব গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৫০০০ পর্যন্ত সে সব গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য "গ্রন্থাগারিক" পদের পরিবর্তে "সহকারী" পদের সুপারিশ করা হয়েছে।— সম্মেলনের মতে প্রতিটি গ্রন্থাগারের শুধু পরিচালনার, অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য "গ্রন্থাগারিক" পদ সৃষ্টি একটি আবশ্যক শর্ত।

সম্মেলন আরো মনে করে যে গ্রন্থসংখ্যার দ্বারা গ্রন্থাগারের গুরুত্ব করার এই পদ্ধতি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং এই প্রস্তাবের অবিলম্বে অবসান হওয়া প্রয়োজন।

(খ) সরকার প্রচারিত "স্টাফ্ প্যাটার্নে" "সহকারী গ্রন্থাগারিক" ও "গ্রন্থাগার সহকারী" পদের জন্য শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা প্রয়োজন।

৭। গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়ে—আন্দোলন শুরু করা সম্পর্কে প্রস্তাব—

৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্নলিখিত দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ পুনরুদ্ধার গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে অনুরোধ জানাচ্ছে—

পুনরুদ্ধার গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে —পেনশন, গ্র্যাচুইটি চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, পার্বত্য ভাতা এবং অন্যান্য বকেয়া দাবীগুলি পূরণ।

(খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতন ক্রমের আওতাভুক্ত নন এই ধরনের কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের জন্য সরকার প্রচারিত বেতনক্রমের প্রত্যাহার—; অক্টোবর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ইউ জি সি বেতনক্রমের আবশ্যিক যোগ্যতা শিথিল; পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ইউ জি সি ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারিত গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমের সংশোধন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনুরূপ ইউ জি সি বেতন-ক্রম প্রবর্তন; যে সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়নি সেখানে এই বেতনক্রম প্রবর্তন।

(গ) মূল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষকদের অনুরূপ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রবর্তন।

(ঘ) রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে নির্মিত ও পরিচালিত প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী পুনরায় খোলা এবং অবৈধভাবে কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনরায় কর্মে বহাল।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংবাদ পত্রের

ভূমিকা সম্পর্কে প্রস্তাব

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের ব্যাপারে সংবাদ পত্রের ভূমিকা অপরিসীম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ত্রিদিনব্যাপী যে গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করেছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হল সমগ্র পঃ বঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির সম্প্রসারণ ও সমুন্নতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশ সাধন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং আপামর জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করা।

কিন্তু এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে কোন কোন সংবাদ পত্র এ ব্যাপারে উপযুক্ত ভাবে সহানুভূতি সম্পন্ন না হওয়ায় তাঁদের এই গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রচারের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি যদিও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সুখের বিষয় আকাশবাণী ও দূরদর্শন কেন্দ্র এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন।

এই সম্মেলন বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিকট অনুরোধ করছে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা যেন তার প্রচার ও প্রসারে যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ যে **পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী** প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার তথ্য সংগ্রহের কার্য শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছে। এবার সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে। এখনও যারা ডাইরেক্টরী ফর্ম পূরণ করে পাঠাননি, তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে ফর্ম পূরণ করে পরিষদ অফিসে পাঠান।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নাম

কলিকাতা

অর্চ্চনা শ্রীমানী, ১। অচিন্ত্য মল্লিক, ২। অজয় কুমার ঘোষ, ৩। অতনু চৌধুরী, ৪। অনিমা সেনগুপ্ত, ৫। অনিল পাল ৬। অনন্তকুমার চক্রবর্তী, ৭। অনিল চ্যাটার্জী, ৮। অনিল রায়চৌধুরী, ৯। অরুণকুমার সরকার ১০। অর্জুন গাঙ্গুলী ১১। অনামিকা দত্ত ১২। অমলকৃষ্ণ ঘোষ, ১৩। অমরনাথ দত্ত, ১৪। অমিয়কুমার ব্যানার্জী ১৫। অরুণ রায়, ১৬। অরুণাভ দাস, ১৭। অশোক চ্যাটার্জী, ১৮। অশোক দে, ১৯। অসক গোস্বামী, ২০। অশোক বসু, ২১। অসিতাভ দাশ, ২২। অসীম কুমার দত্ত, ২৩। আদিত্য ওহদেদার, ২৪। আশীষ নিয়োগী, ২৫। আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৬। ইতি ঘোষ, ২৭। উমা মজুমদার, ২৭-এ। এম, এন, নাগরাজ, ২৮। কল্যাণ দে, ২৯। কানাইলাল ঘোষ, ৩০। কালিদাস দে, ৩১। কালী প্রসাদ, ৩২। কিরণ ভট্টাচার্য্য, ৩৩। কৃষ্ণপদ মজুমদার, ৩৪। গীতা সাহা, ৩৫। গৌতম কর, ৩৬। গৌরহরি সাহা, ৩৭। চৈতালী দত্ত, ৩৮। জয়ন্তী রায়, ৩৯। তুলি রায়, ৪০। তপতী বড়ুয়া, ৪১। তপন গাঙ্গুলী, ৪২। তপন সরকার, ৪৩। তপন সেনগুপ্ত, ৪৪। তারাপদ ভট্টাচার্য্য, ৪৫। তারাশংকর চক্রবর্তী, ৪৬। তুষারকান্তি সাহানা, ৪৭। দিলীপ ঘোষ, ৪৮। দিলীপকুমার দত্ত, ৪৯। দিলীপকুমার দে, ৫০। দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য, ৫১। দীপককান্তি সেনগুপ্ত, ৫২। দীপ্তি রায়, ৫৩। দীপ্তিময় রায়, ৫৪। দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, ৫৫। দেবাশীষ ব্যানার্জী, ৫৬। ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ৫৭। ধীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ৫৮। ননীগোপাল বসাক, ৫৯। নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ৬০। নির্মলেন্দু মুখার্জী, ৬১। পবি সেন, ৬২। পরেশ সাহা, ৬৩। প্রবীণ নন্দী, ৬৪। প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী, ৬৫। প্রণবানন্দ জানা, ৬৬। প্রফুল্ল যোহান্তী, ৬৭। প্রবীর দে, ৬৮। প্রবীর ভট্টাচার্য্য, ৬৯। প্রবীর রায়চৌধুরী, ৭০। বঙ্কিম সাধু, ৭১। বনিকুমল রায়, ৭২। বরুণী ব্যানার্জী, ৭৩। বাণী চক্রবর্তী, ৭৪। বিজয়পদ মুখার্জী, ৭৫। বিজয়া ব্যানার্জী, ৭৬। বিনয় গুহ, ৭৭। বিমল ব্যানার্জী, ৭৮। বিমল নারায়ণ গুহ, ৭৯। বিশ্বনাথ ঘোষ, ৮০। বীরেন বিশ্বাস, ৮১। বীরেন্দ্রনাথ কাঞ্জী, ৮২। বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, ৮৩। ভাস্করানন্দ চাটার্জী, ৮৪। এম, এন, নাগরাজ, ৮৫। মদনপ্রসাদ সিংহ, ৮৬। মণিকা বসু রায়চৌধুরী, ৮৭। মধুরা রাউথ, ৮৮। মধুসূদন চন্দ্র, ৮৯। মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৯০। মানস চন্দ, ৯১। মিতালী চট্টোপাধ্যায়, ৯২। রতনকুমার দাস, ৯৩। রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৪। রত্না মিত্র, ৯৫। রথীন্দ্রচন্দ্র দাস, ৯৬। রথীন্দ্রনাথ রায়, ৯৭। রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৯৮। রাধানাথ রায়, ৯৯। রামকৃষ্ণ সাহা, ১০০। রীণা রায়, ১০১। রেণুকা ঘোষ, ১০২। শশাঙ্ক বাগচী, ১০৩। শান্তনু মুখোপাধ্যায়, ১০৪। শান্তিপদ ভট্টাচার্য, ১০৫। শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৬। শ্যামলী মিত্র, ১০৭। সমীর বসু, ১০৮। সমীর হালদার, ১০৯। সলিল খান, ১১০। সুকুমার মণ্ডল, ১১১। সুচিত্রা সন্দ্যোপাধ্যায়, ১১২। সুজিত আঢ্য, ১১৩। সুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৪। সুনীলকুমার রায়, ১১৫। সুধীর ব্রহ্ম, ১১৬। সুবীর সেন, ১১৭। সুবীর ঘোষ, ১১৮। সুবিমল মিত্র, ১১৯। সন্ধ্যা চৌধুরী, ১২০। স্বাতী ভট্টাচার্য্য, ১২১। সৌরেন্দ্রমোহন সন্দোপাধ্যায় ১২২। হরেকৃষ্ণ দত্ত, ১২৩। হিরণকুমার দত্ত, ১২৪। হীরালাল পাল।

কোচবিহার

১। অমলকৃষ্ণ মজুমদার, ২। অরুণকুমার ভট্টাচার্য্য, ৩। জিতেন্দ্রনাথ সরকার, ৪। পংকজকান্তি কর, ৫। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। মদনগোপাল সাহা, ৭। শিবাণী-ভট্টাচার্য্য,

দার্জিলিং

১। কাঞ্চনকুমার গুপ্ত, ২। কুমার সিং তামাং, ৩। কৃষ্ণা সেনবর্মা, ৪। গোবিন্দ মল্লিক, ৫। নিত্যরঞ্জন গুহ, ৬। পুণ্যপ্রসাদ গুরুং, ৭। বীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, ৮। মুহাদরঞ্জন সরকার, ৯। সুনীল কুমার ঘোষ, ১০। সুজিৎ চক্রবর্তী, ১১। হরেন্দ্র এ্যালে,

চব্বিশ পরগণা

১। অমলাংশু সেনগুপ্ত, ২। অমিতা কুণ্ডু, ৩। অরবিন্দ ঘোষ, ৪। অরুণ রায়চৌধুরী, ৫। অহিভোষ পাণ্ডা, ৬। কল্যানী গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। কীর্তিময় চক্রবর্তী, ৮। কানাইলাল জানা; ৯। কিশোরী মোহন মল্লিক, ১০। কেশব চ্যাটার্জি, ১১। গুরুপদ দাসগুপ্ত, ১২। গোপাল চক্রবর্তী, ১৩। গৌতম গোস্বামী, ১৪। চন্দনা চক্রবর্তী, চন্দ্রমোহন বসু, ১৬। চিত্তরঞ্জন দাস, ১৭। তরুণ কান্তি বিশ্বাস, ১৮। দীপকুমার রায়, ১৯। দুর্জটি ভট্টাচার্য্য, ২০। নারায়ণ চক্রবর্তী, ২১। নিমাইচাঁদ অধিকারী, ২২। প্রতিমা নাথ, ২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী ২৪। মলয় রায়, ২৫। মানবেন্দ্র বসু, ২৬। মুখিকা দাস, ২৭। রাসবিহারী মিশ্র, ২৮। রেণু দাস, ২৯। শরৎ চন্দ্র পাল, ৩০। শ্যামাপ্রসাদ নিয়োগী, ৩১। সচ্চিদানন্দ মণ্ডল, ৩২। সত্যব্রত সেন, ৩৩। সন্তোষ রায়, ৩৪। সন্তোষ কুমার বসাক, ৩৫। সবিতা কুণ্ডু, ৩৬। সমীরকুমার বিশ্বাস, ৩৭। সাধন চক্রবর্তী, ৩৮। সুনীল ভূষন গুহ, ৩৯। স্বপ্না রায়,

জলপাইগুড়ি

১। অনিমেষ ভট্টাচার্য্য ২। চান্দমা পালবনী সংঘ ৩। নীতিশ চন্দ্র বসু ৪। মনোজিৎকুমার মৈত্র ৫। সন্তু চন্দ্র দে ৬। সুনীলকুমার বাগচী ৭। সুবীর সেনগুপ্ত

মালদা

১। অনাথনাথ সেন ২। অনিলকুমার কর ৩। অরুনকুমার আদিত্য ৪। আলোককুমার সরকার ৫। কেশবলাল চক্রবর্তী ৬। তপন সেন ৭। প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮। বিভূতিভূষণ বিশ্বাস ৯। বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০। মদনমোহন মল্লিক ১১। সত্যানন্দ মজুমদার ১২। সুনীলকুমার তরফদার।

পশ্চিম দিনাজপুর

১। পরেশনাথ কুণ্ডু ২। বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৩। শচীদুলাল চৌধুরী

মালদহ জেলা

১। মধুকেশ ভট্টাচার্য্য ২। সত্যেন্দ্রচন্দ্র দাস ৩। সুবোধকুমার গোস্বামী

পুরুলিয়া

১। অশোককুমার পাঠক, ২। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ৩। ভক্তিরঞ্জন পতি, ৪। মহাদেব মুখার্জি, ৫। মুচিরাম মাহাতো, ৬। মদনচন্দ্র ভাণ্ডারী, ৭। বিশ্বনাথ কোলে, ৮। সাতকড়ি রায়, ৯। সুশান্ত হাজরা, ১০। রাঘবচন্দ্র কুইরী, ১১। রোহিণীকান্ত মাহাতো, ১২। লক্ষ্মনচন্দ্র মাহাতো।

বর্ধমান

১। আনন্দনারায়ণ গোস্বামী, ২। আব্দুল মতিন মিয়া, ৩। তারাপদ মণ্ডল, ৪। দিলীপকুমার সরকার, ৫। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৬। বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, ৭। বিজয়কুমার প্রামাণিক, ৮। বেণীমাধব নায়েক, ৯। শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১০। শংকরনাথ মিশ্র, ১১। শশাংকশেখর ভট্টাচার্য্য, ১২। শুকদেব মুখোপাধ্যায়, ১৩। সুনীল কুমার নাথ,

বাঁকুড়া

১। গোপালচন্দ্র পাল, ২। দিপালী দাস, ৩। দুলালচন্দ্র সা, ৪। নরহরি মণ্ডল, ৫। বনবিহারী দে, ৬। ভক্তেশ্বর মণ্ডল, ৭। মদনগোপাল ঘোষ,

চ। সুখেনকুমার দাস, ৯। কৃষ্টিকচন্দ্র গোস্বামী, ১০। হরনাথ দে, ১১। হীরালাল চট্টোপাধ্যায়

বীরভূম

১। অবধূত সরকার ২। কাজল চট্টোপাধ্যায় ৩। তরুণ রায় ৪। নিবারণচন্দ্র রায় ৫। লক্ষ্মী-নারায়ণ রায় ৬। শিশিরকুমার নন্দী ৭। সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত ৮। সুধাময় দাস

মুর্শিদাবাদ

১। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় ২। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ৩। জগবন্ধু চৌধুরী ৪। ব্রজদুলাল গোস্বামী ৫। প্রণব কুমার পাল

হাওড়া

১। অজিত প্রসাদ জানা, ২। অনিল কুমার বেরাপী, ৩। অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৪। অমলেশ নন্দী, ৫। অমিতাভ সেনগুপ্ত, ৬। অরুণ কুমার মুখী, ৭। অশোক কুমার রায়, ৮। অরুণ মাল্লা, ৯। অশোক কুমার দাস, ১০। অসিতরঞ্জন দে, ১১। অসিত ব্যানার্জী, ১২। আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, ১৩। আরতি রায়, ১৪। ইন্দ্রজিৎ পাত্র, ১৫। গোপীনাথ পণ্ডিত, ১৬। গোলকনাথ রায়, ১৭। চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, ১৮। জগমোহন দাস, ১৯। তপন কুমার মণ্ডল ২০। তাপস কুমার বাগ, ২১। দিবাকর শেঠ, ২২। দীপক কুমার দে, ২৩। দেবনারায়ণ মাল্লা, ২৪। নবের চাঁদ রায়, ২৫। নিমিষেষ রায়, ২৬। নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী, ২৭। নির্মলেন্দু মাল্লা, ২৮। নির্মল মণ্ডল, ২৯। নিরাপদ মণ্ডল, ৩০। নেপাল কান্তি ভট্টাচার্য, ৩১। নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২। পঙ্কজ কুমার মজুমদার, ৩৩। পরিমলচন্দ্র আচার্য, ৩৪। পিনাকী নাথ মুখার্জী, ৩৫। পুলকলাল কুণ্ডু, ৩৬। পূর্ণেন্দু প্রামানিক ৩৭। প্রদীপ কুমার কর, ৩৮। প্রবীর কুমার দাস, ৩৯। মাণিক চাঁদ বসু, ৪০। মাণিক রায়, ৪১। মুকারাম মৌলরায়, ৪২। মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৩। মৃন্ময় দাস, ৪৪। বলাই মুখোপাধ্যায়, ৪৫। বাণী চক্রবর্তী, ৪৬। বাণী কিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৭। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ৪৮। বিশ্বকুমল সাপুই, ৪৯। বিমল কুমার মাইতি, ৫০। বিশ্ব-মঙ্গল ভট্টাচার্য্য, ৫১। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ৫২। যামিনী কান্ত দে, ৫৩। রঞ্জনকুমার মাঝী, ৫৪। রবীন্দ্রনাথ মাইতি ৫৫। রামচন্দ্র করাড়, ৫৬। শান্তিসুধা চরিত, ৫৭। শিবেন্দু মাল্লা, ৫৮। শিশির কুমার সামন্ত ৫৯। শিশির কুমার সিংহ, ৬০। শীতল মুখোপাধ্যায়, ৬১। শুভেন্দু মাল্লা, ৬২। শৈলেন্দ্রনাথ মাল্লা ৬৩। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৬৪। সত্যব্রত ঘোষাল, ৬৫। সনৎকুমার পাল, ৬৬। সলিল কুমার পাল, ৬৭। সন্ধ্যা রায়চৌধুরী ৬৮। সাহাবুদ্দিন খান, ৬৯। সুবীর চন্দ্র ঘোষ, ৭০। সেখ বোদিয়েল জামাল, ৭১। স্নেহময় নন্দী ৭২। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৩। সৌরেন পাঠক, ৭৪। হরিদাস মুখোপাধ্যায়।

হুগলী

১। অনন্ত ভট্টাচার্য ২। অনন্ত কুমার দাস ৩। অনিল কুমার বসু ৪। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫। অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায় ৬। অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭। গণেশ নন্দী ৮। গোপালনারায়ণ চৌধুরী ৯। গোবিন্দ রক্ষিত চট্টোপাধ্যায় ১০। চিত্তরঞ্জন বেরা ১১। জুড়ানরুক্ষ সরখেল ১২। তরুণকুমার মিত্র ১৩। তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪। দীপককুমার মুখোপাধ্যায় ১৫। ধ্রুব নন্দী রায় ১৬। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭। নির্মলচন্দ্র চৌধুরী ১৮। বঙ্কিমোহন ঘোষ ১৯। বিনোদবিহারী দাস ২০। বিশ্বনাথ দাস ২১। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২২। শঙ্কর-প্রসাদ গুড় ২৩। শঙ্কর নায়েক ২৪। শুভ্রাংশুকুমার মিত্র ২৫। শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় ২৬। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস

(বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি-বৃন্দ এক সাক্ষাৎকারে এ-রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার সমূহের কর্মীদের দুরবস্থা ও যুক্তি নীতির অভাবে বিভিন্ন অযৌক্তিক কাজ কর্মের চিত্র তুলে ধরে নিম্নলিখিত স্মারকলিপি পেশ করেন।)

To
Prof Satish Chandra
Chairman
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-1.

Sub : Problems of library professionals working in colleges and universities.

Respected Sir,

We are grateful to you for granting us an interview to place before some of the out-standing problems of library professionals working in colleges and universities in India. We are placing our view—points for your kind consideration :

1) The UGC pay scales for library professional during the 5th plan period—

Library professionals in India are very much aggrieved to note that the University Grants Commission has deviated from its old principle of equating the pay scales of library professionals with those of the teaching personnel after it had persued its old principle without any difficulty for three plan period. When this principle was first implemented by the University Grants Commision under the leadership of Dr. C. D. Deamukh, the main idea was to improve the quality of academic library service by ensuring proper pay and status for library professionals working in colleges and universities. Deviation from this principle will not only deprive the existing library professionals from natural justice but will be a hindrnce to attract bright people to this profession. In all developed countries of the world, this principle is followed. We would, therefore request you to review the whole position in the interest of better quality of library service and equate the pay and status of library professionals with those of the teachers of colleges and universities.

2) Appointment of non-professional librarians—

We are also very much aggrieved to note that the UGC has prescribed for appointment of so-called non-professional Libararians for University libraries. Library service is a professional service. There can be no proper planning and development of library service if a library is headed by a non-professional Librarian. We would, therefore request the UGC to revise this deregatory stand in the interest of better library service.

3) Condition of implemention of the UGC pay scales during 5th Plan Period—

The UGC circular for pay scales of library professionals during the 5th plan period has laid down the condition that the 6th plan pay scales will be implemented provided

the 4th plan pay scales of library professionals working in colleges and universities have already been implemented. In West Bengal, in most of the universities and in some colleges the pay scales of the 4th plan period have not been implemented for no fault of the library staff. If this condition is strictly adhared to, a large number of professional personnel will be deprived of the benefit of the 5th plan period pay scales. We would, therefore, request you not to insist on prior implementation of the 4th plan period as a pre-condition for implementation of the pay scales of 5th plan period. We would request you to accept the above proposal and to give necessary directions to the state governments in this regard.

4) **Different pay scales for college Librarians—**

During the 5th plan period, different pay scales have been suggested for college librarians, basing on different existing pay scales during the 4th plan period. This type of differential treatment for different categories of college Librarians is not only against the Inta rest of uniform pattern of college library service, but will have a demoralising effect on the college librarians in our country. we would, therefore, request you to revise this stand and introduce uniform pay scales for library professionals working in different colleges throughout the country.

5) **Relaxation of qualifications for existing library staff during the 4th plan period—**

During the 4th plan period, the UGC relaxed the condition of qualifications for existing library staff who were in position as on 1 - 4 - 1966 so that they may be eligible for enjoying the benifits of the revised pay scales. Even, 13 years after that circular, those pay scales have not been implemented. We would therefore, request you to extend the time limit for relaxation of qualification so that all existing library professional may get the benifit of the UGC pay scales during the 4th plan period. There would not have been this problem of further relaxation, had it been implemented in time.

6) **Principls to be adopted for 5th plan period pay scales**

We understand that the UGC is reviewing the pay scales of library professionals during the 5th plan period in the light of different memoranda submitted by different Library Associations and other organisations. In this connection, we like to suggest following principles for consideration of the UGC ;

(a) Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians of Universities and Colleges possessing qualifications prescribed by the UGC should be given parity of pay scales corresponding to those of teachers of Universities and Colleges (Pay scale of Professor, Reader and Lecturer in case of University libraries, pay scale of Lecturer in case of College Libraries). Library professionals who were in position as on 2.4.66, irrespective of their qualifications, should be allowed the benifit of those corresponding pay scales .

(b) Suitable pay scales should be accorded for Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians who do not posses the qualifications as prescribed by the UGC. This category of staff should be accorded pay scales similar to those of the corresponding cadres of

teachers as and when they qualify for the UGC pay scales.

(c) Suitable pay scales should also be accorded for other professional staff working in colleges and universities.

(d) In future, in all appointments in university and college libraries, qualification should be strictly insisted on.

(e) The UGC should request different state governments, universities and colleges for early implementation of the UGC pay scales.

7) Status of Librarians and Libraries—

As regards these problems, we would request the UGC to consider following suggestions in the interest of improved library service :

(a) The Librarian, at different levels should be a member of decision making academic bodies. At University level, the University Librarian should be a member of Academic Council/Senate and at the College level College Librarian should be a member of the Teachers' Council. This is required for proper interaction between the Librarian and the teaching community.

(b) Professor-in-charge system of libraries should be abolished as it arrests the initiative of the professionally qualified Librarians. Library big or small, should be headed by professionally qualified librarian and he should work directly under the head of the institution.

(c) At different levels, Library Committees should be constituted with the Head of the institution as Chairman and the Librarian as Secretary with representatives of teachers and students.

8) Committees on College and University Library Service—

Library and information service play a vital role in higher education and in research and development work. Unfortunately, these roles of library service have not been properly evaluated in our country. As regards library service, the UGC' s role has been just like a money disbursing authority. It is high time that this attitude be changed in the interest of better library service. we would, therefore, request the UGC to constitute a Library Committee to look after the follwing problems :

(a) Norms and levels of library and information service to be rendered at the collegiate and university levels ; (b) determination of norms of financial provisions for college and university libraries ; (c) manpower requirement and development ; (d) provisions for physical facilities.

Sir, we have hitherto submitted numerous memoranda seeking redressal of our grievances. Unfortunately, no satisfactory result has come out as yet. We, therefore, fervently appeal to you for taking personal interest of the matter to remove the longstanding grievances.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/- P. Roychaudhury
Secretary 29.4.79

পুস্তক পরিচিতি

ডকুমেন্টেশন্ এণ্ড ইনফরমেশন :
সার্ভিসেস্, টেকনিকস্ এণ্ড সিস্টেমস্।
বি গুহ। কলিকাতা: ওয়ার্ল্ড প্রেস্, ১৯৭৮।

কিরণকুমার ভট্টাচার্য
সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা

অধ্যাপক হিমেন্দু গুহের উপরোক্ত গ্রন্থ ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বস্তুত গ্রন্থটির গ্রন্থ-আবরণীতে উল্লিখিত উক্তি, 'সম্ভবত এখনি ভারতে প্রকাশিত ডকুমেন্টেশন্ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক' নিছক প্রচারোক্তি বা অত্যুক্তি নয়। উক্ত দাবির সঙ্গে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর ব্যাপকত্ব ও বিন্যাস সম্বন্ধেই সমীকরণ যোগ্য।

গ্রন্থটি অধ্যাপক গুহের INSDOC পরিচালিত তথ্যবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সকল শিক্ষকরূপে দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্ট থাকার ফলশ্রুতি এবং শিক্ষক-ছাত্র অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অভিজ্ঞতা সম্ভাত বলেই এতে প্রতিফলিত হয়েছে বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও অধুনাতন পরিমণ্ডল।

গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত পাঁচটি মূল পর্বে বিন্যস্ত :

(ক) ডকুমেন্টেশন্ সংক্রান্ত ধারণা (The Concept) ;
(খ) নথি, ব্যবহারকারী ও পরিসেবা: ত্রয়ী সমাহার (The Trinity of Documents, the users and Services)
(গ) কলাকৌশল বা প্রণালী (The Techniques)
(ঘ) নিয়ন্ত্রনাবলী (The Controls)
(ঙ) প্রেক্ষাপট (The Canvas)

প্রথম পর্বে লেখক স্বল্পপরিসরে ডকুমেন্টেশন্ সংক্রান্ত ধারনা ও সংজ্ঞার বিবর্তন, বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত, গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও ডকুমেন্টেশনের পারস্পরিক সম্পর্ক, ডকুমেন্টেশনের সক্রিয় (Active) ও নিষ্ক্রিয় (Passive) এই দুটি দৌলদিকের অন্তর্ভুক্ত কার্যকলাপ চিহ্নিতকরণ, এবং পরিশেষে ডকুমেন্টেশনের সমার্থক 'তথ্যবিজ্ঞান' ও 'তথ্যশাস্ত্র' শব্দদুটির আবির্ভাব সংক্ষেপে অথচ প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখের প্রতি বিস্তৃত থেকে আলোচনা করেছেন।

তথ্যাধার (Information Sources) ; তথ্যব্যবহারকারীর চাহিদা ; তথ্যপরিসেবা ও তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপ—১ ; তথ্যপরিসেবা ও তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপ—২ এই চারটি অধ্যায়ে গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বটি বিন্যস্ত।

তথ্যাধার বিষয়ক অধ্যায়ে লেখক বিভিন্নপ্রকার নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত তথ্যের চারিত্রলক্ষনের ভিত্তিতে নথিপত্রের বর্গীকরণ ও বিভিন্ন নথিবর্গের পরিভাষা বিষয়ে রঙ্গনাথন, সি তথলিউ হানসন্ ও ভেনিস প্রণ্যানের মতবাদের উল্লেখ করেছেন এবং অধুনা তথ্যবিজ্ঞান জগতে সর্বজনগৃহীত প্রণালক্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এই তিন প্রকার নথিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নথিপত্রে সন্নিবেশিত তথ্যের বিশিষ্টতা, ব্যাপ্তি ও বিভিন্নপ্রকার তথ্যানুসন্ধানে এগুলির উপযোগিতা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় 'তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদাতে' আলোচিত হয়েছে তথ্য ব্যবহারকারীর তথ্যচাহিদার প্রকৃতি এবং তথ্যচাহিদা সমীক্ষার কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া। উল্লেখযোগ্য তথ্যচাহিদা সমীক্ষার সংযোজন অধ্যায়টিকে পূর্ণতা দান করেছে।

তথ্যপরিসেবা ও তৎসংক্রান্ত কার্যকলাপ—১ ও ২ এর প্রধান আলোচ্যবিষয় বায়মান তথ্যঅবগতি পরিসেবা (Current

Awareness Service) নির্বাচিত তথ্য পরিবেশন (Selective Dissemination of Information); ও অনুবাদ পরিসেবার বিভিন্ন দিক। বাস্তবমান তথ্যঅনুসন্ধিৎসু পরিসেবায় নিম্নোক্তিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও তথ্যব্যবহারকারীর সময়োচিত চাহিদাপূরণে এই পদ্ধতিগুলির উপযোগিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং নির্বাচিত তথ্য পরিবেশনার বিভিন্ন স্তর ও এই পরিসেবার আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি সম্পর্ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক যন্ত্রসঙ্কলভিত্তিক সারায়ন (Abstracting) ও সূচীকরণ ব্যবস্থার ভূমিকা প্রভৃতির যথাযথ উপস্থাপনায় তথ্যপরিসেবা বিষয়টি সুআলোচিত।

কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া পর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে তথ্য সংগঠন বিষয়ে চারটি অধ্যায় এবং সূচীকরণে সংবদ্ধ শব্দতালিকার (Thesaurus) ভূমিকা; সূচীকরণভাষা ও বিভিন্ন সূচীকরণ ব্যবস্থার মূল্যায়ন; কয়েকটি সারায়ন পরিসেবার অন্তর্ভুক্ত সূচীকরণ পদ্ধতির সমীক্ষাও সারায়ন প্রক্রিয়া বিষয়ে একটি করে অধ্যায়। এই পর্বের তথ্যসংগঠন সংক্রান্ত বিষয়টি গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য অংশ। এই বিষয়ভুক্ত চারটি অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে 'কাটার' থেকে উত্তরসংযোজন (Post-Coordinate) পদ্ধতি পর্যন্ত সূচীকরণভাষার যৌলিকগুলির তুলনিষ্ঠ আলোচনা।

গ্রন্থটির চতুর্থপর্ব 'নিয়ন্ত্রণাবলীর' আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে প্রকাশনা উদ্ধৃতির (citation) ব্যবহার; 'গ্রন্থমিতি' (Bibliometry) ও 'তথ্যায়ন সংক্রান্ত মানক'। বস্তুত বর্তমান তথ্যপরিবেশে যে কোন তথ্যপরিসেবা ব্যবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে প্রকাশনা উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ ও গ্রন্থমিতির প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য। আলোচ্য গ্রন্থে এই দুটি বিষয় ও প্রকাশনা উদ্ধৃতির আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ হিসাবে Science Citation Index সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার অন্তর্ভুক্তি গ্রন্থটিতে একটি অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজিত করেছে।

গ্রন্থটির শেষপর্ব হিসাবে বর্তমান প্রেক্ষাপটের উপস্থাপনা অত্যন্তসময়ত; এবং এই পর্বে ডকুমেন্টেশনে যন্ত্রগণকের প্রয়োগ, তথ্যপরিসেবা বিষয়ে আন্তর্জাতিকস্তরে প্রচেষ্টা ও ভারতে ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রসঙ্গের যথাযথ আলোচনায় গ্রন্থটি সুপরিণতিতে উত্তীর্ণ।

পরিশেষে একথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বক্তব্যের প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ও বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক গুহ ভারতে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান ও তথ্যবিজ্ঞান জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ধন্যবাদার্হ এবং আমাদের আশা ভবিষ্যতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আরও ফসল আমাদের হাতে তুলে দেবেন।

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া

গত ২৮শে এপ্রিল, '৭৯ পল্লীশ্রী পাঠাগার ও পতিতপাবন স্মৃতিরক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষক পতিতপাবন পালের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠাগার হলে বিশিষ্ট শিক্ষক কালিপদ মণ্ডলের সভাপতিত্বে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষক জীবনের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

গত ৬ই মে পরিষদের হুগলী জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় বিধান চন্দ্র কলেজে আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে শাখার সম্পাদক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শাখার উদ্যোগে গত ২৪শে মার্চ-এ বাজুরহাটে অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরণী এবং গত ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিবরণী পেশ করেন।

সভায় হাওড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পিনাকী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন। গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী এবং ভূপাল সরখেল আলোচনা প্রসঙ্গে কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নানা অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখা কমিটির সভাপতি অনিল কুমার বসু। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শশাঙ্ক বাগচী সভায় উপস্থিত থেকে সংগঠন সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তী আঞ্চলিক সভা তারকেশ্বর মুরে সংঘে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৬, তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র কর। বহু সুধীজনের যোগদানে অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, রবীন্দ্র আলোচনা প্রভৃতির শেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বন্দনা ও সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে এই সারস্বত বন্দনা সমাপ্ত হয়।

বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, হুগলী

গত ৫ই মে, ১৯৭৯ পাঠাগারের ৮৯ তম প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মৌসুমী সেনগুপ্ত এবং প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে সঞ্জীবন ঘোষ ও সুব্রত নাথ। সভানেত্রীর ভাষণের পর পাঠাগারের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করা হয়। এই দিনটিতে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষ্যে স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিশুশিল্পীদেরও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দেওয়া হয় এবং একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রামকৃষ্ণ পাঠাগার, পলাশচাবড়ী, মেদিনীপুর

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৬ পাঠাগারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। পাঠাগার প্রাঙ্গণে বিকালে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং এই উপলক্ষে সাত জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন ডাঃ সুকুমার চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ ঘোষ ও কৃষ্ণদাস মাইতি। বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

ভূপাল স্মৃতি গ্রন্থাগার—মেদিনীপুর

গত ৭ই মে '৭৯ রাত্রি ৮টায় পাঠাগারের প্রাঙ্গণে গ্রন্থাগারিক নীহারকান্তি পালের পরিচালনায় ও পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের সঙ্গীত, নাটক, তথ্য ও প্রচার বিভাগের সৌজন্যে, এবং বেতার শিল্পীকৃন্দের সহযোগিতায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাঠাগারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আনন্দদানই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। বিশিষ্ট শিল্পীকৃন্দের বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান মনোরম হয়ে ওঠে।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার,
বর্ধমান।

গত ১৯শে বৈশাখ, ১৩৮৬ বিকালে পাঠাগার প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সলিল মিত্র। এই অনুষ্ঠানে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীর সহযোগিতায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং পরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

শালবনী সংঘ গ্রন্থাগার
চালসা, জলপাইগুড়ি।

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৬ বুধবার রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের সাথে গ্রন্থাগারের পঞ্চদশ বার্ষিক গ্রন্থপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পক্ষকালব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি হয় ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ শনিবার বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী উৎসবের সঙ্গে। এই দিন একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

হাওড়া সেবা সঙ্ঘ, হাওড়া

গত ১২ই ও ১৩ই মে সঙ্ঘের দ্বাদশতম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব পালন করা হয়।

উল্টাডাঙ্গা প্রগতি পাঠচক্র
কলিকাতা—৬৭

গত ১৪ই এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যায় উল্টাডাঙ্গা রেল-ষ্টেশন সংলগ্ন মাঠে উল্টাডাঙ্গা প্রগতি পাঠচক্রের অষ্টম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত আইনজীবী বলাই রায় এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির ভাষণে ডাঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য পাঠচক্রের কার্য্যকলাপের প্রশংসা করেন। সভায় উদ্বোধকের এবং সভাপতির ভাষণে সি, আই, টি, বা সি, এম ডি, এ পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে একটি ঘর দিয়ে সাহায্য করার জন্য আবেদন রাখা হয়। এই সভায় পাঠচক্র আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কারসমূহ বিতরণ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পল্লীশ্রী পাঠাগার হীরাপুর, হাওড়া।

গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ, ১৯৭৯ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া আয়োজিত দুইদিনব্যাপী কিশোর ও কিশোরীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মার্চ, ৭৯' বিকেল ৪টায় পাঠাগার প্রাঙ্গনে পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এবং পুরস্কার বিতরণ করেন হাওড়ার সামাজিক সম্প্রসারন অধিকারিক সুবলচন্দ্র পাল এবং স্বাগত ভাষণ দেন পাঠাগার সম্পাদক কালীপদ মণ্ডল।

প্রতিবেদক : দিলীপ ভট্টাচার্য

English Abstracts

By **Dipakkumar Ray**

Granthagar Vol. 28, no 4 July-August 1978

Preservation of Individual Collection Library, by Anil Chandra Paul. Page 488

The author here points out how men procure books in order to gather knowledge and to get mental satisfaction. Besides professional books many professional people of various branches are in the habit of Collecting books which are not related to their respective professional field. Personal collection and family collection of books and journals may form a library. But due to lack of scientific and primary knowledge of book preservation, libraries having rare collection are gradually suffering from dilapidation. The reasons for which books and journals are warved, may be mentioned below ; Such as climate, fungus or mushroom, dust, insects, white ants, silver fish and rats etc. Besides the above, all along closed almirahs, iron almirah, low quality wooden almirah are the root causes of the depreciation of the books and journals of a library. Now Let the people be categorized who can preserve books of the individual collection library. They are well to do people residing at the heart of the big cities, the middle class people residing at the town, the lower middle class people residing at the rented house and lastly the people who reside in the earthen house.

Those who reside in calcutta for a long time and have developed their professional education, very often their individual collections become heavy in number. In that case it is expected that they would keep their collection under air conditioned method.

Library system in Peoples' Democratic Republic of China a report, by D. T. Richpane and Howard Nelson ; tr., by Satyabrata Ghosal. Page 490

It has presented us a detailed picture of Library system of China and how library science education is given in the country. It has also pointed out that the entire library system is controlled by a Revolutionary Committee. It has been in vogue since the Cultural Revolution. It is also flashed before us about what sort of impact has been fallen from revisionism and cultural revolution. We have also come to know that there are six types of libraries found in China such as, 1) Public Library. (2) Academic libraries, 3) Trade Union and Industrial worker's library. (4) Science and research library, 5) Central and local administrative library. 6) Soldiers' library. It has thrown some light on the work of publication. We have got a very good picture of National library of China. The highest research body in China is "Academica Senica" and it has several branches of its own. We find a close contact between central and departmental libraries of this organisation.

Lastly a very good index is provided.

The growth and development of libraries in Jalpaiguri District, by N. C. Chaudhury. Page 499

It has first discussed briefly on the libraries existing in India during Ancient, Medieval and British times and at that time mostly librarian position's was at par with teachers,

After a thorough discussion on the history of library movement at Jalpaiguri District it has informed us about the present condition of the existing libraries. The total number of libraries of the district is 112 and out of them 34 libraries are to run under the patronage of the government and 71 libraries are controlled by different institutions. Some of these libraries get a grant from the government for about Rs. 1000/— to 2000/ per anum. Besides, the libraries by paying Rs. 25/- as subscription to the District Library are entitled to get 50 books at the every interval of two months. As a result the libraries which can not purchase books due to pecuniary condition, get books and in this way serve the people of the District. In this way library movement is steping forward in the District.

Book Review **Page 502**

Cinema and its makers, by Rajat Ray Vol. I

Calcutta, Nabajatak Pub., 1977. Price 40.00 ; reviewed by Tarak Pathak.

In his book Rajat Ray has given a vivid outline of cinematography and how it has come to its present shape and a bibliogarphy of 1600 books and a list of 47 peciodicals have been included.

Narayan Patrika; its introduction & bibliography ; by Sunil Das.

Page 504

Library Legislation ; by Prabir Raychoudhury.

Page 524

Mr. Roychoudhury emphasised that the Library professionals of undivided Bengal and of West Bengal after independence demanded for subscription free intigrated Library system under Library Law. There is no doubt that the principal organizer of this movement for library law is Bengal Library Association and later Sponsord Library Association joined hands withe B.L.A. as a partner of this movement. L. F. Government as per their promise in election manifesto set up a Commitee for drafting Library Law in West Bengal. The said Committee has already submitted a draft bill to the Minister-in-charge of Libraries. It is expected that very soon this bill will be placed in Assembly only to get concurence in the house. Then he describes the present condition of the libraries of West Bengal. In West Bengal there are about 7000 public libraries and principally all these libraries are the gifts of the people of West Bengal ; their labour and patronisation. The Govt. has been thinking for these libraries since 5 year plan programme started. The result gave birth to Sponsord Library System. The number of sponsord Libraries are 750 and besides, 4 public libraries are brought under this system. Mr. Roychoudhury has clearly pointed out some of the defects for which these libraries are unable to become public libraries in the true sense of the term. The draft bill prepared for our state is on the light of the experiences of Library Laws passed in Madras, Andhra, Mysore & Mahrastra etc. Some of the basic aims of the proposed library legislation are the following : (a) Subscription free integrated Library System, (b) Separate Directorate for libraries to be set up (c) Abolition of sponsord system and libraries to be taken over by the Government (d) 2.5% of total education budget of our state to be kept aside for libraries, (e) Need for library development planning. The proposed library bill considered the employees of the public libraries are to be the employees of Library Directorate. A person to be appointed to the post of

Director of Library service must be professionally qualified having experience in library service. He will also he ex-officio Secretary of the State Library Council. The state central library must be on the open of the integrated library system. State Library Committee is to be constituted under the presidentship of Library Minister. District Library Committee is to be constituted under the presidentship of District Magistrate. There would not be board under the District level. Co-operation from all walks of life is to be solicited. In fact State Central Library, Town Library, Local Library, rural library etc. would come under the control of the Government. Lastly, we should remember that the demand of the library legislation is the demand of the people. Therefore support from all corners is of vital importance.

An appeal to the honourable members of the Association, by S. Bagchi

Page 528

Annual General Meeting Page 528

Notice :

Conference of the Distric Branches of the Association.

Page 530

Hooghly
Coochbihar
Darjiling

Library News,

Page 532

By Ashitava Das
Belghoria Pearimohan Smriti
Public Library
Chhira Kishor Pragati Sangha
Naihati Rabindra Pathagar
Belaith Ali Smriti Pathagar
Association's Howrah Branch News
Sanskritis Najrul Sukanta Festival
Kalna Sub-divisional Library, Burdwan
Palli Bharati, Mugkalian, Howrah
Andaman Library Association

Page 534

Variety News By Ashitava Das

1. 24th All India Library Conference
2. Mr. Mulay, Ex Librarian, National Library expired
3. Rare Book exhibition in Delhi
4. Mr. Ganesh Bhattacharya joined Madras University as the Professor of Library Science Department.
5. Cowie Reward Confirred on Bernerd I Palmer
6. IASLIC Members elected as the members of I. F. L. A Committee (Asian region)

(a) S. M. Ganguli (b) Srimati Bidyut Khandelwal., their visit abroad

Association News

Page 536

Deputation given and submitted memorandum to Partha De, Minister and to the Deputy Director of Social Education and Submitted memorandum.

শোক সংবাদ

শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় এর দেহাবসান

বর্ধমান জেলার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, আজীবন সমাজসেবী শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। প্রয়াত শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় কর্মজীবনে শিক্ষক ছিলেন। সারাজীবন ধরে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার গড়ে তোলেন। এই পাঠাগারটি শুধু বর্ধমান জেলার নয়, পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গ্রন্থাগারটির সঙ্গে তিনি একটি সংগ্রহশালাও গড়ে তোলেন। অবিভক্ত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বর্ধমান জেলার ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা তিনি এই গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। গ্রামীন জীবনের উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার এই ছিল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাকে তিনি সবসময়ই উপেক্ষা করে গ্রন্থাগার, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। তার দেহাবসানে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন নিঃসন্দেহে একজন নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রয়াত শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৪০	৩২০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—৯·০০

ডঃ অম্বিকা গুহদেদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সঃ) – বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য— ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৪০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনার সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs. 15·00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 29 : No. 1

May—June, 1979

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

26 JUN 1979

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association. Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Arun Ray

Associate Editor : Asitabha Das

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ২-৩ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৮৬

॥ সূচী ॥

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বই ফেরার সমস্যা—মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

বৃটিশ গ্রন্থাগারে ইতিহাসের উপাদান—নীলিমেন্দু রায়

ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেইন ভারতীয় সেমিনার

জেলা সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

English Abstracts

গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায়

সহযোগী সম্পাদক : অমিতাভ দাশ

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ২-৩

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৮৬

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে ৭৬-৭৭ সালের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮৬ লক্ষ টাকা; ৭৭-৭৮ সালে সেটা দাঁড়ায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকায়; আর বর্তমান বৎসরে বরাদ্দের (৭৮—৭৯) পরিমাণ ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। পরিষদের দীর্ঘকালের দাবী ছিল শিক্ষা খাতের ২·৫% গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে। সুখের বিষয় বামফ্রন্ট সরকার এই দাবী পূরণ করেছেন।

অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ যেমন বাড়ছে গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়ীত্বও তেমনি বাড়ছে স্বাভাবিক ভাবেই। সরকারী অর্থ, অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থ যাতে অপচয়িত না হয়, এই অর্থব্যয় যাতে অর্থ বহ হয়ে উঠতে পারে: এ রাজ্যের ব্যাপক জনসমষ্টি ভোগ করতে পারে প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি, তার জন্য আমাদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে "জনগণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা" প্রবর্তনের। আর এ জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা। রাজ্য গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। আগামী জুলাই '৭৯ সালে সেই পরিকল্পনার সঠিক রূপায়নে নেতৃস্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক আলোচনার পরে সঠিক সীমারেখা নির্ধারিত হবে।

এই সময় পরিষদ উদ্যোগ নেবে শাখাগুলিকে পুনর্গঠনের। জেলা শাখাগুলিকে সক্রিয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা শাখাগুলি যত বেশী স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীর সঙ্গে ব্যাপৃত হবে, গ্রন্থাগার আন্দোলনও তত বেশী প্রসার লাভ করবে।

এটা মনে রাখতে হবে যে গ্রন্থাগারকে শুধু চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্র থেকে তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে পরিণত না করতে পারলে সদর্থক গ্রন্থাগার হয়ে উঠবেনা, আর জনগণের মানসিকতায় গ্রন্থাগারকে স্থান করে নিতে হলে তথ্য সরবরাহ অপরিহার্য।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে গ্রন্থাগার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আগামী দিনগুলিতে এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে। পরিষদের গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল হবে, দীর্ঘকালের গ্রন্থাগার আন্দোলন আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বর্তমান স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করবে; সেই দিনগুলিকে আহ্বান করার সময় ও সুযোগ এসেছে; গ্রন্থাগারিকরাই এই কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী। এ দায়ীত্ব পালনে সংঘবদ্ধ চিন্তা আর সুষ্ঠু প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও মর্যাদার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই কেনার সমস্যা

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই, সে যে আকৃতিরই হোক না কেন, বই কেনার বিষয়টি একটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকরা এই বই কেনাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। সাধারণভাবে বই কেনা হয় পাঠক শ্রেণীর চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে। বিভিন্ন স্তরের পাঠক শ্রেণী বিভিন্ন—যেমন সাধারণ গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ সংস্থার গ্রন্থাগার।

আর্থিক সংস্থানও আবার এই বই পত্র নির্বাচন ও সংগ্রহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। পাঠক শ্রেণীর চাহিদা ও বিশেষ ধরনের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরিমিত অর্থের জন্য অনেক সময় এই সংগ্রহ বিশেষভাবে সীমিত হয়ে পড়ে।

বই পত্র কেনার বিভিন্ন দিক আছে, যার দু'একটা আলোচ্য বিষয় হতে পারে। আর্থিক অসঙ্গতি যেমন সংগ্রহের অন্তরায় হতে পারে, আবার অর্থের যথেষ্ট যোগান থাকা সত্ত্বেও সংগ্রহ নানা কারণে ব্যাহত হয়। অন্যান্য সংস্থার কথা বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির কথাই ধরা যাক। এটা ধরা যেতে পারে যে, প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি আলোচ্য সমস্যার মুখোমুখী হয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে কি বছর বই ও পত্র পত্রিকা কেনার জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক অনুদান পায়। এই অনুদানগুলি তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল বলা চলেনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই অনুদানের টাকা পুরোপুরি ব্যয়িত না হয়েই ফেরৎ চলে যায়। এই ফেরৎ যাওয়ার কারণ অনেক।

অবশ্য রাজ্য সরকারও পত্র পত্রিকা সংগ্রহের জন্য বার্ষিক কিছু অনুদান দিয়ে থাকে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

প্রথমতঃ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বই ও অন্যান্য পাঠ্য বস্তুর যোগান ও সংগ্রহের জন্য নির্ভর করতে হয় বিদেশী প্রকাশক ও বিক্রেতার উপর। বিদেশী বই আমাদের কাছে সহজ সভ্য নয় বলে আমাদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় স্থানীয় বই বিক্রেতা, প্রকাশক ও এজেন্টদের ওপর। বিদেশী বই প্রভৃতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় এই সংস্থাগুলির কিছু ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা উপেক্ষা করা যায় না; বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা লেন দেনের বিষয়টি। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পাঠ্যবস্তু সংগ্রহের সময় সীমা ও পরিবহন ব্যবস্থা সংগ্রহ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং চাহিদা ও যোগানের সময় সীমা বিলম্বিত হওয়ার ফলে "মেয়াদী" অর্থ ফেরৎ চলে যায়। চাহিদা ও যোগানের এই ফারাকের জন্য যদি অর্থ ফেরৎ যায়, সেক্ষেত্রে নির্দ্বিধাভাবে কাউকে দায়ী করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ বিক্রেতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেন দেন বিষয়টি বই সংগ্রহ বিষয়টিকে দ্রুত বা ধীর করে থাকে, এই সত্যকে অস্বীকার করলে চলবে না। এই উক্তি অতিরঞ্জিত প্রসূত। ব্যবসায়ী মাত্রেই ধারনের মাধ্যমেই টাকা ঘরে তোলেন, সেক্ষেত্রে যদি দীর্ঘদিন টাকা অনাদায়ী থাকে এবং আমাদের জন্য বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় তাহলে বিক্রেতা মাত্রেই বই যোগান দিতে নিরুৎসাহী হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রেও "মেয়াদী অর্থ" ফেরৎ যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ গ্রন্থাগারের বই ও পত্র পত্রিকা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহার্য্য কেনার জন্য গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন "এষ্টাব্লিশমেন্ট" বিভাগ থাকেনা। সমস্ত কিছুর জন্য "কেন্দ্রীয়

একাউন্টস"-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এও সত্য, কেন্দ্রীয় একাউন্টস কেহেতু সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক লেন-দেনের জন্য ব্যস্ত ও ভারাক্রান্ত থাকে, বিশেষ কোন বিভাগের জন্য বিশেষ নজর দেওয়ার কোন অবকাশ থাকেনা। ফলে অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও "কেন্দ্রীয় একাউন্টস্" পৃথকভাবে কিছু করে উঠতে না পারায় কত টাকা কোথায় কার বিশেষভাবে বিদেশী পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রে অগ্রিম দেয় বিষয়টা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

চতুর্থতঃ বই-পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান ও তাঁর মনোনীত শিক্ষকদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালনে অপরাগ হলে সেই সমস্ত বিভাগের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সংবৎসর সমভাবে বই পত্র সংগ্রহের দিকে নজর না দিয়ে বৎসরান্তে অ-ব্যয়িত অর্থ ব্যয় করার দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় এবং একসঙ্গে একাধিক বিভাগ এভাবে বই সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠে, ফলে বই নির্বাচন মান অনুযায়ী হয় না এবং "সংগ্রহ বিভাগ" এর উপর হঠাৎ অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয় ও পরোক্ষ ভাবে এই চাপ "কেন্দ্রীয় একাউন্টস্" বিভাগের" উপর পড়ে। সত্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বৎসরান্তে "মেয়াদী" সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হয়না এবং এভাবেও অর্থ ফেরতের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা চলেনা।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে "বই পত্র কেনা ও তার সমস্যা সমাধান" বিষয়ে নানান পুঁথিগত যুক্তি, গুরুগম্ভীর আলোচনা প্রভৃতির অবতারণা করা যেতে পারে, এবং এই প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছে অনেকে তার সাথে একমত নাও হতে পারেন।

বৃটিশ গ্রন্থাগারে ইতিহাসের উপাদান

দীপ্তিময় রায়

আধুনিক ইতিহাসের জীবন রসের উৎস মানুষের সমাজ। বিশেষতঃ কোন দেশে বা কালে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে পরিবেশ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের গবেষকদের মুখ্য বিষয়। সুতরাং বিভিন্ন ভৌগলিক সীমাবদ্ধ মানবজাতির বিভিন্ন সমাজের রূপ, ও চরিত্র ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে এমন যা-কিছু, তা-ই ইতিহাসের উপাদান।

উক্ত বেশগুলিতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ও ধারণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে দীর্ঘকাল। আমাদের দুর্ভাগ্যের অগণিত লক্ষণের মধ্যে একটি হ'ল গ্রন্থাগারিকতার এ দিকটি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। ("অজ্ঞতা" শব্দটি কারো অভিমানে লাগলে, পরিবর্তে "উদাসীনতা" ব্যবহার করা যেতে পারে।)

বৃটিশ জন-গ্রন্থাগার (Public Library) এর একটি বিশেষ বিভাগে ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হয়। গ্রন্থাগারটি যে অঞ্চলে অবস্থিত তার পারিপার্শ্বিক ও সেখানে বসবাসকারী মানুষের সমাজের ইতিহাসের উপাদান বা সূত্র সংগ্রহ করা এই বিভাগের লক্ষ্য। এ ধরনের সংগ্রহকে "Local history বা' "Local Studies' Collection" বলা হয়।

ঐতিহাসিকের কাছে Local history সংগ্রহের কোন বিশেষ কালের সামাজিক গতির দিক নির্ণয় করার এমন উপাদান থাকে যা অন্যত্র দুর্লভ।

কোন অঞ্চলের ইতিহাস যদি সেখানকার অধিবাসীদের সাহায্য করে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার যোগাযোগের দিকগুলি খুঁজে পেতে; যা থেকে ঐ বিশেষ অঞ্চলের

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মবোধ ঘনীভূত হয়। এজন্য নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ তাত্ত্বিকরা local history'র চর্চা অপরিহার্য মনে করেন।

বৃটেনে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এ বিষয়ের চর্চা ক্রমবর্ধমান। কারণ আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন—

"Childs world lies within a short distance of his home" এবং "the force of local example helps more to take lessons of history in the dullest mind for letter than the ablest text books"

বৃটিশ গ্রন্থাগারগুলিতে এধরনের সংগ্রহের প্রকৃতি, উপস্থাপন ও সংরক্ষণের পদ্ধতির আলোচনা করা যাক।

সংগৃহীত বস্তুর প্রকৃতি বিচিত্র। সচরাচর যে ধরনের সংগ্রহ করা হয় তার একটি তালিকা দিচ্ছি।

১। পুস্তক-পুস্তিকা

অঞ্চল সম্পর্কিত সব রকম রচনা সংগ্রহ করা চলে। যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ইতিহাস। ভ্রমনার্থীদের নির্দেশিকা, পথনির্দেশিকা, topography নিয়ে লেখা। প্রাকৃতিক ইতিহাস, লোকাচার, লোকশিল্প লোক-সাহিত্য। স্থানীয় industry, খেলাধূলা, চারুকলা বিষয়ে রচনা, স্কুলত্ব, কবি, বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়ক কোন সাহিত্যকর্মের পটভূমি বা বিষয় যদি এই অঞ্চল বা এখানকার মানুষের জীবন হয়, সে সব রচনাও সংগৃহীত হয়।

২। নথিপত্র

স্থানীয় সভা-সমিতি, প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা ইত্যাদির বিবরণী, বার্ষিক কার্যবিবরণী, নথি।

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা, যেমন জনগননার বিবরণ ইত্যাদি।

৩। মানচিত্র ও Plan

সমগ্র অঞ্চলের নানা রকম মানচিত্র, পথ-মানচিত্র, বিভিন্ন সময়ের শহরের ছকে ধরে রাখে।

৪। স্থানীয় কৃষ্টির শিল্প ও হাতের কাজের নমুনা, যেমন, তাঁত, শোলা, সিল্ক, মাটি ও বাঁশের কাজ।

৫। অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের ফটো, আঁকা ছবি, engraving, microfilm ও glass, negative, ইত্যাদি।

৬। রাজনৈতিক ইস্তাহার, বক্তৃতার অনুলিপি, পোস্টার, ব্যঙ্গচিত্র, ভোটার তালিকা।

৭। স্থানীয় পরিবারগুলির বংশ তালিকা ও ব্যক্তিদের জীবনী ও কাজকর্মের বিষয়ে তথ্য।

৮। স্থানীয় লেখকদের রচনা, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও তাঁদের সম্পর্কে অন্যান্য রচনা।

৯। স্থানীয় নাট্যশালার ইতিহাসও একটি জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক উপাদান। বিভিন্ন সময়ে ছাপা বা আঁকা বিজ্ঞাপন পত্র, নাটকের ছবি, প্রকাশিত সমালোচনা, পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত নাটকের বই, মঞ্চপরিকল্পনা, নাট্যকর্মীদের ছবি, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, ব্যবহৃত জিনিষপত্র ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে এই সংগ্রহ।

Local history বিভাগের সংগ্রহ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারনা করার জন্য বৃটেনের Kingston upon Thames অঞ্চলের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের local history বিভাগের সংগ্রহ, উপস্থাপন ও রক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা করছি।

Kingston শহরটি একসময়ে সারে কাউন্টির অংশ ছিল। বর্তমানে লণ্ডন শহরের একটি borough হয়েছে।

Local history বিভাগের সংগ্রহ, উপস্থাপন ও রক্ষণ পদ্ধতির বর্ণনা করছি।

Local history Reference বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সংগৃহীত বস্তু

১। পুস্তক-পুস্তিকা সমূহ D.C পদ্ধতিতে বর্গীকৃত। পুস্তিকাগুলি pamphlet box এ রাখা হয়। একটি স্বতন্ত্র catalogue, লেখক ও বিষয়সূচী করা আছে।

শহরের বিভিন্ন অংশের মানচিত্র ও পথ পরিকল্পনার খসড়াগুলি plan chest এ রাখা হয়। এগুলির বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পুস্তক ও পুস্তিকা সংগ্রহের অনুরূপ।

৩। Illustration সংগ্রহে আছে ফটো, খোদাই,

রেখাচিত্র, জল রং ও তেল রং এর ছবি। মোট ৩৫০০টি illustration আছে। সবচেয়ে পুরানো ফটোটি ১৮৬০ সালে তোলা এ শহরের একটি দৃশ্য। রেখাচিত্রে ধরা আছে বিভিন্ন রাস্তার দৃশ্যের দৃশ্য। স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতে বিভিন্ন সময়ে ছাপা এ শহরের ছবি আছে। স্থানীয় কলা-বিদ্যালয়ের থেকে পাওয়া আঁকা ছবি, যার ৬০টিকে বেছে নিয়ে একটি topographical record করা হয়েছে। স্থানীয় পথগুলির ১৮টি বিশেষ ছবির একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতি দৃশ্যের বিবরণ ও পথের নকশা সহ। এছাড়া আছে সমস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দৃশ্যের একটি slide সংগ্রহ।

সব মিলিয়ে Kingston ১৮ শতক থেকে আজ পর্যন্ত কি ভাবে গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস ছবিতে ধরা আছে।

ছবিগুলি ১০" × ১০½" মাপে drymount করা আছে। এগুলি স্টীল আলমারিতে লম্বমান অবস্থায় স্টক নং অনুযায়ী সাজানো আছে। এ সংগ্রহের তালিকা punch card index এ আছে।

৪। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত অঞ্চল সম্পর্কিত সংবাদের কাটিং সংগৃহীত হয়েছে ১৯ শতকের শেষ থেকে। কাটিং-গুলি বাঁধান খাতায় আঁটা আছে। স্থান ও খরচ বাঁচানোর জন্য এখন খাতার বদলে ৫" × ৩" কার্ডে লিখে বর্ণানুক্রমে বিষয় অনুসারে সাজানো হয়।

৫। Audiovisual সংগ্রহে আছে স্থানীয় সংবাদ পত্রগুলির প্রায় আজকাল কালের microfilm, জন গণনার microfilm, নির্বাচিত লন্ডনমিডিয়ার tape record ইত্যাদি।

৬। বিশেষ সংগ্রহ

স্থানীয় রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারে ১৮৯৭-১৯১৩ সালের মধ্যে অভিনীত সকল নাটকের পরিচয় পুস্তিকা সংগৃহীত আছে। এছাড়া আছে স্থানীয় লেখকদের রচনা সংগ্রহ। Galsworthy-র রচনার একটি চমৎকার সংগ্রহ আছে। তিনি এই অঞ্চলে জন্মেছিলেন এবং তাঁর Forsyth Saga'র পটভূমি এই অঞ্চল। প্রায় এক শতক ধরে সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্র ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের স্মারক। এগুলি বিষয় অনুসারে লাগিয়ে album এ রাখা হয়েছে।

৭। Index

আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কিত নানা তথ্য আছে ৫" × ৩" কার্ডের একটি index-এ। তথ্যের সূত্র প্রধানতঃ সংবাদ পত্র। এগুলি প্রথমে বিষয় ও পরে বর্ণানুক্রমে সাজানো আছে।

৮। সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র সংগ্রহে প্রচলিত পত্রিকাগুলি এবং কিছু প্রাচীন পত্রিকার সংগ্রহ যা বর্তমানে আর প্রকাশিত হয় না। এছাড়া আছে স্থানীয় প্রধান বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পত্রিকার সংগ্রহ।

১৯ শতক থেকে এই অঞ্চলে প্রকাশিত প্রধান সংবাদ পত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে। সংগ্রহের অর্ধাংশ microfilm করে রাখা হয়েছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন শহরে এবং অবশ্যপক্ষে গ্রামের গ্রন্থাগার এ ধরনের সংগ্রহ গড়ে তোলা খুব কষ্টসাধ্য বা ব্যয় সাপেক্ষ নয়। স্থানীয় লোকেদের উদ্যম, গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় local history সংগ্রহ গড়ে তোলার চেষ্টা প্রথমে কলকাতার শুরু করা যায়।

কলকাতার কয়েকটি অঞ্চল বেছে নিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে local history সংগ্রহ গড়ে তোলা যায়। যেমন কলেজ স্ট্রীট পাড়া। এখানে হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির ছাত্র ও শিক্ষকদের কর্ম-ধারা আমাদের সমাজে উনিশ শতক থেকে যে সব আন্দোলন এর জন্ম দিয়েছিল তার ইতিহাসের উপাদান University Institute এর মত কোন জায়গায় সংগৃহীত হতে পারে।

আরো উত্তরে বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের বাসভবন, ব্রাহ্মসমাজ, ঠাকুরবাড়ি, শোভা-

বাজার, ঘাববাড়ি ইত্যাদি, দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের কীর্তির উপাদান যখন যেখানে আছে তার একটি কেন্দ্রীভূত সংগ্রহ গড়ে তোলা যায়।

উত্তর কলকাতায় যে কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে তার কোন একটিতে এ সংগ্রহ রক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ইয়াসলিক অষ্টম জাতীয় সেমিনার

মাদ্রাজ ২৬, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৮

সত্যব্রত ঘোষাল

অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

আলোচনা (১) উপযুক্ত ভাবে তথ্য পরিবেশন ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশলগুলির মান সুনির্দিষ্টকরণ :

ক : এই সেমিনার, তথ্য ব্যবহার করার প্রয়োগ কৌশলের মান সুনির্দিষ্ট করণের বিষয়ে বিভিন্ন মতামত বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করে :—

i) যে সমস্ত মানক (standard) বর্তমানে আছে, সেগুলি সংশোধনের প্রয়োজন—বিশেষ করে 'সংক্ষেপ-করণ অনুশাসনের' (Canons for Making Abstracts) মানক এবং 'উচ্চশ্রেণীভুক্ত পত্রিকাগুলির তথ্য পরিবেশন নির্দেশিকার মানক' (Guide for layout of learned periodicals'

ii) পত্রপত্রিকার সূচীপত্রে তথ্য পরিবেশনের জন্য আই. এস. আই এস (ISI) মানক থাকা সত্ত্বেও পত্রপত্রিকাগুলির সূচীপত্রের একটি পৃথক ও নূতন মানক করা প্রয়োজন, যাতে সম্পূর্ণ নূতনভাবে 'সর্বাধুনিক তথ্য পরিসেবার' (Current Awareness Service) ক্ষেত্রে সূচীপত্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

iii) ইংরাজীভাষায় ভারতীয় ভাষাগুলিকে ও বিরাম চিহ্নগুলি যেগুলি ভারতীয় ভাষার বর্ণলিপিসমূহে বিরাজ করে, সেগুলির বর্ণান্তরিতকরণের (Translitration) সুনির্দিষ্ট মানক স্থির করে, গ্রন্থবিবরণী (Bibliographical description) লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে, আই. এস. আইকে, আই এস. বি. ডি-র (ISBD) মানক গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

iv) তথ্য বিবরণী প্রকাশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানকের সমব্যবহার থাকা বাঞ্ছনীয়—যেমন এস. ডি. আই (S.D.I) ব্যবহারকারীদের প্রোফাইল (Profile) গঠন করা, তথ্য বিবরণীর সুসংবদ্ধ তালিকা (Documentation list) তৈরী করার জন্য, রিপোর্ট সাহিত্য প্রসেসিং (Processing) করার জন্য এবং মূলবান পত্রিকা মনোনয়ন করার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য।

v) মানকের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও প্রকাশন কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং সেজন্য গ্রন্থাগার কর্মী, তথ্যকেন্দ্রের কর্মী, প্রকাশক, সম্পাদক ও মুদ্রকদের যৌথ সমবয় প্রয়োজন।

খ) যেসব কিছু মানকের ব্যবহার এবং প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করে এই সেমিনার গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ও কয়েকটি নূতন বিষয়ের মান সুনির্দিষ্ট করণের জন্য ইয়াসলিকের

(IASLIC) একটি পৃথক কমিটি গঠন করার সুপারিশ করে :—

—তথ্য পরিবেশন ও ব্যবহার করার প্রয়োগ কৌশলের নূতন ক্ষেত্র সনাক্ত করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় মানকের নির্দেশ।

—উপযুক্ত মানকের নির্দেশিকা ঠিক করার ব্যাপারে প্রতিটি নূতন সনাক্ত ক্ষেত্রেতে গভীরভাবে পাঠ, বিশ্লেষণ ও মনোনিবেশের জন্য উপযুক্তগুলিকে সহযোগীতা করতে হবে। এই সব সুপারিশ আই, এস, আই-এর ডকুমেন্টেশন্ কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা যেতে পারে।

এই সেমিনারে গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সবকিছুই যত্নপূর্বক বিবেচিত হয়ে, নিম্নলিখিত সুপারিশ ব্যক্ত করা হয় :

আলোচ্য (২) ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা ব্যবস্থা :

i) সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি সার্বিক উন্নতির জন্য তথ্যের সবচেয়ে বেশীসংখ্যক উপায়ে ব্যবহার করা ও প্রয়োগ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং অকারণ অপচয় রোধের জন্য, সরকারের উচিত—একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা এবং যথেষ্ট পরিমাণ সর্বরকমের সাহায্য দান করা। এবং তথ্য সরবরাহের এই উপযোগিতা অনুধাবন করে জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই নীতি ও সাহায্য নির্দেশিত করা।

(২) গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য যে সমস্ত তথ্য পরিসেবা ব্যবস্থার প্রয়োজন তা যথেষ্টভাবে তৈরী ও সংগঠন করার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠনের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার—

i) গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য সৃষ্ট জাতীয় তথ্যকেন্দ্রটি যেন জাতীয় সমস্যর সাধন সংস্থা স্বরূপ কাজ করে।

ii) প্রতিটি রাজ্যে যে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে তথ্য ব্যবস্থা বা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে। অর্থাৎ নিসাট (NISSAT) ব্যবস্থার ন্যায় সমস্ত দেশের তথ্য ব্যবস্থা একটি জাতীয় কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ব্লক গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলে তথ্য ব্যবহারকারীদের, প্রতিদিনের, প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করতে হবে।

iii) যে সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই, সেখানে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ ও সমুন্নত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবিলম্বে গড়ে তুলতে হবে।

iv) গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সমাজ, শিক্ষা ও রুচির অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় ভাষায় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া বই, পত্র, পত্রিকায় ও তথ্য যেগুলির যথেষ্ট ব্যবহার হতে পারে, এরূপ ওই সমস্ত সামগ্রীর বিপুল সমাবেশ থাকা চাই। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে (cells) স্বাধীনভাবেও যথেষ্ট সচেতনার সচেতনার সঙ্গে তথ্য সরবরাহের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত।

v) গ্রামাঞ্চলের মানুষদের তথ্য ব্যবস্থা চালু করতে হলে, চাষী, কারিগর, হস্তশিল্পী বা বিভিন্ন বয়সের মানুষদের জন্য উপযোগী প্রকৃত তথ্যের চাহিদাকে বিস্তৃতভাবে জানা প্রয়োজন।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অষ্টম ও সর্বভারতীয় ইয়াসলিকের সেমিনার

১৯৭৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি (IIT) প্রতিষ্ঠানে, ইয়াসলিকের অষ্টম জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ডঃ বে ভেঙ্কট সুব্রাহ্মনিয়ম্, ডাইরেক্টর, সুল এডুকেশন অ্যাণ্ড এস. সি. ই. আর. টি (SCERT) ডাইরেক্টরেট, তামিলনাড়ু. তিনি বলেন যে তামিলনাড়ু সরকার এ রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডঃ ওয়াই নাইডুম্মা, ভূতপূর্ব

ডাইরেক্টর জেনারেল, সি, এস. আই. আর (CSIR), সভা পতিত্ব করেন এবং তিনি ইনফরমেশন ডাটা ব্যাঙ্ক-এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন. প্রফেসর আর আর. জি. নারায়ণ, আই. আই. টির ডাইরেক্টর প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান। বি. এল. ভরধাজ, ইয়াসলিকের সহসভাপতি, তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় মন্তব্য করেন যে, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের মত বড় ভূমিকা আছে। ডঃ বি. এস্ পন্নানাভন, ইনফরমেশন্ সায়েনটিস্ট, আই. আই টি, সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সম্মেলনে দুইশত'র উপর প্রতিনিধি যোগদান করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বাণী বসু স্মারক পুরস্কার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি প্রয়াত বাণী বসুর স্মরণে প্রতিবৎসর বিশেষ কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রয়াত বাণী বসুর অনুরাগী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মুক্ত হস্তে এই উদ্দেশ্যে দান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে "শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে বলে স্থির হয়েছে। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে যারা ছাত্র/ছাত্রী ছিলেন বা আছেন শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অন্যান্য নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হল।

১) রচনাটি সাদা কাগজের ১ পৃষ্ঠার পরিষ্কার করে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

২) ১৫০০ শব্দের মধ্যে রচনাটি শেষ করা বাঞ্ছনীয়।

৩) রচনাটির সঙ্গে অবশ্যই বিভাগীয় প্রধানের পরিচয় পত্র পেশ করতে হবে।

৪) রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার মূল্য হবে ৬০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার মূল্য ৪০ টাকা।

৫) পুরস্কার বিতরণে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬) ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে লেখা অবশ্যই পরিষদের অফিসে কর্মসচিবের কাছে জমা দিতে হবে।

৭) যোগ্য মানের হলে পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা গ্রন্থাগারে মুদ্রিত হতে পারে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

———

জেলা সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা সম্মেলন

গত ১০ই জুন '৭৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক গ্রন্থাগার সম্মেলন রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে সম্মেলনটি একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে। জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারীক উপস্থিত থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের আলোচনায় আহ্বান করেন। কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হলে তিনি সাধ্যানুসারে প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। বিকাল ২টায় প্রতিনিধি সম্মেলনের আলোচনায় অংশ নেন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বক্তাগণ। এর পর পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা ও শশাঙ্ক বাগচী (আঞ্চলিক সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি) বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "গ্রন্থাগার আন্দোলন ও উন্নয়নে গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা" আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শম্ভুনাথ রায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক বৈদ্যনাথ মিশ্র। সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপর সুচিন্তিত গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। গ্রন্থাগার উন্নয়নে এবং কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার উপরে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলা শাখার সভাপতি সুজিত ভূষণ রায়, পীযূষ কান্তি ঘোষ, সুবোধ চন্দ্র ঝাঁ, নারায়ণ চৌধুরী, অতীশ চন্দ্র সিংহ, সত্যব্রত ঘোষ, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারীক ও সুভাষ ঘোষ চেয়ারম্যান, করণদীঘি ব্লক জেলা শাখা প্রভৃতি বক্তাগণ ভাষণ দেন। রায়গঞ্জ মহকুমা তথ্য দপ্তর কর্তৃক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। নবগঠিত জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুজিত ভূষণ রায় এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ১৩ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষাবিভাগ মহঃ আবদুল বারি, অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিকু দে, উপাচার্য ডঃ প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি।

॥ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

বিগত ১০ই জুন, '৭৯ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারে এক গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া সম্মেলনী কলেজের অধ্যক্ষ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাঁকুড়ার জেলা সম্পাদক সৌমিশ বিশ্বাস তাঁর লিখিত বিবরণীতে ঐ জেলার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করেন। সভায় ৮টি গণসংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস রাখেন।

পরিষদের কর্মসচিব, প্রবীর রায় চৌধুরী গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা ও কর্মীদের দাবী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। কর্মসচিব বলেন এ রাজ্যের সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার লাভের ব্যাপারে বিশেষ উৎসুক, এবং এই আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বচ্ছ পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা শাখা

গত ১০ই জুন '৭৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং

জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নৃপেন বসু। সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন জেলা শাখার সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চন্দ ও নেপালী ভাষায় সহ-সভাপতি হরেন অ্যালে। সম্পাদকীয় বিবরণীর উপর কয়েকজন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিকাল ৪টায় প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এস. আর. বি. টি. কলেজের (দার্জিলিং কার্যকরী সমিতির সভাপতি, ও শিলিগুড়ি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্তী। সম্মেলনের আলোচনার বিষয় "গণশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।" পরিষদের জেলা শাখার পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য পেশ করার পর বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান অতিথি উপাচার্য ডঃ প্রসাদকুমার ঘোষ, সমাজ শিক্ষা অধিকারিক সন্তোষনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার সিকদার, অধ্যক্ষ হরেন ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ বিমলেন্দু রায়, শিক্ষা আন্দোলনের নেতা হরিদাস গুপ্ত ও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা। সম্মেলনে জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

সভাপতি নৃপেন বসু; সহ-সভাপতি হরেন অ্যালে, সুনীল ঘোষ, রবেন মুন্সী, পুষ্প ছেত্রী ও গোপী সিং বালনেট; সম্পাদক—বীরেন্দ্র কুমার চন্দ, কোষাধ্যক্ষ—দেবেন মজুমদার; সদস্য—স্বপন বাগচী, দিলীপ চৌধুরী, বিমলবিহারী চৌধুরী, নারায়ণ ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী অশোক ভট্টাচার্য। সুনীল মুন্সু, অবনী ঘোষ রঞ্জিত চক্রবর্তী, আনাতল্লাহ লিংদিকি, ধনসিং গুরুং, ধনবাহাদুর ছেত্রী, অশোক হাতি, বসন্ত লেপচা ও কে. কে. ছেত্রী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখার ৬ষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১৩ই জুন, ১৯৭৯ কোচবিহার উত্তরবঙ্গ বাণীর গ্রন্থাগারে পরিষদের জেলা শাখার ৬ষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা উপস্থিত হয়ে সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা এবং সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির সম্পাদক সনাথ বাগচী উপস্থিত থাকেন।

সম্মেলনের শুরুতে শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ সাহা, সম্মেলনের উদ্বোধক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ বিভিজয় দে সরকার এবং জেলা শাখার সভাপতি দীপেন চন্দ। শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী সংগীতের পর ডঃ দে সরকার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। জেলা শাখার সম্পাদক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জেলা শাখার প্রতিবেদন পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বর্তমান রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সমাধানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা এবং আগামী-দিনের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে বিধান সভার প্রতিনিধি অপরাজিতা গোপ্পী, রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির জেলা শাখার সম্পাদক চিন্ময় দত্ত, জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারীক নিখিল কুমার মানী, অবীন সরকার বক্তব্য রাখেন। ১ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সনাথ বাগচী। জেলা শাখার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান দীপেন চন্দ।

২য় অধিবেশনে "গ্রন্থাগার আন্দোলনে ও উন্নয়নে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা" বিষয়ে আলোচনা চক্র বসে। সনাথ বাগচী, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ শীল, সুবল সাহা প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ২য় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দীপেন চন্দ।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী বৎসরের শাখা কমিটি গঠিত হয়:—

সভাপতি—দীপেন চন্দ

সহ-সভাপতি—প্রাণকৃষ্ণ শীল, নিতাই সাহু খাঁ ও সুবল সাহা

সম্পাদক—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগ্মসম্পাদক—জীবতোষ দাস
সহসম্পাদক—অরুণ বসাক বিশ্বাস ও জ্যোতিরতন দে।

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

॥ জাড়গ্রাম যাদবলাল পাঠাগার বর্ষীয়ান ॥

গত ১৯শে বৈশাখ '৮৬ (ইং ৩রা জুন ৭৯') অপরাহ্নে পাঠাগার প্রাংগনে ঐতিহ্যমণ্ডিত বকুলতলায় জাড়গ্রাম যাদবলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম পরিবার ও শিশু কল্যাণ প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে নজরুল জয়োৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন চকদীঘি সারদাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যুক্ত আদিত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি প্রখ্যাত কবি ও শিশু সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন লালপুর (বীরভূম) কলেজের অধ্যাপক ভক্টর বাসুদেব দে।

চারটি বিভাগে নজরুল কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। বিচারক ছিলেন সভাপতি প্রধান অতিথি মহাশয় ও অতিরিক্ত শিক্ষক জগন্নাথ ভট্টাচার্য। পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতি মহাশয়, প্রধান অতিথি মহাশয় এবং জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য নজরুলের উদার পক্ষপাতশূন্য মানবতাবোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। কবি বিজন গঙ্গোপাধ্যায় নজরুল সম্বন্ধে স্বরচিত একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলের প্রশংসা লাভ করেন।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার মেদিনীপুর

গত ২৬শে মে, ১৯৭৯ সায়াহ্নে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে স্মৃতি আলেখ্য ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থলে জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ মনীষিদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার, গ্রাম হাদুকুড়্যা জেলা মেদিনীপুর

কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের অধ্যাপক ভাস্কর চন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৭শে মে, ১৯৭৯ তারিখে হাদুকুড়্যা বিবেকানন্দ পাঠাগারে রবীন্দ্র জয়োৎসব ও বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অঞ্চল প্রধান অমৃত মাইতি ও জিলা পরিষদের সদস্য ভানুনন্দন ওঝা এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ হৃষিকেশ গিরি।

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, পোঃ যাদবলাল হাওড়া

বিগত ১২শে মে '৭৯ শনিবার সকালে নয় ঘটিকায় পশ্চিম বাঙলার বিউজিয়ম জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তি, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, কর্মী, সংগঠক এবং অনুরাগীদের উপস্থিতিতে এবং অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় "মধ্যযুগীয় বাঙলার মন্দির : স্থাপত্য ও ভাস্কর্য" নামক একটি নবস্থাপিত প্রদর্শকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করেন নয়াদিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালার ডিরেক্টর ডঃ নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ঐদিন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় বাঙলার মৃন্ময় শিল্প ও আঞ্চলিক সংগ্রহশালা বিষয়ে এক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে ডঃ নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ কান্তি প্রসন্ন সেনগুপ্ত, কমল কুণ্ডু, প্রশান্ত বক্সল, ডঃ অকুল চন্দ্র ভৌমিক, অমল কুমার গাঙ্গুলী, শচীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শিবেন্দু ঘোষ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

(বিগত সংখ্যা গ্রন্থাগারে ৬৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (বাঁটড়া, হাওড়া) অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নামের তালিকা থেকে মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধিদের নাম ও ঠাদের একটি নাম অনবধানতা বশতঃ বাদ পড়ে গেছে। আমরা এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত। নিচে এই নামের তালিকা ছাপানো হল। সম্পাদক, গ্রন্থাগার।)

মেদিনীপুর

(১) অজিতকুমার ঘোষ (২) অশ্বিনী সেন (৩) কেশব চক্রবর্তী (৪) চিত্তরঞ্জন পাল (৫) ধামোদর রায় (৬) দিলীপকুমার রায় (৭) নন্দলাল পাত্র (৮) নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) নিবেদিতা সে (১০) নিমাইচাঁদ মাজি (১১) নীতিশচন্দ্র পট্টনায়ক (১২) পবিত্রোষ সে (১৩) ফুলবাস দাস (১৪) ভবানী চরণ মাইতি (১৫) বন্দিতা রায় (১৬) বসন্তকুমার মণ্ডল (১৭) বিমলকুমার মাইতি (১৮) বিশ্বনাথ পাঁতরা (১৯) বিশ্বনাথ সিন্‌হা (২০) ব্যোমকেশ ঘোষ (২১) মদনমোহন আনা (২২) মৃত্যুঞ্জয় সিংহ (২৩) রাধেশ্যাম কুণ্ডু (২৪) রামচন্দ্র মহাপাত্র (২৫) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (২৬) রাসবিহারী মাইতি (২৭) শচীনন্দন কর্মকার (২৮) সত্যব্রত রায় (২৯) সর্বেশ্বর মিশ্র (৩০) সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (৩১) সুভাষচন্দ্র সাহু (৩২) সুশান্ত কুমার পাণ্ডুলী।

হাওড়াঃ

খগেন দাস।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প (৩০ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সঙ্কলনের কাজ শুরু হয়েছে।

অরুণ রায়

আহ্বায়ক

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

English Abstracts

By Dipakkumar Roy

Granthagar No./28, Nos. 5-6 August—Oct-1978

Editorial

Page 540

At the begining, the editor stressed on the responsibilities of an editor in the coming out of the journal, collecting of writings, and good printing etc. Consequently the editorial writing is also important. As a new editor of Granthagar he cannot deny his duties mentioned above.

In this hour of great natural calamities caused by flood in our state nothing is so significant than the harrowing fates of human sufferings. At this moment our doner know how much library workers have been affected in flood and how many libraries have lost their printed materials. It will not be unwise to say that many valuable creations of human civilisation have disappeared for ever.

It was a time when Hoang-ho of China was known as the river or sorrow. But now that very bad name is not heard.

Any way under this situation, we the library workers can not be a silent spectater. We should do something at least. The Sponsord Library workere donated Rs. 501/- in the relief fund of the Chief Minister on 6th September, 1978. By this time National Library Employees' Association donated Rs. 808/- to the relief fund of C. M. The editor on behalf of the Association urged to have more donations from all concerned having love for libraries so that we can help minimum to the flood affected people and then we would be able to perform our moral duty. Our hope from the Government is that it should try to meet up the day to day needs of the people and side by side it should look after these libraries in such a way so that they may be part and parcel of the society where they belong.

Libraries for Children

By Asitava Das

Page 541

Mr. Das has emphasised that the children should have habit of reading from the early days of their lives. According to him this society is responsible when we see even in matured ages they make minor mistakes even though they are sufficiently analitical. If we have the habit of reading from the early days then we might not make such mistakes. Therefore we need childrens' library to make the children perfectly educated. It is our duty to create attraction for books in the mind of the children. It should be noted that proper guidence is necessary when a child could be taking books from the library. Mr Das has suggested that children may proceed in two ways in order to have their reading habit. First they should have knowledge of their surroundings and secondly from this desire they may increase their desire for habit of reading.

In order to make a perfect childrens' library Mr. Das stressed that the Government should bear the entire expenditure of such

libraries. We know that childrens' libraries are for children but these would educate the guardians and the library workers as well. It should be remembered that childrens' library is also a part and parcel of National library. Although very few countries tried to educate their mass through the libraries yet we should try to spread education through libraries both in the villages and towns. It is necessary to create the environment of the childrens' library in such a way that the children may be attracted for the library. The children should learn two things, for example, how to take books and how to move in the library. Books should be selected in a way which may be adjustable with the mental get-up of the children.

The children should have full liberty to choose books for themselves and their library should be open access.

Librarians of the childrens' library should be a man of cool temperament. They should give patient hearing to the children and they should be professionaly well equipped. Minimum knowledge of child psychology is necessary for such librarians. Librarians must have sufficient knowledge of childrens' literature. They should be capable of maintaining discipline and taking quick decision.

Therefore childrens' library is the need of the day in order to build our nation and to make our children perfect citizens of our country.

Mass deputation was given on 6th September before Writers' Buildings in support of Library legislation.

Page 545

The draft bill of library legislation is now under the consideration of the Govt. and the important clauses of the bill are as follows : (1) Subscription free integrated library system. (2) Seperate directorate for librarians (3) Basis of present public library system (4) 2·5% of the education budget for libraries (5) Organisational Structure there tire system a) Advisory council for each library. b) District library board, c) State library council. 6) Role of public libraries having subscription (controlled By the public), 7) Role and importance of State Central library.

Narayan Patrika
Its introduction and bibliography
By Sunil Das Page 547

Deputations, Memorandas and Meetings.

Page 553

Dr. Asoke Mitra. Finance Minister, W. B. Mr. Partha Dey. Education Minister (Secondary Education & libraries) Members of the District Social Welfare Council, Deputy Secretary, Education Department, Secretary of State Library Education Planning Committee were given deputations and Memorandums etc. A connection of the College librarians were held at Vidyasagagar College on 24th September, 1978. It was organised by West Bengal College and University teachers' Association.

Library News Page 555

Sabuj Granthagar, Nijbalia, Howrah
Library Science Department, Calcutta University.
Chanden Nagar Library, Hooghly
IASLIC

83rd Annual General Meeting of Bengal Library Association. Page 556

The annual meeting was held on 17-9-78 at the Association building and Presided over by the outgoing president Mr. Phanibhusan Ray. The President and The

Secretary explaind the present situation in W. Bengal due to havoc caused by flood and reminded our duties in this hour of sorrow. They sought help from all corners to help the flood striken people. Later on, new council members and office bearers were elected. There after the new Council meeting was held on 1st October, 1978. 16 Council members were present. In this meeting all the Sub-committees were set up.

Copy of the latter from Government of West Bengal Education Department (Budget Branch) regarding grant of Interim Dearness Allowance to the Staff of the non-govt. Educational (aided/sponsored) Institutions and staff of the universities etc.

Page 580

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মীদের যৌথ সমাবেশ ও মিছিল

তারিখ—২৮শে আগস্ট, মঙ্গলবার

স্থান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

সময়—অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা

—আহ্বায়ক—

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সংগঠন সমূহ

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৪০০	৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৯

ফোন : ৪৯-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—৫·০০

ডঃ আশিতা হুসেনদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের গ্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১। মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৯

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs. 15·00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

1979

Volume 29 : No. 2-3 June—July, 1979

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Arun Ray

Associate Editor : Asitabha Das

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৪ শ্রাবণ, ১৩৮৬

॥ সূচী ॥

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে বাস্তবাভিত্তিক কর্মকেন্দ্রাভাব—সুবোধ গোপাল বক্সী

সেমিনার অন ওয়ার্কিং অন ডেভেলপমেন্ট অব লাইব্রেরী সার্ভিসেস ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল

English Abstracts

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভা ও সাধারণ সভার

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য সাধারণ সভা আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (রবিবার) তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি, নিয়মাবলীর সংশোধন সম্পর্কে প্রস্তাব, বার্ষিক বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আণ্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং এ পাঠানো হয়েছে।

পরিষদের সদস্যদের অবগতির জন্য আরো জানান হচ্ছে যে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা বেলা ১টায় এবং নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য সাধারণ সভা বিকাল ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডাকযোগে যে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে তাতে বিকাল ৫টার সভার বিজ্ঞপ্তি প্রথমে এবং বেলা ১টার সভার বিজ্ঞপ্তি পরে ছাপানো হয়েছে। সদস্যরা উভয় বিজ্ঞপ্তি দেখে নেবেন।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায়

সহযোগী সম্পাদক : অমিতাভ রায়

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৪

শ্রাবণ, ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

বিগত ৫ই আগষ্ট, '৭৬ পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে।

পরিষদ বিগত দশকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে পদমর্যাদা ও বেতনক্রম সম্পর্কে আন্দোলন সংগঠিত করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপিও যেমনি দেওয়া হয়েছে, আবার রাজ্যের ও কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রকের পদস্থ ব্যক্তি বর্গের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎ করে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছেন কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত অবলম্বিত হয়নি।

দীর্ঘকালের এই অবহেলিত দাবীগুলির মীমাংসার জন্য পরিষদ তাই সক্রিয় আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

৫ই আগষ্টের কনভেনশন এই আন্দোলনের সূচনার বা প্রস্তুতি পর্বের প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এখনও ব্যাপক অংশ সক্রিয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছেন না—বিগত কনভেনশনের উপস্থিতি তার একটা প্রমাণ। রাজ্যের সহস্রাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১০০ জন—যদিও পরিষদ থেকে প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণপত্র পাঠান হয়েছিল বহুদিন আগে থেকেই। কয়েকজন কলেজ গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে সম্পাদকের প্রায়শই দেখা হয়। তাঁরা সম্পাদকের কাছে খবরাখবর জানতে চান, পরিষদ কি আন্দোলন করছে জানতে চান, কিন্তু তাঁদের যখন পরিষদে এসে আন্দোলনের প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান হয় তখন তাঁরা অনিবার্য ভাবেই অনুপস্থিত থাকেন। এই কনভেনশনের খবর দিয়েও তাঁদের আসতে বলা হয়েছিল। তাঁরা আসেন নি।

আমরা জানি আন্দোলনই আন্দোলন বিমুখতা দূর করে। তাই আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে আমরা ঐক্যবদ্ধ

ভাবে এক বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সমূহ আদায় করে আনতে পারব।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি আমাদের এই ন্যায্য আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা, আশা রাখি ভবিষ্যতে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে আমরা আরও জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করতে পারব।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের জন্য যখন ভাবনা চিন্তা করছেন, তখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীরাই বা কেন বঞ্চিত হবেন? এই দিকে ইতিমধ্যেই উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকের বন্দোবস্ত বাস্তবায়িত হবে আশা করা যাচ্ছে।

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর যে ধর্মঘট মিছিল হবে, তাতে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মিলিত প্রয়াসে যৌথ আন্দোলনের যে ধারা শুরু হবে তাকে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই সফল হবে আমাদের প্রয়াস, জয়যুক্ত হবে আন্দোলন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যাবহারিক-কর্মকেন্দ্রাগার

সুবোধ গোপাল নন্দী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১ ভূমিকা

১০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে একত্রে অবস্থিত। এই সহাবস্থানের কারণগুলি হল—(১) আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রয়েছে। (২) সংগ্রহ, আয়তন, কর্মী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি অন্যান্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা অনেক এগিয়ে রয়েছে।

১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা : স্তর ও বিষয়

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার তিনটি স্তর আছে। (১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট, (২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক এবং (৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। গ্রন্থাগার কর্মীসমাজকে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযুক্ত করে শিক্ষিত হয়ে বর্গীকরণ—(Classification), সূচীকরণ (Cataloguing) ও গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) প্রণয়নে কৃতবিদ্য হতে হবে এবং ভিন্ন বিষয় ও পাঠক্রমকে সাধারণ গ্রন্থাগারে যুক্তিযুক্ত-ভাবে প্রযুক্ত করতে হবে।

১২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি : তত্ত্বগত ও ব্যাবহারিক জ্ঞান

১২১ ব্যাবহারিক জ্ঞানের গুরুত্ব ও ব্যাবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার

সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে হাতে কলমে কাজ (Practical work) শিক্ষার বিশেষ তাৎপর্য আছে। শুধুমাত্র পাঠক্রমের পুঁথিগত বা তত্ত্বগত (Theoretical) শিক্ষা এখানে যথেষ্ট নয়। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে যে ব্যাবহারিক জ্ঞান (Practical knowledge) হয় সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ—যখন কোন শিক্ষার্থী তার নিজ কর্মস্থলে—করতে পারে তখনই সফল হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা। আর এটা তখনই সম্ভব যদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীগণ একান্ত নিবিষ্টচিত্তে, নিবীড়ভাবে "ব্যাবহারিক—কর্মকেন্দ্রা-গারে" (Workshop) হাতে কলমে কাজের অভ্যাস করতে পারে—তা সে নিজ নিজ প্রচেষ্টাই হোক অথবা শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই হোক।

২ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও ব্যাবহারিক কর্ম কেন্দ্রাগার

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে (১) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যাবহারিক—কর্মকেন্দ্রাগারের (Workshop) কাজ করতে পারে কি? অথবা (২) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রের স্বতন্ত্র একটি ব্যাবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার (Workshop) থাকবে কি?

প্রথম প্রশ্নের আলোচনায় বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ যেমন—অনুসন্ধান সেবা বিভাগ (Reference Section), পত্রিকা বিভাগ (Periodical Section), পুঁথি-পত্র বিভাগ (Manuscript Section), Report Section), Technical Section ইত্যাদি—যেগুলিতে হাতে কলমে করলে সমস্ত বিষয়েই প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ব করা যায়। সুতরাং অথবা ব্যয় বাহুল্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে (Library Science Department) স্বতন্ত্র একটি ব্যাবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার (Workshop) তৈরী করে লাভ কি?

এ প্রশ্নের সহজেই উত্তর পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে "ব্যবহারিক-কর্মকেন্দ্রাগার" (Workshop) হিসাবে ব্যবহারে যে সমস্ত অসুবিধা—যে অসুবিধাগুলি কোন উপায়েই এড়িয়ে যাওয়া যায় না—রয়েছে সেগুলি আলোচনা করলে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক ও পরিচালন রীতি-নীতি একমুখী এবং এই রীতিনীতি গ্রামীন গ্রন্থাগার (Rural Library), বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (School Library), বিশেষ গ্রন্থাগার (Special Library), সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার (Govt. Departmental Library) ইত্যাদি হতে স্বতন্ত্র, বিশেষ সামঞ্জস্য নেই বললেই চলে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা বহুগুণ বেশী। সুতরাং একথা বলা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক ও পরিচালন রীতিনীতি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষালাভ অসম্ভব।

হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য তথ্যাদি (Materials) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হতে দু'ভাবে—(১) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে, অথবা (২) সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিটি হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা ক্লাসের সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা (adjustment) করা বিশেষ অসুবিধাজনক। তথ্যাদি যখন ইচ্ছা দেখার সুযোগ এখানে সীমাবদ্ধ বা নেই বলা যায়। ফলে তত্ত্বগত বা পুঁথিগত ক্লাসে (Theoretical Class) লব্ধ জ্ঞান কোন বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical application) দেখা যায়না—এজন্য অপেক্ষা করতে হয়।

বর্গীকরণ ও সূচীকরণ (Classification & Cataloguing) পদ্ধতি হাতে কলমে দেখার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে উভয়-ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে হয়তো ডিউই দশমিক (D. C.), অথবা সার্বিক দশমিক (U. D. C.) অথবা কোলন পদ্ধতি (C. C.) অনুসরণ করা হয় এবং সূচীকরণের ক্ষেত্রে A. A. C. R. বা A. L. A. বা C. C. C. বা অন্য যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের উল্লিখিত, সমস্ত পদ্ধতিই ভালভাবে শিখতে হয়, কারণ প্রতিটি পদ্ধতিই চালু আছে আমাদের দেশে। আবার বর্ণানুক্রমিক (Dictionary) ও বর্গীকরণ অনুযায়ী (Classified) এই দুই প্রকার সূচীকরণ পদ্ধতিই শিক্ষার্থীর জানা প্রয়োজন কিন্তু, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ায় শিক্ষার্থী হাতে কলমে কাজের সুযোগ পায় না।

অনুসন্ধান সেবা (Reference Service) ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন (Compilation of Bibliography) হাতে কলমে শেখার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রয়েছে। আকর গ্রন্থ (Reference material) পাঠকক্ষের বাইরে আনা যায় না। অথচ শিক্ষার্থী-দের হাতে কলমে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নও অনুসন্ধান সেবা শেখান দরকার এবং সেক্ষেত্রে দুটি উপায় আছে। (১) অল্প প্রয়োজনীয় ও অল্প ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জী (Bibligraphy) পুরাতন সংস্করণের বর্ষপঞ্জী (yearbook), কয়েকখণ্ড যুক্ত কোষগ্রন্থের (Encyclopedia) এক খণ্ড মাত্র, ইত্যাদি শিক্ষকের দায়িত্বে শ্রেণীকক্ষে সরবরাহ করা। (২) যে আকরগ্রন্থ Reference material) রয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করা বা শেখার সুযোগদান। কিন্তু প্রথম উপায় অনুসরণের ফলে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান (Search) সঙ্কুচিত বা সীমাবদ্ধ হয় এবং এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির পথ (clue) অনাবিষ্কৃত থাকে। আবার দ্বিতীয় উপায় অনুসরণে পাঠাগারের দৈনন্দিন কার্যকর্মে (daily works, ব্যাঘাত (hamper) হয়।

২১ সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত অসুবিধাগুলি থেকে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের একান্ত প্রয়োজনীয় "ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার" (workshop) রূপে কাজ করতে পারে না।

৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, যে সমস্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে বিভাগীয় গ্রন্থাগার (Departmental Library) রয়েছে সেখানে এই বিভাগীয় গ্রন্থাগারই ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের (Workshop) পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ—(১) উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন। বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ। কিন্তু ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের (Workshop) উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের যথেষ্ট সুযোগ দান করে ভবিষ্যতের সকল গ্রন্থাগারিক গড়ে তোলা।

(১) উভয়ের সংগ্রহের (Collection of materials) ধরন ভিন্ন। ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারে (Workshop) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয়ের সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিকটি (Practical Side) চিন্তা করে সংগ্রহ ব্যাপক করতে হয়। কিন্তু বিভাগীয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহের সময় তাত্ত্বিক দিকটাই (Theoretical Side) চিন্তা করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়ে (Library Administration) সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক—কর্মকেন্দ্রাগারে (Workshop) যেগুলি রাখা একান্ত আবশ্যক তা হল—পুস্তক বাঁধাই ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের নথী (Register) যা পাঠাগারে ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি কিন্তু বিভাগীয় গ্রন্থাগারে এসমস্ত তথ্যের বিষয়ে চিন্তাই করা হয় না।

৩১ সিদ্ধান্ত

সুতরাং বলা যায়, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারেনা এবং আগেই দেখেছি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রের পরিপূরক হতে পারে না। কারীগরী (Technical) শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং প্রতিটি কারীগরীবিদ্যা শিক্ষায়তনে (Technical Institution "ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার (Workshop) বর্তমান, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায়ও ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের (Workshop) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং প্রতিটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে "ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার" (Workshop) একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ (Unit) হিসাবে বর্তমান থাকবে।

৪ ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের অন্যান্য ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ হল একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম (Professional Course)। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ সময়ে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল শিক্ষান্তে সেবামূলক মন নিয়ে কর্মে নিযুক্ত হয়ে পাঠকবর্গের সন্তুষ্টি সাধন। একজন শিক্ষার্থী তখনই স্বাধীনভাবে, সুস্থভাবে, সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কর্মে প্রবিষ্ট হতে পারে, যখন শিক্ষা পাঠক্রমে একটি দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবহারিক ক্রিয়া-কর্মজনিত অভিজ্ঞতা-লাভের ব্যবস্থা (Long term practical working experince) রাখা যায়। দু'ভাবে এই ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে—

৪১ শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ

(১) শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি বড় বড় পাঠাগারে ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থামূলক ব্যবস্থা। উক্ত পাঠাগারসমূহের বিশেষ বিশেষ কার্যাদির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সুযোগদান এবং পরে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা সভায় (Seminar) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করার সুযোগদান বা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ শেষে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার (report) বিবরণ পেশ করার সুযোগ রাখতে হবে। এইভাবে শিক্ষার্থী তত্ত্বগত জ্ঞান যা সে বই থেকে লাভ করেছে তার সঙ্গে বাস্তবে সেই শ্রেণীর গ্রন্থাগার কেমনভাবে কাজ করছে, কাজের উন্নতির জন্য কি করা

উচিত বা কি করলে সেই ধরনের প্রয়াগার—যা সে দেবে—উন্নততর পরিসেবা (Service) পাঠকবর্গকে দিতে পারে সেই সমস্ত চিন্তা সে করতে পারে—যা শিক্ষার্থীকে সকল প্রয়াগারিক হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে।

৪১১ সিদ্ধান্ত

উক্ত ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষাক্রমে থাকলেও কোন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে ঐ সময় অনুপস্থিত থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তার পরীক্ষায় বসতে কোন অসুবিধা হয়না। প্রয়াগার বিজ্ঞান শিক্ষায় উক্ত ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করতেই হয় এবং ঐ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাক্রমে যুক্ত থাকবে এবং এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে—

৪২ ইনটারণশিপ

(২) Internship বলতে বোঝায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম (Professional Course) শেষে কিছুদিনের জন্য ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা (Practical Experience) অর্জনের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের পাঠক্রমে Internship এর ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন—শিক্ষা (Education), আইন (Law), চিকিৎসা (Medical), কারীগরী (Technical), ইত্যাদি। শিক্ষায় (Education) রয়েছে কয়েক মাসের বাধ্যতামূলক Practice Teaching-এর ব্যবস্থা এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় Practice teaching-র উপর বেশ কিছু নম্বরও ধার্য আছে। আইন (Law) পাঠক্রমে (Syllabus) রয়েছে বেশ কিছুদিনের বাধ্যতামূলক Court Practice. বিভিন্ন বিচারালয়ে (court) গিয়ে সেই সমস্ত বিচারালয়ের কার্য প্রণালী ইত্যাদি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করতে হয় এবং এজন্য চূড়ান্ত পরীক্ষায় কিছু নম্বর নির্দিষ্ট আছে। চিকিৎসাতে (Medical) চূড়ান্ত পরীক্ষায় শেষে Internship এবং House Surgeonship-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে পূর্ব নির্দিষ্ট কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেশ কিছুদিন হাতে কলমে কাজ (Practical work) শিখতে হয় এবং এর শেষেই তবে Indian Medical Council শিক্ষার্থীদের Registration Number প্রদান করেন। কারিগরী (Technical) Internship-এর ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কোথাও পরীক্ষার আগে কোথাও পরীক্ষার পরে যা শেষে শিক্ষার্থীকে পূর্ব নির্দিষ্ট কল-কারখানায় বেশ কিছুদিন থাকতে হয় হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য। এই Internship শেষ করার পরই তবে মানপত্র (Pass certificate) প্রদান করা হয়।

সুতরাং উপরোক্ত চারটি অন্যতম প্রধান বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছুদিনের জন্য যথাক্রমে স্কুলে, বিচারালয়ে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও কলকারখানায় হাতে কলমে কাজ শিখতে হয়—তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের সুসমন্বয় ঘটানোর জন্য।

৪২১ সিদ্ধান্ত

প্রয়াগার বিজ্ঞান শিক্ষণ নিঃসন্দেহে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং এখানের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের সুসমন্বয় ঘটানো দরকার। অন্যথায় শিক্ষার্থীকে নূতন করে যোগ দেওয়ার পর বিশেষ অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং প্রয়াগার বিজ্ঞান শিক্ষা পাঠক্রমেও বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ তিন মাসের Internship চালু করা প্রয়োজন অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠ পাঠাগারে তিনমাস হাতে কলমে কাজ শিখতেই হবে। তবে এই Internship ব্যবস্থা চালু করলেও প্রয়াগার বিজ্ঞানে ব্যবহারিক কর্ম-কেন্দ্রাগারের (workshop) প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায় কারণ Internship যে পাঠাগারে নেয়া হয় সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় প্রয়াগারের মত প্রয়াগার সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা একমুখী এবং সেখানেও বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে একটি মাত্র পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

৫ স্বতন্ত্র ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার : প্রয়োজনীয়তা কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি

শিক্ষার্থীগণকে হাতে কলমে কাজে (Practical work) বিশেষ পারদর্শী করে তুলতে হলে হাতে কলমে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজসরঞ্জাম (tools) সহ একটি স্বতন্ত্র ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার (Workshop) প্রয়াগার বিজ্ঞান

বিভাগে অবশ্যই থাকবে। সেখানে বহু বিষয় সম্পর্কিত (Multi disciplinary) গ্রন্থভাণ্ডার, আকর গ্রন্থ (Reference materials), পত্র-পত্রিকা, বুলেটিন, গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকা, গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography), বর্ষপঞ্জী (Year book), অভিধান (Dictionary), কোষগ্রন্থ (Encyclopedia), সূচী (Index), সংক্ষিপ্তসার (Abstracts), ইত্যাদির ব্যাপক সংগ্রহ থাকবে। এখানে শিক্ষার্থীগণের গতিবিধি অবাধ। ক্লাসে কোন নূতন বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical application) এখানে শিক্ষক বা ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীর (Work shop Instructor) মাধ্যমে অথবা নিজ প্রচেষ্টায় শিখতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করে, কলা-কৌশল (technicalities) আয়ত্ব করে, এক কথায় বলা যায় শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়। যদিও এই সমস্ত তথ্যাদি (materials) এবং সাজ সরঞ্জাম (tools) সংগ্রহ প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ তথাপি সকল ও পরিপূর্ণ শিক্ষা দানের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে "ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগার" (Workshop) একান্ত প্রয়োজন।

এই ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারের সংগ্রহ (collection) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রমের (syllabus) প্রতিটি বিষয়েই ব্যাপক হবে। যথা—

(১) বর্গীকরণ (classification) :—শিক্ষার্থীগণকে প্রধান প্রধান বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলি (classification scheme) পড়াশুনা করতে হলেও D.D.C., U.D.C. এবং C.C. পদ্ধতিগুলির দুটি বা তিনটিই ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করতে হয়। সুতরাং প্রতিটি পদ্ধতিতেই বর্গীকরণের যাবতীয় সাধারণ ও বিশেষ সমস্যাবলীর সমাধান বর্গীকরণ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে পড়ার সাথে শিক্ষার্থী হাতে-কলমে ঐ বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক বুঝতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকৃত মিলন হয় এইভাবে। তাই বলা যায় যে, কোন বর্গীকরণ পদ্ধতির নিয়মাবলী, পথ নির্দেশ বিবৃতি (Guiding notes), সুযোগ দানের জন্য বিবৃতি (Scope notes) অন্যান্য নির্দেশমালা, বিষয়গুলির ক্রমবিন্যাস (Hierarchy), বিষয় শৃঙ্খল (Chain of subjects), ইত্যাদি সহজতর ও সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে প্রয়োগের (application) ক্ষেত্রে নির্ভুল হয় যদি শিক্ষক মহাশয় ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারে হাতে কলমে শিক্ষার্থীকে ঐ বর্গীকরণ পদ্ধতি নীবিড়ভাবে অনুশীলন করান।

(২) সূচীকরণ (Cataloguing) :—অনুরূপভাবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ও বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থ তালিকা পদ্ধতিগুলির (Cataloguing code) A.A.C.R, A.L.A., C.C.C ইত্যাদি, প্রত্যেক পদ্ধতিতে সূচীকরণের সাধারণ ও বিশেষ সমস্যামূলক সংলেখের (entry) একটি সম্পূর্ণ সংখ্যায় (complete number) তালিকা রাখতে হবে। এ ছাড়া বর্ণানুক্রমিক তালিকা (dictionary catalogue), বিষয়সূচীর তালিকা (Subject Index Catalogue), বর্গীকরণ অনুযায়ী তালিকা (classified catalogue) ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারে রাখতে হবে। যেগুলি শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থতালিকা পদ্ধতির নিয়ম ও নীতিগুলি কিভাবে অনুসরণ করা হয় তা বোঝার, লুক্কায়িত বিষয়বস্তুর (hidden resources) সন্ধানে "আরো দেখুন" (cross reference) পদ্ধতির প্রয়োগনীতি নির্ভুলভাবে বুঝতে ও শিখতে বিশেষ সাহায্য করে।

(৩) অনুসন্ধান সেবা (Reference Service) এবং পুস্তক চয়ন (Book Selection) :—বহু বিষয় সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা আকরগ্রন্থ, বর্ষপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী, অভিধান, কোষ-গ্রন্থ, সূচী, অন্যান্য তথ্যাদি (materials) ও সাজসরঞ্জাম (tools) থাকবে। পুস্তক চয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক তালিকা—প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা (Publisher's list) এবং একত্রীকৃত তালিকা (Integrated & cumulated list) সংগৃহীত হয়।

(৪) গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) :—গ্রন্থপঞ্জী সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী—লেখক বিষয়, ইত্যাদি অনুযায়ী—সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। যেগুলি হাতে কলমে

ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থী গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন পদ্ধতি (compilation of bibliography) ও ক্রম (arrangement) সম্বন্ধে ও সুন্দরভাবে বর্ণ করতে পারে।

(৫) তথ্যায়ন (Documentation) :—অঙ্গাঙ্গীভাবে সূচীকরণ (Indexing), সংক্ষিপ্তকরণ (Abstracting) এবং তথ্যায়ন পরিসেবা (Documentation Service) কাজে শিক্ষার্থীগণকে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল করতে হলে বিভিন্ন প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ দরকার। যেগুলি হল—পাণ্ডুলিপি (Manuscript), মুদ্রিত (Printed) বা টাইপ করা (Typed) বিভিন্ন প্রকার তথ্যাদি, সূচী (Index), সংক্ষিপ্তসার (abstracts), ইত্যাদি। তাছাড়া থাকবে Microfilm Reader, Microfish microprint Readers, Microfilm Projectors, ইত্যাদি। অন্যথায় আধুনিক Documentation Reproduction Work সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা হয় না।

(৬) গ্রন্থাগার সংগঠন (Library Organisation) :—এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের গ্রামীণ (Rural), বিদ্যালয় (School), বিশেষ (Special), বিশ্ববিদ্যালয় (University), ইত্যাদি গ্রন্থাগারের গৃহ (buildings) ও আসবাবপত্র (furniture & equipment) কেমন হবে তা সুন্দরভাবে বোঝাবার জন্য নকশাচিত্র (drawings), ছবি (Photos), গৃহনক্সা (building plans), ইত্যাদির ব্যাপক সংগ্রহ রাখতে হবে।

(৭) গ্রন্থাগার পরিচালন (Library Administration) :—এক্ষেত্রে ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারে (workshop) নিম্নলিখিতগুলি বন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক :—

(১) পুস্তক বাঁধাই ব্যবস্থা।

(২) বিভিন্ন ধরণের পাঠাগারের সর্বদা ব্যবহৃত হয় এমন সমস্ত নথী (Registers)।

(৩) পুস্তক সংরক্ষণ ব্যবস্থা—Hand lamination, Machine lamination, ইত্যাদি।

(৮) এছাড়া ব্যবহারিক কর্ম কেন্দ্রাগারে (workshop) যে সমস্ত জিনিষপত্রের সংগ্রহ রাখা বিশেষ প্রয়োজন সেগুলি হল—কাগজের মান (quality) ও আকার Size) বোঝানোর জন্য কিছু কাগজ, টাইপের মাপ (Type points) বোঝানোর জন্য কিছু টাইপের নমুনা (sample)।

পরিশেষে বলা যায় ব্যবহারিক কর্মকেন্দ্রাগারে (workshop) বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ, আকরগ্রন্থ, তথ্যাবলী (documents), ও সাময়িকপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অনুযায়ী হয় এবং ভারতীয় বিশেষ বিষয়গুলি (Special topics যেন অগ্রাধিকার পায়।

সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ অন ডেভেলপমেন্ট অব লাইব্রেরী সার্ভিসেস ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল

অনুলেখন : বিভা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ জয়ন্তী রায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি আয়োজিত 'Seminar cum workshop on development of Library Services in West Bengal' হ'য়ে গেল গত ২৮শে ও ২৯শে জুলাই ১৯৭৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অডিটোরিয়ামে।

এই সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের উপনির্দেশক ডাঃ সুনীল কুমার গুপ্ত জানান যে এই সেমিনারের উদ্দেশ্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি রাজ্য সরকারের কাছে গ্রন্থাগার উন্নয়ন। নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যে draft Scheme দিয়েছেন তার ওপর মতামত গ্রহণ করা।

মাননীয় অধ্যাপক পার্থ দে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সেমিনারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তাবের পরিমার্জন, বর্ধন ইত্যাদির দ্বারা Scheme এর চূড়ান্ত রূপায়ন করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে সময় অত্যন্ত অল্প। সেই কারণে যা স্থির করতে হবে তা অল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে। তিনি আরও জানান যে গ্রন্থাগার আইন পাশ হতে চলেছে। এটা অনুমোদনের জন্য বিধান সভার আগামী অধিবেশনে পাঠান হবে। এই আইনের সার্থক রূপায়ন হবে তখনই যখন দেশের কৃষিজীবি, শ্রমজীবি, দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কাজে গ্রন্থাগারগুলি সহায়তা করবে।

এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে National Book Trust-এর অধিকর্তা এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতির সদস্য সুনীল কুমার বসু তাঁর লিখিত বক্তব্য "পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নে গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তব্যের উপর বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন।

২৯শে জুলাই সভার কাজ পরিচালনা করেন প্রমীলচন্দ্র বসু ও ফণীভূষণ রায়। ফণীভূষণ রায় বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকে অবহিত করান।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্য লিখিত ভাবে পেশ করেন।

(১) পিনাকী মুখার্জী (২) করুণা ভট্টাচার্য্য (৩) S.M. Kulkarni (৪) সত্যব্রত ঘোষাল (৫ অশ্বিনী সেন (৬) অমিয় ব্যানার্জী (৭) অশোক দাস (৮) অজয় কুমার ঘোষ (৯) সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় (১০) দিলীপ মুখুটি (১১) রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (১২) শশাঙ্ক বাগচী

মূল আলোচ্য বিষয়ের উপর যারা বক্তব্য রাখেন তাঁদের বক্তব্যের সার সংকলন নিচে প্রকাশ হলো, অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বাদে।

১) তরুণ রায়—

১) বীরভূম, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

২) সাঁওতালী অলচিকি হরফে পুস্তক ছাপতে হবে।

৩) সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই অর্থ ব্যয় করতে হবে যাতে অনগ্রসর প্রদেশ অগ্রাধিকার পায়।

২) অরিন্দম কোঙার—

১) Advisory council-এর উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিত।

২) পঞ্চায়েত বা পৌরসংস্থার প্রতিনিধিকে council-এর সদস্যভুক্ত করতে হবে।

৩) প্রত্যেক গ্রন্থাগারের managing committee-তে নির্বাচিত সদস্যদের বিভিন্ন স্তর থেকে নিতে হবে।

৩) প্রদীপ চৌধুরী—

১) ৫·৪৬ কোটি টাকা ১৯৮০ সনের মার্চের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। সে ক্ষেত্রে mobile van ইত্যাদি ব্যয় কমিয়ে সেই অর্থে অন্যান্য গ্রন্থাগারের বই বাঁধান, বই সংরক্ষণ ও বই কেনা উচিত।

২) Managing committee-তে স্থানীয় অধিবাসীকেই Secretary করতে হবে।

৩) স্থানীয় লোকের সুবিধানুযায়ী গ্রন্থাগারের কাজের সময় নির্দ্ধারণ করতে হবে।

৪) তপন সেনগুপ্ত—

১) সময় অল্প। সুতরাং পরিকল্পনাকে দীর্ঘ মেয়াদী না করে স্বল্পমেয়াদী করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন করার চেয়ে বর্তমানে যে গ্রন্থাগারগুলি আছে তাকে সুষ্ঠু করতে হবে।

২) Calcutta Metropolitan Library-র জন্য অর্থ বরাদ্দ আরও বাড়াতে থাকে।

৩) মুদ্রণ ও প্রকাশকের জন্য বরাদ্দ অর্থ সরাসরি প্রকাশকের হাতে দিতে হবে। দুষ্প্রাপ্য বই-এর পুর্ণ মুদ্রণ প্রয়োজন।

৪) পাঠকদের মতামত ও শিক্ষামূলক কাজের সমীক্ষা হওয়া উচিত।

৫) অমলাংশু সেনগুপ্ত—

১) Directorate সম্পর্কে আপত্তি জানান।

২) District Library officer ও Inspector of Library পদ চলবে না।

৩) District Central Library ও State Central Library-র অধীনে সব কাজ হবে। District Library-র অধীনে Town Library ইত্যাদি থাকবে।

৪) Administration-এ Inspector-এর designation থাকবে Field Library Officer.

৬) নির্মলেন্দু মুখার্জী—

১) যে যে গ্রন্থাগার জাতীয় মান রক্ষা করে যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি, সেগুলিকে বিশেষ অনুদান দেওয়া উচিত।

২) State Central Library কে delivery of books act এর আওতায় আনতে হবে।

৭) তরুণ মিত্র—

১) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীকে State Central Library-র সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

২) State Central Library-র মতন কিছু দায়িত্ব North Bengal State Central Library-কে দিতে হবে।

৩) Library-তে extension Service Programme রাখতে হবে।

৮) মহাদেব মুখার্জী—

১) গ্রন্থাগারের দায়োদ্ধার, দিওন, কেরানীর পদ বাড়াতে হবে ও উপযুক্ত মাইনে দিতে হবে।

২) গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমস্যদের সাহায্য নিতে হবে।

৩) গ্রন্থাগারকে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র করতে হবে।

৯ ডাঃ প্রণতোষ রায়—

১) নূতন গ্রন্থাগার নির্মাণ খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৪০০ করা হোক।

২) Directorate খাতে বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে নূতন গ্রন্থাগারে ব্যয় করা হোক।

৩) দার্জিলিঙে ৫০টি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হোক।

৪) Van বা cycle পার্বত্য এলাকায় অচল, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫) নেপালী ভাষায় Directory প্রকাশ করতে হবে।

১০) বীরেন্দ্র চন্দ্র—

১) শিলিগুড়িতে একটা Addl. District Library করতে হবে।

১১) সুশান্ত হালদার—

১) Town Library বাড়িয়ে District Library-র কাজ বাড়াতে হবে।

২) District Library-তে Accounts clerk ও typist নিযুক্ত করতে হবে।

১২) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—

১) Integrated library system চাই।

২) জেলা গ্রন্থাগারিকদের প্রত্যেককে জানতে হবে স্থানীয় লোকেদের গ্রন্থাগারের চাহিদা কতখানি।

৩) বরাদ্দ অর্থ প্রয়োজনবোধে অদলবদল করতে হবে।

১৩) কল্পনা ভট্টাচার্য্য—

১) Contingency খাতে বরাদ্দ অর্থ আরও বাড়াতে হবে।

১৪) সত্যানন্দ মজুমদার—

১) বরাদ্দ অর্থ জেলা স্তরে ন্যস্ত করে দিতে হবে।

২) গ্রন্থাগারের স্থান নির্বাচন প্রথমে করতে হবে।

৩) Minimum qualification থাকলে existing staff-কে absorb করতে হবে।

৪) একটা model constitution করতে হবে।

৫) Non-sponsored কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হোক।

১৫) সুধেন্দু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

১) গৃহ নির্মাণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা আরও বাড়াতে হবে।

২) Periodicals-এর পক্ষে ২৫০ টাকা অপ্রতুল। Library তে অনেক পত্র পত্রিকা আগে যা ব্যবহার করা হয় না, সে গুলি State Central Library-তে জমা হওয়া উচিত।

৩) Metropolitan library-র Service সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলতে হবে।

৪) ৫০,০০০ টাকা furniture ও equipment-এর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

১৬) ঝণন বাগচী—

১) ১৯৮১-র লোকগণনা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে।

২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার করতে হবে।

১৭) সলিল গুহ—

১) Registration ব্যবস্থা শিথিল করতে হবে।

২) গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ চাই।

১৮) বিশ্বনাথ কোলে—

১) Managing committee-কে advisory committee করতে হবে। তারাই Library Development-এর কাজ করবেন।

২) Staff-এর কাজের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করতে হবে।

৩) গাড়ীগুলির মেরামতির টাকা দিতে হবে, যাতে কাজে লাগানো যায়।

১৯) নেপাল দাস—

১) যেখানে জনসংখ্যার সবই অশিক্ষিত সেখানে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র করতে পারলে ভাল হয়।

২০) আবদুল মমিন মিঞা—

১) প্রত্যেক ব্লকে সেন্ট্রাল লাইব্রেরী করতে হবে।

২) চিত্তরঞ্জনে Library করার কথা ভাবতে হবে।

৩) বর্দ্ধমান জেলায় Library Science certificate course খুলতে হবে।

২১) মহঃ কেশম ভট্টাচার্য্য—

১) Blockwise একটা করে কোটা স্থির ক'রে নিয়ে গ্রন্থাগার তৈরী করতে হবে।

২) Malda District Libraryতে বর্ত্তমানে শিক্ষণ প্রাপ্ত নন এমন কর্মীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা দরকার।

৩) Town গুলিতে একটা করে Town Library করতে হবে।

২২) অজিত ঘোষ—

১) District Advisory Council for Social Education না রেখে District Adv. Coun-

cil for Library করা উচিত।

২) বাংলা ভাষার পত্র পত্রিকার Union Catalogue চাই।

৩) Directorate এর সকলেই professional level এর হওয়া চাই।

৪) Directorate of library service সরকারের

২০) সুধীর সেন—

১) কর্মীবাহিনী গঠন করা উচিত।

২) গ্রামে গ্রামে, ছোট শহরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার কেন্দ্র শাখার মাধ্যমে বই মেলার আয়োজন করতে হবে।

৩) বাংলা ভাষার লেখক লেখিকার catalogue করতে হবে।

৪) রাজভবনের জমিতে Metropolitan Library করা হোক।

৫) Public Library System করে Metropolitan Library র মধ্যে আনতে হবে।

৬) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে Co-ordinated অবস্থায় আনতে হবে।

৭) পাণ্ডুলিপি আর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে microfilm করতে হবে।

৮) Catalogue ও classification এর জন্য ছাপান বাংলা main entry card করতে হবে।

২৪) অনিল বসু—

১) জেলা গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যা বাড়াতে হবে।

২) আলোচনার সুবিধের জন্য গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিয়ে আলোচনাচক্র করলে ভাল হয়।

৩) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি চিন্তা করতে হবে।

৪) ক্যালিগ্রাফি ও বইবাঁধার training courses ছাত্র সংখ্যা বাড়াতে হবে।

২৫) যোগেশ মাইতি—

১) কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য national Library সাহায্য করতে পারবে। ১৫।২০ দিনের মধ্যে হাতে কলমে কাজ শেখাতে পারবে।

২) বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে National Library সাহায্য করতে পারবে।

২৬) বিমল ব্যানার্জী—

১) কোনও Library যদি Sponsored library হবার দাবী করে তার যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২) Library Serviceকে free service করার উল্লেখ করতে হবে।

২৭) মঃ সাহেবুল্লাহ—

মন্ত্রী প্রশান্ত শূর মহাশয় জানিয়েছেন যে Metropolitan Libraryর জন্য শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা জায়গা দেওয়া যেতে পারে।

২৮) কল্যাণ রে—

কেবল মাত্র জনগণের শিক্ষা প্রসারই যখন সরকারের মূল লক্ষ্য তখন এই পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য।

২৯) বিনয় সেনগুপ্ত—

১) সামগ্রিক ভাবে integrated plan করে নিয়ে এগোতে হবে।

৩০) রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য—

১) বিষয়গুলি সবই পূর্বে আলোচনা করা উচিত।

২) Library department আলাদা হওয়া উচিত।

৩১) অর্জুন রায়—

১) District Library officer ও District Librarian এর মাইনে এক হ'তে হবে।

২) Administrative ও technical কাজ District Librarian করতে পারেন।

৩) গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের Special training থাকা চাই।

৪) District Libraryতে কারিগরী ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে file রাখা হ'লে Directory করতে সুবিধে হয়।

৩২) বিমল ব্যানার্জী—

১) গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে এই Directorate এর কাজ সার্থক হবে।

২) বাংলা গ্রন্থপঞ্জীর পুনর্প্রকাশ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুর্নমুদ্রণ প্রয়োজন।

৩১) নির্মল চৌধুরী—

১) District Library officer হবেন সরকারী কর্মচারী এবং District Library গুলি সরকারী অধিগ্রহণ করলে ভাল হয়।

২) উত্তর পাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীকে Special Library-র মত অর্থ বরাদ্দ করা হোক।

৩) ৫০,০০০ টাকা non-recurring grant উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীকে দেওয়া হোক্।

৪) পুরাণ সংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হোক্।

৫) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীতে Assistant Librarian ও binder এর পদ স্থির করা হোক্।

৩২) শচীন্দ্রনাথ দে রায়—

১) Working paper এর পুনর্বিচার করা চাই।

২) স্থানীয় লোকের শিক্ষার মান অনুযায়ী গ্রন্থাগার স্থাপন করা উচিত।

৩) সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য Library directory প্রয়োজন এবং প্রতিটি post এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই।

৪) বিভিন্ন স্তরের libraryতে বরাদ্দ অর্থ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়াতে হবে।

৩৩) প্রবীর দে—

১) Rural Libraryকে নতুন library করার ব্যাপারে জেলা পরিষদ / অঞ্চল পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। Projectগুলি করবে professional Association কিন্তু সেখানে পঞ্চায়েত বা অঞ্চল প্রধানের সাহায্য নিতে হবে। Municipalityর Chairman ও জেলার প্রধীগণের নিয়ে সেমিনার করে এই আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে আবার আলোচনা করতে হবে।

২) সময়মত Grant distribution করতে হবে।

৩৪) মনোরঞ্জন দে—

১) Book grantএর ২০০০ টাকা হওয়া উচিত ৬০০০ টাকা Periodicals এর ২৫০ ,, ,, ২০০০ টাকা।

২) Library staffকে ex-gratia দেওয়া হোক্।

৩৫) শুভেন্দু সরকার—

১) Subdivisional Library র bookgrant— ৬০০০ টাকা

,, ,, periodcals— ৬০০০ টাকা

,, ,, contingency— ৮০০০ টাকা

২) Rural Libraryর bookgrant — ৬০০০ টাকা

,, ,, contingency— ১০০০ টাকা

৩৬) সুনীল ঘোষ—

১) কুচবিহার জেলায় আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা হোক্।

২) Rural Libraryতে একজন ক'রে nightguard চাই।

৩৭) বিনয় গোস্বামী—

১) কয়েকটি Additional District Library ও Municipality areaতে town library করা হোক্।

৪০) হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য—

১) Special library গুলিকে town libraryর মর্য্যাদা দিতে হবে।

২) Rural library গুলিতে শিশুবিভাগ খোলা ও একজন করে Library attendant রাখতে হবে।

৪১) মনোরঞ্জন মহাপাত্র—

১) Library extension work ইত্যাদি project-এর মাধ্যমে হবে।

২) Lecturer এর payscale আরও ভাল হওয়া দরকার।

৪২) কেশবলাল চক্রবর্তী—

১) Special library স্থাপন করতে হবে।

২) দীঘাতে সরকারী গ্রন্থাগারে লেক্চি সেকশন করতে হবে।

৪৩) সুনীল বিহারী ঘোষ—

১) State Central Library ১০০০ বইএর select list করবেন, যেটি ১৯৮০ ও জানুয়ারীর মধ্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

২) Select listএ শিশুদের বই, technical বই থাকবে।

৩) একটি প্রকাশনা সমন্বয় উপসমিতি গঠন হওয়া প্রয়োজন।

৪) Library manual হওয়া দরকার। বর্গীকরণ, সূচীকরণ, গ্রন্থাগার পরিচালনার কথা থাকবে।

৪৪) সোমনাথ মুখার্জী—

১) Unit থেকে জেলাস্তরের সব কমিটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলাশাখার প্রতিনিধি রাখা হোক্।

২) Town libraryর constitution ঠিক্ করা হোক্।

৩) প্রতি বছর Library account, Library directorate-এ পাঠাতে হবে।

৪) District থেকে Subdivision, সেখান থেকে block এবং block থেকে rural libraryতে mobile service দিতে হবে।

৪৫) প্রবীর রায় চৌধুরী—

আলোচনাগুলির ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রাজ্য মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাভ করেছে এবং আগামী বিধান সভার সেশনে তা পেশ করা হবে। State library council রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেবেন. এতে নানাধরণের প্রতিনিধি থাকবেন। Minister-in-charge of Library Science হলেন chairman. District Library Board, District Library বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। District-এর কোথায় কোথায় এবং কিভাবে লাইব্রেরী হবে তার পরামর্শ দেবেন District Advisory Council for Social Education.

৪৬) প্রমীল বসু—

এই আলোচনা চক্রের বৈশিষ্ট্য যে একটি বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই প্রথম একটি সরকার সাধারণের হাত বাড়িয়েছেন। লাইব্রেরী আইন চালু করার ব্যাপারে এই সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাছাড়া কোনও state library planning committee স্থাপন এই সরকারই করেছেন। এই আলোচনাচক্রের আয়োজন ও ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদানের ব্যবস্থার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান উচিত।

৪৭) ডা: সুশীল গুপ্ত—

সরকার ও State Library Planning Committeeর তরফ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। বক্তব্যগুলি লিখিতভাবে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন।

৪৮) ধনিরাম রায়—

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের সক্রীয় অংশ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

English Abstract

Granthagar, Vol. 28 ; Nos. 9-10
Jan.-Feb., 1979

Editorial :

Page : 662

West Bengal sponsored system started in the year 1956. Since then BLA has been opposing it. Later on sponsored library workers joined hands with BLA.

It has been noticed that two libraries after drawing Government money closed the libraries and sacked the employees without paying their dues. The Government can not take any action due to legal flaws. After it was intervened by the Ministry, the employees started getting their salaries.

Any way, these incidents prove that how far our demand for abolition of sponsored system is justified.

We can achieve our goal if we can start movement against this system unitedly.

Universal availibility of publications
by Bimalendu Guha. Page 663

In order to deal with the above mentioned subject, it has straced on the importance of two things. Firstly, an overall assurance should be given to have all kinds of publications before any reader as he or she would require, secondly, any publication should have easy availibility in every corner of the world. In our country, we have delivery of books act, But everybody knows that it is limited to some categories of books only. It should have wider perspective and thesis, reports must have access in it. No doubt, this restriction is found in other countries but they have other sources through which these kinds of publications may be brought to the notice of the readers.

In USA, an organization like National Technical Information Scince performs this function. In England, an organization like British Library Lending Division (BLLD) has been performing the principle of "Universal Availibility of Publications" rightly.

With this end in view, INSDOC was established. But its work is not up to the mark because of some problems, under the circumstances, it takes sometime to hand over the required publication to the readers. As a result, INSDOC is facing criticism, inspite of as many obstacles and problems, INSDOC is trying to satisfy the reader.

Now, time has come to set up an organisation like BLLD in ours country. Whether the responsibility to begin on INSDOC or any other new organisation is different matter. An overall drive is to be made to form public opinion for such organisation which will be a bold step in International field and should be considered as national contribution.

Intellectual Book Page 672
A list of Books given by Sahitya Sansar, 32A, Acharya Prafullachandra Road, Cal-700009.

Bengal Library Conference Page 673

Information regarding 35th Bengal Library conference.

It has pointed out some defects of present educational system where the utility for library is felt in higher education only. But the fate of higher education level and in this level library is neglected. Naturally where library itself is unrecognised the question of librarian's status does not arise. Now if Librarians of schools are well avaliled both academically and professionally and their position would be equated with those

of the teachers then one may expect that our purpose is served. It should not be thought. So but librarians main work is based on library organisation and direction. If the librarian likes to make his library perfect, then he should intimate to the readers and his need is to be felt by the readers, in order to be a perfect librarian. A librarian is to give importance to the following things such as (a)library class (b) Close mixing with readers (c) good relation with the teachers.

Notice. By S.M. Ganguli Page 678.

A list of successful candidates in certificate course in library science in 1978.

Page 679.

West Bengal state Book Trust Page 681.

Granthagar Vol. 28, No. 11 March, 1979

Editorial : Page 682

It deals on the problems of Library Science education in our country. At the beginning it has traced on the history of Libray Science and it has also mentioned that these Universities of this state have been conducting B. Lib. Sc. course and recently Calcutta University has granted M. Lib. Sc and Burdwan University added a new course in Lib. Sc, under the name 'Advanced diploma in Lib. Sc. B.L.A. and Rehara Ramkrishna Mission etc, have been organising Certificate Course in Lib. Sc. side by side IOL. Calcutta has also been conducting Library Science course. It is really depressing there no uniformity is maintained in the above course. As a result it is creating confusion among the Library Science students and the employees. It is high time now to make certain standardisation so that we may not be misguided. All together and solve all problems in the interest of Library Science.

Indian subjects, Dewey Decimal classification system and some thought for the next edition, by Anilchandra Paul Page 684

It has referred to IASLIC seminar held in Burdwan University to discuss the above subject where a permanent committee has been constituted for more research on the accessibility of Indan subject within folds of Dewey Decimal divisions in the next edition.

Two hundred years of Bengali Printing and reformation of Bengali type, by Dipankar Sen.

It has dealt on the history of Bengali Printing and acknowledged the gift of Christian Missionaries of Serampore. It also referred the first printed book 'A grammar of the Bengali Language, By Halhed which printed in the press at Hooghly. It also has remained us of the contribution of Willkins, Panchanan Karmakar and Monohar on the creation of Bengali type. At last it has offered us some suggestion for the improvement of the present Bengali Type.

Library Day

By Ashitava Das Page 701

General meeting was held to observe Library day at the Students Hall on 20th day of December, 1978. It was presided by Mr. P.Roy and guest in chief was Mr. Partha De, Library Minister. Mr, P. Raychaudhury, Secretary of B. L. A, addressed the gathering and explained the importance of this special day.

Before the meeting Convocation of certificate course examination was also held and it was presided over by B. Mazumder & Guest in Chief was Dr. Romen Poddar, Pro-Vice Chancellor of Calcutta University.

The following libraries organisation also observed Library day.

1. Targuina Binapani Pathagar, 24 Parge.
2. Srikrishnapur Tusher Smriti books Niketen, Tamluk.
3. Tamluk District Library. Midnapur
4. Bengal Library Association, West Dinajpur District.
5. B.L.A. and Govt. Sponsored Library workers Association Midnapur Branch.
6. West Bengal Govt. sponsord library Employees Association. Howrah Branch
7. B.L.A. Cooch Bihar Dist. Branch Cochbihar sponsored library employees Association branch.

Library News

by Dilip Bhattacharyay Page 705

1. Text Book Library Chatra Bhandhu, Ramrajatala Howrah
2. Tamluk District Library
3. B.L.A. West Dinajpur Branch
4. Katal & Mrigendra Mitra Library Burdwan
5. Ramkrishna Library Palashpur chiri Midnapur
6. Paliari Pathagar. Hirapur, Howrah
7. Netaji Pathagar, Srirampur
8. Kirti Smriti Bhawan, Phulia
9. Purulia District Library

Letters :

Letter, by Anil Kumar Deshi

Librarian, Amta Public Library Page 707

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : বর্ণ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৯ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৪ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৬৪৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত নায়কটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার।
মূল্য—২·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার—গ্রন্থবিদ্যা।
মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।
মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১।
মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২
কলিকাতা—৭০০০১৪

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs. 15·00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 29 : No. 4 August, 1979

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association. Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhayay at the Bangabasi Ltd. 26, Patuldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Arun Ray

Associate Editor : Asitabha Das

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৫-৬ ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৬

॥ সূচী ॥

সম্পাদকীয় ৯ ৯০

শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমি—রামকৃষ্ণ সাহা ৯২

অনুবাদ সেবা ও ভারত—অলক ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থাগার সংবাদ

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ সম্পাদক ঃ অরুণ রায় প্রতি সংখ্যা—১.৫০

প্রকাশকদের প্রতি

আগামী ২০শে ডিসেম্বর '৭৯ তারিখে 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে গ্রন্থাগার 'পত্রিকার' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হওয়ার পর, এই প্রথম আমরা গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। এবং এ উপলক্ষে যে 'গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা' প্রকাশিত হবে, তাতে থাকবে বিগত দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ-রেখা, গ্রন্থাগার বিল, ও অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধ। এই সংখ্যাটি পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে পৌঁছে যাবে বলে আমরা আশা করছি। আপনারা অনেকেই জানেন, গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও পুস্তক সমালোচনা দেখেই অনেক গ্রন্থাগার পুস্তক ক্রয় করে। সুতরাং এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভ-জনক। এই বিশেষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ই ডিসেম্বর '৭৯। বিজ্ঞাপনের হার মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

অরুণ রায়
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

পরিষদের নবতম প্রকাশন

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ সমূহ ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্বলিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

পুস্তকটির আয়তন ২৪×১৮ সিঃ এম

ছাপা অংশ— ২০×১৫ " "

শক্ত বোর্ড বাঁধাই

মূল্য—১৫ টাকা

অল্প সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।
সত্বর সংগ্রহ করুন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি, ১৩৪ সি, আই টি স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০ ০১৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রীরবি বসু

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায়

সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ রায়

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৫-৬

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৬

সম্পাদকীয়

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে রাজ্য বিধান সভায় গৃহীত হলো West Bengal Public Library Bill.

রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচনী ৩৬ দফা প্রতিশ্রুতির আর একটিকে পূরণ করলেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ রাজ্যে গ্রন্থাগার হবার জন্য সাধারণ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন সেই সংবাদটির জন্য কবে রাষ্ট্রপতি এই বিলে তাঁর সাক্ষর দিয়ে একে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দেবেন। আমরা আশা করব সত্বর এই কাজ সম্পন্ন হবে।

যদিও এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের আন্দোলন ভারতে প্রাচীনতম, তবুও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে এ রাজ্যকে গ্রহণ করতে হলো ৭ম স্থান। ইতিপূর্বে তামিলনাড়ু (১৯৪৮); কর্ণাটক (১৯৬৫); অন্ধ্র (১৯৬০) ও মহারাষ্ট্রে (১৯৬৭) এই আইন বলবৎ হয়েছে। কেরালায় গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি বিগতপ্রায় ১০ বৎসরকাল সিলেক্ট কমিটির কাছে আছে, আজও তাঁদের বিচার বিবেচনা শেষ হয়নি—কবে হবে কে জানে!

পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই গ্রন্থাগার আইন আছে। আমাদের ভারত—পাক উপমহাদেশ কিন্তু এর ব্যতিক্রম। ভারতে ২৩টি প্রদেশের চেতর মাত্র পাঁচটিতে গ্রন্থাগার আইন আছে বা প্রবর্তিত হলো, বাকি এখনও ১৮টি প্রদেশ। আমরা আশা করব অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিও শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে, সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের স্বার্থে অচিরেই তাঁদের রাজ্যেও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করবেন।

আজ মনে পড়ছে পূর্বসূরীদের কথা। কতজন তাঁদের শ্রম আর চিন্তা দিয়েছেন, তাঁদের সবার কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়, জানাও নেই হয়ত আমাদের। তবু আজকের এই আনন্দের ক্ষণে যদি তাঁদের কথা স্মরণ না করি, যদি ভুলে যাই আমরা তবে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকবে না।

প্রথম দিকে যখন গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয় আমাদের

ছেলে, তখন সব কাজেই অগ্রবর্তী বাহিনীর যে সুবিধাগুলি ভোগ করতে হয়, আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বের নেতৃবৃন্দকেও সেই অসুবিধা আর দুর্ভোগ সব ভোগ করতে হয়েছে। আজ পরিষদ্ নিজের ভবনে যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তারা তার তিলাংশও পায়নি তবুও এক কল্যাণমূলক আদর্শ সামনে রেখে কাজ করে গেছেন।

পরিষদের একক শক্তির সঙ্গে যখন স্পনসর্ড গ্রন্থাগারিক-দের প্রচেষ্টাযুক্ত হলো, তখন থেকেই শুরু হল যুক্ত আন্দোলনের এক নব পর্যায়। এই সাফল্যযুক্ত আন্দোলনের যৌথ নেতৃত্বের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি।

অনেক কথা না বলা থেকে যাবে, অনেক নাম অজানা থেকে যাবে, অনেক সহযোগিতা বিস্মরণের অতলে যাবে—আর এর চীৎ স্মরণিকা হয়ে থেকে যাবে গ্রন্থাগার আইন্।

আজ থেকেই গ্রন্থাগার কর্মীদের, গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে প্রস্তুত হতে হবে এর সুফল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে যাঁরা পঠন-পাঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেই গ্রামে-গঞ্জের মানুষের কাছে, ক্ষেত-খামার আর কল-কারখানার মজুরদের কাছে, তাঁদের জ্ঞানের জগতে গ্রন্থাগার ছাড়া আর কে পারে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে।

পুরোধাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁরা যে ভগীরথের ভূমিকা পালন করে গেছেন, আমরা তারই ধারায় অবগাহন করছি।

একদিকে দীর্ঘকালের দাবী পূরণ যেমন হলো, তেমনি সাংগঠনিক দিকে দায়িত্ব বাড়লো বহুগুণ। রাজ্যের সমগ্র সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করা, ও সঠিক দিক না নেওয়া যায় তবে সাফল্য অর্জন কঠকর হবে। তাই সমস্ত গ্রন্থাগার দরদী সাধারণ মানুষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদের হাত শক্ত করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। পরিষদের জেলা শাখাগুলিকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে সক্রিয় হতে অনুরোধ জানাই।

আসুন যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে আবার নতুন করে গড়ে তুলি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমি

রামকৃষ্ণ সাহা

ভূমিকা—

এবার ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য সূচী 'শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা'। বিগত কয়েক বছর ধরে, কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভাঁটার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৬৬—৭০ বিগত পাঁচ বছরে কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনের মধ্যে কলেজ গ্রন্থাগারই মুখ্য ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭১-এর পর থেকে এক্ষিটাতে ভাঁটা পড়তে থাকে। কারণ বিবিধ এবং অনুসন্ধান যোগ্য। বিভিন্ন আলোচনায় দেখা যায় যে বিগত আন্দোলনগুলি যাতে যেন কিছু সংখ্যক কলেজ গ্রন্থাগারিক অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলির প্রায় সবগুলিই হলো অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত বেতনহার প্রবর্তন-এর আন্দোলন এই ব্যক্তিগত ভাবে কিছু গ্রন্থাগারিকের উক্ত বেতনক্রম পাওয়ার আন্দোলন। স্বভাবতই যাঁরা তা পেয়েছেন অর্থাৎ রিজেশন হয়েছে তাঁর একটা অংশের মধ্যে আন্দোলনের ভাঁটা পড়েছে। যাঁরা পাননি তাদের মধ্যে বিক্ষোভ রয়েছে। এবং সেগুলি হচ্ছে না—অতএব আন্দোলন। কিন্তু যে কাজটি অসমাপ্ত থেকে গেছে—যা কখনও আন্দোলনের পর্যায়ে যায় নি সেটা হলো কলেজ গ্রন্থাগারের পরিসেবার বিষয়। সে রকম কোন শ্লোগানও নেই—যা ছাত্র শিক্ষক-কর্মচারী গ্রন্থাগার কর্মীকে একত্রিত করতে পারে অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, এর জন্য গ্রন্থাগারগুলি কি ভাবে পরিসেবার প্রসার ঘটাবে, শিক্ষাক্ষেত্রে এদের ভূমিকাই বা কি? এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলেজের কাজের মান প্রভৃতি অ-অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কি হওয়া উচিত সে কথা নিয়ে কলেজ গ্রন্থাগারকর্মী, কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ কখনও ভেবেছেন একথা বলতে পারছি না। অতএব এই বিষয়গুলিই বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

১) উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য :

কলেজ-শিক্ষা মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চ শিক্ষা, কলেজগুলির উপর ন্যস্ত রয়েছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক।

১৯৪৮-৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণন কমিশন উল্লেখ করেছেন "Democracy depends for its very life on a high standard of general, vocational and professional education. Dissemination of learning, incessant search for new knowledge, uncasing effort to plumb the meaning of life, provision of professional education to Sahsps the occupational needs of our Society are the vital tasks of higher education"

অপরদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলমন্ত্র শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা, যা স্বতন্ত্র মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তিকে উপযুক্তভাবে উদ্বুদ্ধ করে তার স্বতন্ত্র রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ ব্যক্তি মানসের বিকাশে সহায়তা করা (কণিষ্কণ রায়: গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা: গ্রন্থাগার...)।

নীলামেঘন উল্লেখ করেছেন যে উচ্চশিক্ষার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। "It is a terminal stage providing the manpower for the professions, for research and developmental activities, for industrial sector, and for various other kinds of work in Society, which together in turn Contribute to national development".

২) শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমগ্র দেশের শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে—দুই ধরণের শিক্ষার ধারা অব্যাহত।

১ অভিনবিচিত্র প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক (formal) শিক্ষা ব্যবস্থা যা আছে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, পলিটেকনিক, আই. টি. আই. বিশ্ববিদ্যালয়, আই, আই. টি প্রভৃতি সংস্থা। দ্বিতীয়টি অনেক বিচিত্র সংস্থা যারা Non-formally শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছে 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' এই মন্ত্র নিয়ে। এই দু'ধরণের কাজের মধ্যেই গ্রন্থাগার ভিন্ন উপকরণ নিয়ে সমানভাবে রয়েছে। মোটা কথায়—প্রথম ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা শিক্ষাদানে সাহায্য করা —অর্থাৎ শিক্ষক—ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান তথা প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখার কাজে সহায়তা করা দ্বিতীয় ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর কাছে প্রয়োজন ভিত্তিক তথা জ্ঞান প্রবাহ সঞ্চালিত করা।

স্বভাবতঃই প্রথম ধরণের সংস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা (উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে) হচ্ছে "Tool"। রাধাকৃষ্ণন কমিশন বলেছেন—

'Teaching is a co-operative enterprise. Teachers must have the necessary tools for teaching purposes the in shape of libraries and laboratories as also right type of students. The library is the beast of all Univercity's work directly so, as regards research work, and indirectly as regards its educational work, which derives its life from research work, scientific research needs a library as well as laboratories, while for humanistic research the library is both library and laboratory one. Training in higher branches of learning and research is mainly a question of learning has to use the tools and if the library tools are not there, how can a student learn to use them? Prisident Truman's Commission on Higher Education, Says. "The library is second only to the instructional staff in its importance for high quality of instruction and research."

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার। সেগুলি উল্লেখযোগ্য—

১ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার একক্ভাবে শিক্ষা দান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারে না—এটা ছাত্র-শিক্ষক গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মীর যৌথ দায়িত্ব ও প্রচেষ্টা।

২। গ্রন্থাগার শিক্ষকদের কাছে একটি হাতিয়ার।

৩। ছাত্রদের কাছে শিক্ষালয় তথা গ্রন্থাগার জীবন বিকাশের সহায়তালাভের সংস্থা।

৪। গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে গ্রন্থাগার জীবন জীবিকার আশ্রয়।

প্রথম বক্তব্যের মধ্যেই রয়ে গেছে, গ্রন্থাগারের সাফল্যের ও বিফলতার দিক। শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে তবে গ্রন্থাগার তাদের কার্যকলাপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। আর যদি উপাদানগুলির ভূমিকা বদল হয়, তবে গ্রন্থাগারের নীরব সার্থক দর্শক ছাড়া অন্য ভূমিকা থাকে না। আস্তে আস্তে তারও জীবনরস শুকিয়ে যেতে থাকে।

১। কলেজ গ্রন্থাগার ও কলেজ গ্রন্থাগারের সামাজিক ভিত্তি—

পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে কলেজগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করা যায়। যেমন

১। সরকারী কলেজ, যেমন প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ।

২। সরকারী স্পনসর্ড (পোষিত) কলেজ।

৩। বেসরকারী কলেজ, গভর্নিং বডি, ট্রাষ্ট, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি কর্তৃক পরিচালিত—

স্বভাবতঃই কলেজ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা কলেজ-ভেদে ভিন্ন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন যেমন করা সম্ভব অপর দিকে গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের অহেতুক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে সেগুলির স্বাভাবিক অবস্থা বজায় নেই। কলেজ গ্রন্থাগারের সামাজিক ভিত্তি এখনও ছাত্র-অধ্যাপকের মধ্যে সুদৃঢ় নয়—যার প্রমাণ মেলে

বইয়ের চাহিদার সংখ্যায়, মাথা পিছু বই কেনায়, মাথা পিছু বই ব্যবহারের সংখ্যায় ও আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে।

গ্রন্থাগারের সামাজিক ভিত্তি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর জীবনে ও কাজে গ্রন্থাগারের ব্যবহার কতটা। হয়ত বিষয়টি পরিমাপ যোগ্য নয় কিন্তু তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক কি গ্রন্থাগারের সহায়তা নেয়? না অন্যভাবে তথ্য প্রয়োজন মেটায়। গ্রন্থাগারে গেলে কি তার প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে এরূপ ধারণা কি জনসাধারণের নির্দিষ্ট অংশে বর্তমান? পড়াশুনা সংক্রান্ত সমস্যায় পড়লে ছাত্ররা কি কলেজ গ্রন্থাগারের সহায়তা নেয়? কতটা নেয়? ছাত্র-শিক্ষক—গবেষকদের মধ্যে পাঠস্পৃহা কতটুকু? তথ্য-ব্যবহার ক্ষমতা কতটা? উপরোক্ত বিষয়গুলি হতে সঠিক উত্তর পাওয়া গেলে বলা যায় যে গ্রন্থাগারটির সামাজিক ভিত্তি সবল। কিন্তু পাঠক-গ্রাহকের মনে যদি কোন গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনীহার ভাব থাকে তাহলে? গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকে তাহলে? যদি গ্রন্থাগারে গেলে সাদর আহ্বানের বদলে নিরুত্তাপ, যান্ত্রিক, কখনো কখনো aversive কার্যকলাপের প্রচলন থাকে তবে কোন পাঠকই গ্রন্থাগারে যাওয়ার আগ্রহ তো দেখাবেই না বরং গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এরা অসুবিধার সৃষ্টি করবে—গ্রন্থাগার কর্মীর ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাস ও পাঠপ্রবণতা

১। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস কম থাকাই স্বাভাবিক কারণ স্কুলে গ্রন্থাগার নেই, গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই, গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু নয়, দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, পড়ার বই-এর অভাব প্রভৃতি।

২। কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশের পাঠাভ্যাস কম—কারণ তাঁরাও উপরোক্ত পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছেন এবং বৈচিত্র্যহীন টেক্সটবুক কেন্দ্রিক শিক্ষা, পরীক্ষা কেন্দ্রিক শিক্ষা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে নি, উন্নত সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব, গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ নয়, বা প্রয়োগে অসুবিধা, বা অর্থাভাব প্রভৃতি।

উপরিউক্ত

উপরোক্ত বিষয়গুলি কলেজ গ্রন্থাগারের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করছে।

স্বভাবতই কলেজ গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে চিন্তা করা উচিত। কেননা শিক্ষার মূলমন্ত্র হলো তথ্যের আদান প্রদান বা শিক্ষক ক্লাশ ঘরের অভ্যন্তরে বক্তৃতার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। উচ্চতর শিক্ষায় অধিকতর Emphasis হলো—স্বশিক্ষায় পদ্ধতি। অর্থাৎ ছাত্রদের অধিকতর পরিমাণে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ নিজ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হয়—যেখানে স্কুলে এই দায়িত্ব থাকে শিক্ষকের। স্বভাবতই স্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রে, তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা থাকে প্রবল। কিন্তু আমাদের দেশে সেটা অনুপস্থিত—নানা কারণে। গ্রন্থাগারকে যদি তথ্য সরবরাহের সংস্থা বলা যায় তবে গ্রন্থাগার কর্মীর সামনে তিনটি প্রধান বিষয় সামনে এসে পড়ে—আলোচনার জন্য, মূল্যায়নের জন্য যেমন—

১। তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগার

এখানে বিবেচ্য বিষয় তথ্য ব্যবহারকারী কারা। তাঁদের কি কি তথ্যের প্রয়োজন। কোন কোন সময়ে পাঠক তথ্য চান এবং গ্রন্থাগার কিভাবে তাদের তথ্য পরিবেশন করবে—কিভাবে তথ্যের যোগান অব্যাহত রাখবে অর্থাৎ কোন কোন পরিসেবা।

২ তথ্য ব্যবহার বাড়ানোর দায়িত্বে গ্রন্থাগার

এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে পাঠক গ্রাহকদের তথ্য ব্যবহারের ধারা কি? তাঁরা কখন কোন তথ্য ব্যবহার করেন। পাঠকের কোন ধরণের তথ্যের প্রতি নির্দিষ্ট ঝোঁক রয়েছে। পাঠক অভিমাত্রা subjective না informative?

৩ শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার

এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, নির্দিষ্ট পাঠক্রম কেন্দ্রিক

শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও ভূমিকা নয়াদিল্লি তার Educational pursuit কে কেন্দ্র করে।

কলেজ গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থা

উপরোক্ত ভূমিকা/উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে যদি গ্রন্থাগারের কাঠামো স্থির করা যায় তবে কলেজ গ্রন্থাগারের সামাজিক ভিত্তি সবল হতে পারে এ আশা আমরা করতে পারি। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারগুলি উপরোক্ত অবস্থায় যেতে পারবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ কলেজগুলির বাস্তব অবস্থা আশাপ্রদ নয়। এ বক্তব্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হতে পারে। ১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত 'B' Form" পূরণ করে যে কলেজগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন তার বিশ্লেষিত তথ্য নীচে দেওয়া হলো। এ তথ্যগুলি মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি করবে বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য—

১ কলেজ গ্রন্থাগারের আয়তন—

যদি ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যার মাপকাঠি দিয়ে আয়তন স্থির করা হয় তবে কলেজগুলির গড় ছাত্র সংখ্যা ১৭০২। অধিকাংশ কলেজের (২৬%) ছাত্র সংখ্যার সীমা ৫০০-এর মধ্যে। সর্ববৃহৎ কলেজের ছাত্রসংখ্যা দশ হাজারের উপর। অনুরূপভাবে কলেজ পিছু শিক্ষকের গড় ৬৪। স্বভাবতই উক্ত ছাত্র-শিক্ষকের অধিকাংশই গ্রন্থাগারের সদস্য। কিন্তু কতজন সদস্য নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী সে হিসাব পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য যেন কিছু সদস্য কখনো গ্রন্থাগারে আসেন না, বা বহু ছাত্র-ছাত্রী গ্রন্থাগারের সদস্য নন কিন্তু তাঁরা কেন গ্রন্থাগারে আসেন না, অনীহার কারণ কি—অনুসন্ধান যোগ্য।

২ পুস্তক-পত্র পত্রিকা সংখ্যা

সমীক্ষায় দেখা যায় যে কলেজগুলিতে গড় বই সংখ্যা (পত্র-পত্রিকাসহ) ১১ হাজারের মত। যদিও অধিকাংশ (৩১.৫৭%) গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ১-৪ হাজারের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু কলেজগুলির মধ্যে অতি পুরাতন কলেজ থাকায় (যাদের বই সংখ্যা ৩০ হাজারের উপর) উপরোক্ত গড়ে সংখ্যা প্রভাবিত হয়েছে। উক্ত বই সংখ্যা কিন্তু কার্যকরী বই সংখ্যা নির্দেশক নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলির বৎসরান্তে পুস্তক বর্জন করে কিনা সন্দেহ আছে। ফলতঃ এ সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্যা নির্দেশক হিসাবেই গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

পঃ বঙ্গ সরকার ইতিপূর্বে কলেজ গ্রন্থাগারগুলির শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন পুস্তক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শুধু তাই নয়—গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে। এই নীতি ভ্রান্ত—এ কথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুবার জানিয়েছেন। এ ভ্রান্ত নীতির অবসান হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

৩ বই-ছাত্র অনুপাত

ছাত্র পিছু বই সংখ্যা কলেজ গ্রন্থাগারের কার্যকারীতার অন্যতম নির্দেশক। যদিও মনে করেন যে গ্রন্থাগারের উপযোগিতার মান নির্দেশক হিসাবে বই-ছাত্র অনুপাতই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরস্পর অনুপাতে বই-এর ব্যবহারই উপযোগিতার মান হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। পঃ বাংলার কলেজগুলিতে ছাত্র পিছু বইয়ের সংখ্যা গড়ে ১৫। কিন্তু ১—১০ মধ্যেই রয়েছে শতকরা ৩২ ভাগ কলেজ।

৪ বই-এর ব্যবহার

১ বার্ষিক চলন—

৪৩টি কলেজের গড় হিসেবে দেখা যায় যে শতকরা ৩৭.৩৩ ভাগ কলেজের বার্ষিক বই ধার ৫০০০ পর্যন্ত। গড় সংখ্যা ১৫০৪৭। কিন্তু শতকরা ৫৮ ভাগ কলেজের বই লেনদেনের সংখ্যা বার্ষিক ১০ হাজারের নীচে।

২ গ্রাহক পিছু বইয়ের ব্যবহার—

গ্রাহক বলতে এখানে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী এই তিন পক্ষকেই বোঝানো হয়েছে। রেজারেন্স ও লেন্ডিং আলাদা

করে কিছু বলা নেই। বার্ষিক গড় সংখ্যা হলো গ্রাহক পিছু ১০.৩৪। এর মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ কলেজেই বার্ষিক মাথাপিছু ইহা ০-১০ এর মধ্যে। নিঃসন্দেহে বলা যায় সংখ্যাটি হতাশাব্যঞ্জক। এই সংখ্যা এত কম কেন গ্রন্থাগার কর্মীদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত—এবং লেনদেন বাড়ানোর জন্য বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করা উচিত।

৫ বার্ষিক পুস্তক ক্রয়—

কলেজগুলি বছরে বই-পত্র পত্রিকা কেনে গড়ে ৪৮০.৪টি। বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি এর থেকে বাদ দিলে সংখ্যা অনেক হ্রাস পাবে।

বই কেনার গড় সংখ্যাকে গড় ছাত্র দিয়ে ভাগ করলে দেখা যায় যে প্রতি তিনজন ছাত্র পিছু একটি বই কেনা হয় (০.৩১)। এ সংখ্যাটি হতাশাব্যঞ্জক। প্রদত্ত উল্লেখ এক বছরের সংখ্যা থেকে বই কেনার ধারা বোঝা যায় না। অন্ততঃ ৫-৭ বছরের সংখ্যা প্রয়োজন।

৬ অর্থনৈতিক অবস্থা

১ কলেজ গ্রন্থাগারের বাজেট—

বর্তমান ১৯৫৮-৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় (সভাপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন) কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দের নীতি স্থির করেছিলেন যে কলেজগুলি তার বাজেটের শতকরা ৬.৫-১০ পর্যন্ত ব্যয় করা উচিত। পরবর্তীকালের শিক্ষা-কমিশন (কোঠারি কমিশন) ঐ মত বহাল রেখেছেন—কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শতকরা ৫৮.৫ ভাগ কলেজ তার বাজেটের শতকরা ২ভাগ পর্যন্ত ব্যয় করে। বাকী এক তৃতীয়াংশে (৩৩.৮ শতাংশে) কলেজের ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৩-৫ ভাগ। এরাই কলেজের মোট ১২.১ শতাংশে।

২ বই কেনার জন্য ব্যয়—

৬১টি কলেজের বইখাতের গড় ব্যয় ৬৮৫৫ টাকা। যদিও কলেজের এক পঞ্চমাংশে ব্যয় করে ৩-৫ হাজার টাকা। আরও বলা যায় যে শতকরা ৬১ ভাগ কলেজের বই খাতে ব্যয় ৪ হাজার টাকার মধ্যে।

৭৩টি কলেজের ছাত্র পিছু অর্থব্যয় হচ্ছে ২০ টাকার মত। ১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন ছাত্র পিছু ২৫ টাকার মত ধার্য করেছিলেন—। কিন্তু ১৯৭৪ সালের Price index দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ২৫ টাকার দাম কমপক্ষে তিন চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও হতাশাব্যঞ্জক দিক হলো শতকরা ৭৪ ভাগ কলেজ ২০ টাকা বা আরও কম।

সুতরাং পঃ বঙ্গ সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে এই দাবীই করা উচিত যে ছাত্র পিছু ১০০ টাকা এবং শিক্ষক পিছু ৭০০ টাকা (কোঠারি কমিশনের ভিত্তিতে)।

৩ কলেজ গ্রন্থাগার কর্মী—

১ বেতন—

৬৮টি কলেজের হিসেবে দেখা যায় যে শতকরা ৬০ ভাগ কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনখাতে ব্যয় করে ১০ হাজার টাকার মত বা তার নীচে। (কলেজগুলিতে কর্মচারী সংখ্যা গড়ে ৪.৬ জন) বেতনখাতে গড় ব্যয় ১১০৭১ টাকার মত। এর থেকে বোঝা যায় যে কর্মী পিছু বার্ষিক বেতন ২৮০৬ টাঃ অর্থাৎ ২০০ টাকার মত।

উপরোক্ত তথ্যগুলির যথার্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে। বি. ম. ক. ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে অনুদান পায় তার উল্লেখ নেই।

২ গ্রন্থাগারিক—

কলেজ গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদমর্যাদা গ্রন্থাগার সমিতি, অধ্যাপক মহল, কর্মচারী ও সরকারের কাছে সব চাইতে বিতর্কিত বিষয়। লক্ষ্য করা গেছে যে ৩৭টি কলেজে ২৭টি বেতনক্রম চালু আছে। বহু কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদ খালি (১৬টি কলেজ) কিন্তু কলেজে অধ্যাপকদের দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা চলছে।

৩৯টি কলেজের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আতঙ্ক পর্যায়ের, ১৯ জন এম.এ। বৃত্তিগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৪২ জন গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমা বা বি লিব এল-সি পাশ। ৭ জনের কোন বৃত্তিগত যোগ্যতা নেই। ৭ জন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

কলেজ গ্রন্থাগারের সঙ্কট

উপরোক্ত পরিসংখ্যান হতে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম বাংলার কলেজ গ্রন্থাগারগুলির মান আদৌ উন্নত নয়। কেননা যেখানে মাথাপিছু একখানা বইও বছরে কেনা হয় না, যা গ্রন্থাগারের অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যয়িত হয়—সেখানকার কর্মীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই সঙ্কট কেন সে বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন। নীচে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো—

১ স্কুল গ্রন্থাগারের অভাব

ছাত্রাবস্থায় থেকেই একারণে ছাত্র-শিক্ষক অধিকাংশের পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে নি, শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

২ সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব

সংখ্যার দিক থেকে এবং ভূমিকার দিক থেকে আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি, অতএব দৈনন্দিন জীবনে, পড়াশুনার ক্ষেত্রে, মানসিক বিকাশ ও ও চরিত্র গঠন প্রভৃতিতে গ্রন্থাগারের অনুপ্রেষ রয়ে গেছে

৩ পরিচালনা ব্যবস্থা—

কলেজ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের যেমন বিমাতৃসুলভ মনোভাব রয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরানো ধ্যান ধারণার ফলে যোগ্য গ্রন্থাগারিক থাকলেও, গ্রন্থাগার কমিটি অধিকাংশ কলেজে নেই, তার ফলে রয়েছে প্রফেসর ইন চার্জ প্রথা যার ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে অহেতুক তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। বহু কমিটি আছায়ক গ্রন্থাগারিক নয়। ফলে গ্রন্থাগারিকের অবহেলার কারণ রয়ে গেছে অনেকটা। গ্রন্থাগার কমিটিতে ছাত্রের প্রতিনিধি এখনও গ্রহণযোগ্য হয় নি।

৪ বার্ষিক অনুদান—

গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অনটন দীর্ঘদিনের। যাদের অনটন নেই তাদেরও বই কেনা প্রয়োজন ভিত্তিক নয়। যেমন অধিকাংশ কলেজের অনুদান মার্চ মাসের শেষে আসার ফলে যেনতেন প্রকারেণ টাকা খরচ করার তাগিদ এসে যায়, —সেখানে যেমন উন্নতমানের বই কেনা মুস্কিল হয় আবার প্রয়োজন ভিত্তিক বই সংগ্রহ গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া কোন কলেজই তার বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় করে না; সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলেজ পিছু ৭ হাজার টাকার অনুদান অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য। এছাড়া গ্রন্থাগারের বাজেটের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। বই কেনার বিষয়ে ছাত্রদের মতামত গ্রহণ করার উদাহরণ কমই আছে।

৫ গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিক্ষকদের অনীহা—

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানতম শক্তি শিক্ষক। যিনি ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করবেন। তার নিজের বাচনভঙ্গি, গ্রন্থাগার ব্যবহার, পাঠাভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে. আবার তার শিক্ষা পদ্ধতিও ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রেরণা সঞ্চার করে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক গ্রন্থাগারে যান না, এবং ছাত্রদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন না। বরং গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে যতদিন খুশী বই নিয়ে আটকে রাখেন ফলে ছাত্ররা পায় না। এর কারণ-গুলি বিবিধ এবং অধিকাংশই আর্থ সামাজিক, এবং মনস্তত্ত্বের বিষয়ীভূত। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতার সৃষ্টি বিগত কয়েক বছরে চলেছে তার রেশ এখনও চলছে। সর্বোপরি সমগ্র শিক্ষাদান ব্যবস্থাটাই পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়া—গ্রন্থ ভিত্তিক পড়ানোই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গ্রন্থাগার ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমেছে। শিক্ষক মহলের অধিকাংশের মনে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা উজ্জ্বল নয়। গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের বৃত্তির সমতুল মনে করেন না এরকম বহু অধ্যাপক রয়েছেন।

৬ গ্রন্থাগার ব্যবহারে ছাত্রের অনীহা

ছাত্রদের অধিকাংশই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না। কারণ এ বিষয়ে ছাত্রদের মত অনুসন্ধানে হয়ত জানা যাবে যে বই পাওয়া যায় না, পাঠকক্ষ নেই, পড়ার পরিবেশ নেই, পড়ার সময় কম (বিশেষত রাত্রে), গ্রন্থাগার কর্মীর ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক নয়—ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা কেন্দ্রিকতা প্রবল থাকার কারণে বিস্তারিত জ্ঞানস্পৃহা মেটানোর মত সময় ও মানসি-

কতা দুই-এরই অভাব রয়েছে। এছাড়া, অর্থ-সামাজিক অবস্থাও রয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা আজও মনে করেন না যে গ্রন্থাগারিক তার শিক্ষা গ্রহণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৭ কর্তৃপক্ষের অনুৎসাহ—

গ্রন্থাগার সম্পর্কে কম কলেজেরই মত উদার। যে সমস্ত কলেজের গ্রন্থাগার কিছুটা উন্নত সেগুলি হলো উচ্চবিত্তদের কলেজ এবং সরকারী ও আধা সরকারী কলেজ। বাকী অধিকাংশ প্রাইভেট কলেজগুলির কর্তৃপক্ষের ধারণা নিয়ম রক্ষার গ্রন্থাগার। সব ক্ষেত্রে অর্থাভাবই কারণ নয়। যেমন সিটি কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলেজ। এদের উন্নত মানের গ্রন্থাগার করার সামর্থ নেই একথা বলা যায় না। কারণ বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ এসেছে যে গ্রন্থাগারের অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যয়িত হয়েছে। এদের অনুৎসাহের কারণ কি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৮ যোগ্য গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব—

গ্রন্থাগার ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে আকর্ষণীয় করার প্রধান দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীর। কিন্তু কলেজগুলিতে উপযুক্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারকর্মীও যেমন রয়েছেন অপর দিকে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা নেই এরকম কর্মীর সংখ্যাই প্রবল। তাছাড়া সীমিত সামর্থে যেটুকু আকর্ষণীয় করা যেতে পারতো সে কাজটিও করা যাচ্ছে। ছাত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার পরিবর্তে, বা ছাত্রদের সমমর্মীতার পরিবর্তে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ গ্রন্থাগারিক যদি নিয়তর কর্মীর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন তবে গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে ছাত্রদের মানসিকতায় উন্নত ঘটানো কতটা সম্ভব হবে বলা মুস্কিল। গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মী বৃত্তি মূলতঃ হলেও অধিকাংশই 'গ্রন্থাগারের পরিবর্তিত উদ্দেশ্য ও ভূমিকা' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ফলতঃ বিভিন্ন অবস্থায় তার মানসিকতার প্রভাব বিস্তার করছে যথেষ্ট ভাবেই। এছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীর বেতন ও পদমর্যাদা কলেজে এমন নয় যে তাঁদের কার্যকলাপে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে। অবস্থার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীরা দায়ী নন, দায়ী আর্থ-সামাজিক কাঠামো সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্কট।

৯ আর্থিক সঙ্কট—

এছাড়া যে সঙ্কট সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে—সে হলো কলেজগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থা। যার ফলে ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ সুস্থিরভাবে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। এর সঙ্গে জড়িত কায়েমী স্বার্থে প্রভাব।

শিক্ষার সঙ্কট

কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক উপ-ব্যবস্থা। স্বভাবতই কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটে অধিকাংশই দেশের শিক্ষা সঙ্কট থেকে উদ্ভূত—এবং এর প্রভাব সর্বগ্রাসী। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সঙ্কট পরিদৃশ্যমান তার বীজ নিহিত রয়েছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়। বিস্তারিত আলোচনা না গিয়েও শিক্ষা সঙ্কটের কয়েকটি উদাহরণ-এর উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা স্থায়ী সমাধান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে নয়—অন্যত্র অন্য কোথাও—

১ দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী সৃষ্ট কাঠামোর উপর ভারতীয় প্রলেপ। যে উদ্দেশ্যে তারা শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করেছিল সে উদ্দেশ্য আর নেই অথচ ব্যবস্থাটা রয়ে গেছে। আমাদের দেশের শিক্ষা যা হওয়ার কথা জাতীয় শিক্ষা সে দিকে যায় নি ফলে শিক্ষার বিস্তার উপর মহলের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এইভাবেই ব্যাপারটি চলছে।

২ বহু শিক্ষা উপেক্ষিত থেকেছে—নিম্নতম বিদ্যালয়েও বলে পড়ার (Drop out) এর সংখ্যা প্রবল। স্টেটসম্যানে বিশেষ 'পাউচটি ঘুরিয়ে গেলে আর ফুল থাকে না'। দেশের সত্যভাষ লোক আজও নিরক্ষর প্রভৃতি উদাহরণ। সংবিধানের ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপলে ১৯৬১ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত নিরক্ষরকে সাক্ষর করার নীতি থাকলেও কাগজেই রয়ে গেছে। পঞ্চম শ্রেণী অবধি পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার

আগেই অর্ধেক ছাত্র স্কুল ছেড়ে দেয়। তিন চতুর্থাংশ অষ্টম শ্রেণী শেষ করার আগেই স্কুল জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। জন সংখ্যার হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমে যাচ্ছে

৩ দেশে প্রায় দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিজ্ঞানী কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে—এমনই সরকারের (The Statesman date 15. 3, 79. P 7 Col. 4-3. আরও বলা হয়েছে ১৯৮২-৮৩ সালে তিন লক্ষ বিজ্ঞানী, আট হাজার ইঞ্জিনিয়ার এবং ৬৫০০ ডাক্তার কর্মহীন হবেন। এ ছাড়া অসংখ্য শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। অভিভাবকদের 'উচ্চ শিক্ষায় চাকুরী'-এ তত্ত্ব আর খাটছে না।

৪ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান আমাদের দেশের ব্যাপক জনসাধারণের কাছে খুবই কম আসছে—এবং বিদেশী টেকনোলোজির নির্বিচার আমদানী, দেশজ কারিগরি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহের সৃষ্টি করছে—যদিও এদিকে সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয় (বৈজ্ঞানিকের সংখ্যার বিচারে) , বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান উভয়ই এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধার জন্য।

৫ ভারতবর্ষে দরিদ্র জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ (২১০০ ক্যালোরির নিরীখে) দারিদ্রসীমার নীচে—সে অবস্থার অবস্থার আশাতঃ পরিবর্তন ঘটছে না—কেননা ধনী আরও ধনীর হওয়ার দ্বারা অব্যাহত রয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে তার সমগ্র জনসাধারণকে খাওয়ানোর মত ধরবাড়ী তৈরী করার মত যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই ক্রয় হ্রাস পাচ্ছে, ফলতঃ আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে—নতুন শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছে না—ফলতঃ কর্মসংস্থান হচ্ছে না। দেশজ উৎপন্ন দ্রব্য আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় না হয়ে—বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানী হচ্ছে—চাল, চিনি, গম, মাছ প্রভৃতি যেমন ভোগ্য ও অন্যান্য আবার মানব সম্পদ যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি দক্ষ শ্রমিক। কার্যতঃ ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এক নূতন বাজারে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার—

এর থাবাই আসছে ট্রামে বাসে, শিক্ষালয়ে। বাঁচার তাগিদে শহরকে না চিনে সারাদিন চাকুরী চেষ্টা, প্রাইভেট টিউশনির ফাঁকে কলেজে ভর্তি—বই কম, ক্লিভিং হলে পড়ার সময় নেই, লোড-শেডিং ও ক্লিভিং কম নেই, বৈচিত্র্যহীন ক্লাশ বক্তৃতা, নোটবই পরীক্ষায় সাজেশন, টিউটোরিয়াল হোম, ক্লাশ না করে পার্সেন্টেজ, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর হুমকি—গণটোকাটুকি, প্রেসমার্ক বিকৃত রাজনীতির শিকার বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা—এক শ্রেণীর শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ কর্মচারীর অসাধুতা প্রভৃতিতে সমগ্র আবহাওয়া কলুষিত। যেখানেই সমাধান করার কথা চিন্তা করুক না কেন—কায়েমী স্বার্থ বিঘ্ন সৃষ্টি করবেই—এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করার একটা ব্যবস্থাই তৈরী হয়ে গেছে—সে পরীক্ষা হলে গণটোকাটুকি, না হলে তালচুর, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসমার্ক না হলে ঘেরাও ও তালচুর, তারপর পুলিশ, খবরের কাগজের অতিবিপ্লবী প্রচার—প্রভৃতিতে শিক্ষায় সুস্থ আবহাওয়া তৈরী করা যাচ্ছে না। তার বাড়াটা কলেজ গ্রন্থাগারের দরজায় আছড়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলন কতটা এগোবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অর্থনৈতিক দাবী যা রয়েছে তার একাংশের সমাধান হবে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নতুন অবস্থার সৃষ্টি হবে যতদিন এ ব্যবস্থা থাকবে। সুতরাং গ্রন্থাগারের অবস্থা, গ্রন্থাগার কর্মীর অবস্থা, গ্রন্থাগার পরিষেবার সম্পর্কে স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা করেই কলেজ চত্বরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল স্লোগান হওয়া উচিত 'শিক্ষা বাঁচাও'—এঁকে কার্যকরী করতে গেলে অন্ততঃ কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন—

১ ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার, পাঠাভ্যাস বাড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন

২ ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের দৈনন্দিন সমস্যার কথা মনে রেখে নানা ধরণের 'তথ্য সেবার' ব্যবস্থা কার্যকরী করা প্রয়োজন এবং সেই ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা—এবং তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করা

৩ ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকাংশের গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনীহার কথা স্মরণে রেখে 'পাঠক শিক্ষণ' ব্যবস্থা চালু করা এবং

ছাত্রদের সঙ্গে তার শিক্ষা আত্মাকে (যার যেটুকু আছে) বর্ধিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া

৪ কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অনুদানের বৃদ্ধির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ও U G C-র কাছে আন্দোলন করা—কলেজ বাজেটের ন্যূনতম ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৫ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রবেশের ইন চার্জ প্রথা বাতিল, গ্রন্থাগারগুলিতে আহ্বায়ক করে গ্রন্থাগার কমিটি চালু, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রাফ নিয়োগ (সংখ্যা ও মান উভয় ক্ষেত্রেই), প্রভৃতি নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের সহযোগিতায় গণ আন্দোলন গড়ে তোলা।

৬ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবীতে কলেজ কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশন, ও অন্যান্য স্তরের আন্দোলন গড়ে তোলা।

৭ কলেজ গ্রন্থাগারগুলির কার্যকারীতার মধ্যে সমতা আনার জন্য ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা।—ছাত্র সংখ্যার বিবেচনায়, আর্থিক অনুদানের বিবেচনায়, কর্মী সংখ্যা বিবেচনায়, পাঠকক্ষের আয়তনের ক্ষেত্রে, পড়ার সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভৃতি মান নির্ধারণ বিশেষ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষকের মতামত গ্রহণ প্রাথমিক স্তর।

মোটকথা গ্রন্থাগারকে পাঠকের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার কাজই প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

অনুবাদ সেবা ও ভারত

অলক ভট্টাচার্য্য
ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস, ধানবাদ

০ ভাষার প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ

ভারতের মত উন্নতশীল দেশের এটা খুবই প্রয়োজন বিশ্বের সমস্ত প্রকাশিত তথ্যকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় একে বাস্তবায়িত করা অসম্ভব কারণ বিশ্বের প্রকাশিত Literature-এর শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র ইংরেজী ভাষায় লেখা এবং ভারতের খুব অল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ অন্য বিদেশী ভাষা জানেন। গবেষণার কাজে নিযুক্ত কর্মীর আজকের দিনে প্রয়োজন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান কারণ তাহলে প্রবন্ধের নাম, অনুচ্ছেদের শিরোনাম, চিত্রের (figure) শিরোনাম ইত্যাদি তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করে নিতে পারে। তবুও বিশ্বের গবেষণার উপাদান (material) ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পেতে হ'লে প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত অনুবাদের।

Indexing ও Abstracting Journal এ বিভিন্ন বিদেশী ভাষার অবস্থান নীচের তালিকায় বোঝা যায়—

ভাষা	Engineering Index%	Chemical Abstract%	Physics Abstrat%	Biological Abstract%	Mathematical Review%
ইংরেজী	৮১	৫০.৩	৭৩.০	৭৫.০	৫৪.৮
রাশিয়ান	৩.১	২৩.৮	১৭.০	১০.০	২১.৪
জার্মানী	৮.৬	৬.৪	৪.০	৩.০	৮.৭
জাপানী	০.১	৩.৬	০.৫	১.০	০.৭
চীনা	০.০	০.৫	০.১	১.০	০.২
অন্যান্য	২.৭	৮.৫	১.৪	৭.০	৬.৪

১ ভারতে অনুবাদ সেবার অবস্থা

সরকারী পর্য্যায়ে বর্তমানে অনুবাদ সেবার কাজ করে থাকে মূলতঃ INSDOC ও IASLIC এবং আঞ্চলিক পর্য্যায়ে ISI (কলকাতা), ভারতীয় বিজ্ঞান সঙ্ঘ (ব্যাঙ্গালোর) ইত্যাদি। এই কয়েকটি সংস্থার পক্ষে কখনই ভারতের বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। স্বাভাবিক-ভাবেই অনুবাদ দেবার চাহিদা বেশী থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক সময়ে ঠিক Information থেকে ভারতের বিজ্ঞানীরা বঞ্চিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন সংস্থা / প্রতিষ্ঠান অনুবাদ সেবায় কি পরিমাণ ভূমিকা নিয়ে থাকে নিম্নলিখিত তালিকায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

ভাষা	Insdoc	Iaslic	Indian standard Institution Bangalore	Indian statistical Institute Calcutta
চীনা	হাঁ	হাঁ	না	হাঁ
ফরাসী	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হা
জার্মান	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ
হাংগেরীয়ান	না	হাঁ	না	হাঁ
ইতালিয়ান	হাঁ	না	হাঁ	হাঁ
জাপানী	হাঁ	হাঁ	না	হাঁ
পোলিস	না	হাঁ	হাঁ	না
পর্তুগিজ	হাঁ	হাঁ	না	হাঁ

ভাষা	Insdoc	Iaslic	Indian standard Institution Bangalore	Indian statistical Institute Calcutta
জার্মানীয়	না	হাঁ	না	হাঁ
রাশিয়ান	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ
স্পেনীয়	হাঁ	হাঁ	হাঁ	হাঁ
সুইডিস	হাঁ	না	না	না

২ আবরণ থেকে আবরণ (Cover-to-cover) অনুবাদ

রাশিয়ান ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকার আবরণ থেকে আবরণ অনুবাদ বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই অনুবাদ সেবা সংগঠনে রাশিয়ার ব্যবস্থাপনা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমেরিকার অনুবাদ সেবায় নিযুক্ত National Science Foundation Programme এর কার্যসূচী বিমুখী।

(ক) Domestic Translation Programme-দেশীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া।

(খ) Special Foreign Currency Science Information Programme—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকা অনুবাদের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এই সংস্থার সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয় ১৯৬৭ সালে। বিশ্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সেবা করার উদ্দেশ্যে (?) ইজরায়েলের সঙ্গে চুক্তি হয়। "Israel Programme of Scientific Translation." IPST মূলতঃ ইউরোপীয় ভাষার পত্রিকা ইংরেজীতে ও ইংরেজী ভাষার পত্রিকা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করে থাকে। ভারতে M/s Rupa & Co. IPSTর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৩ মৌখিক অনুবাদ (Oral Translation)

'একই বিষয় অন্য ভাষায়' বলাকে মৌখিক অনুবাদ বলে। "Paint me as I am, no wrinkle should be left, nothing should be added'—মৌখিক অনুবাদের মৌলিক নিয়ম। এই নিয়মে মূল বিষয়ের উপর বিস্তৃত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই অনুবাদকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধের শব্দ থেকে শব্দ (word by word) অনুবাদের বিকল্প বলে মনে করা যেতে পারে। Ready Reference Service এর মত এই প্রণালীতে অনুবাদক ও বিজ্ঞানী 'প্রবন্ধের সূচী ও উপযুক্ততা' নির্ণয়ে কাছাকাছি আসে। এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ উভয়েরই সময় ও শ্রম রক্ষা করে। সর্বোপরি অনুবাদককে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

যে সকল বিদেশী প্রযুক্তি বিদ্যা কুশলী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক ভারতে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে ভারতীয়দের যাঁরা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে এই নিয়ম ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪ সিদ্ধান্ত (Conclusion)

ভারতবর্ষে অনুবাদ সেবাকে উন্নত নিম্নলিখিত প্রস্তাবকে কার্যকরী করা প্রয়োজন।

(ক) আবরণ থেকে আবরণ অনুবাদের জন্য আরও অনুবাদ সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা।

(খ) প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা বিভাগের অধীনে 'Translation Bureaux' স্থাপন করা এবং অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

(গ) যে সকল সংস্থা আভ্যন্তরীন অনুবাদ সেবা করে থাকে যথা ONGC, ISI, Defence Service Organisation, CSIR এর National Laboratories ইত্যাদি তাদের কাজের/সেবার বিস্তার ঘটানো ও স্থানীয় অধিবাসীদের সুযোগ গ্রহণের সুবিধা করে দেওয়া।

(ঘ) অনুবাদ সেবাকে আরও বৈজ্ঞানিক করার জন্য INSDOC, IASLIC ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

(ঙ) প্রযুক্তি বিদ্যাগত অনুবাদের মূল্য কমানো

(চ) আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ সেবাকে অনতিবিলম্বে

শুরু করা এবং এ ব্যাপারে State Central Library উদ্যোগ গ্রহণ করা।

References :

1) Herald of Library Science. V. 9; 1970; P. 111—115

2) IASLIC Bulletin. V. 12; 1967; P. 305—21

3) Journal of Documentation V. 23; 1967; P. 117—30

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমে আগামী দিনের জন্য শিক্ষকদের একটি তালিকা তৈরী করা হবে। ভবিষ্যতে ঐ তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

শিক্ষক পদে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নীচের ছক অনুযায়ী তথ্য সমূহ জানিয়ে আবেদন পত্র করতে পারেন।

কার্যানির্বাহক সমিতি যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারী থাকবেন।

1. Name (Block letter)
2. Address :

3.1. Academic Qualification :

3.2. Professional Qualification :

4. Professinal experience (de-ails of in present & past position held and nature of work)
5. Membership of Profesional organigations, Year of obtaining membership and nature of instrument.
6. Publications (if any) on Libray Science.

আবেদন পত্র দাখিল করার শেষ তারিখ : ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৯। ৫।৭৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যারা আবেদন পত্র দাখিল করেছেন তাদের আবার আবেদন পত্র পাঠাবার প্রয়োজন নাই।

পি ১৩৪ সি. আই. টি, স্কিম ৫২
কলিকাতা-৭০০০ ১৪

হিরণ কুমার দত্ত
সম্পাদক
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

কাশীপুর ইন্‌স্টিটিউট

এবার কাশীপুর ইন্‌স্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিক নির্বাচনে যারা ১৯৭৯-৮১ সালের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীসরোজ বসু (সভাপতি), বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই গুহ, ও সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (সহ সভাপতি), গৌতম মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) ঘোষের রায়চৌধুরী, তপন বিশ্বাস, কবিন্দ্রপ্রসাদ নাথ (সহ সম্পাদক), চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ) গোপাল দে (গ্রন্থাগারিক), প্রভাস পাল, নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সদস্য) এবং স্বপন দত্ত (এক্স অফিসিও)। কাউন্সিলার উপস্থিত না থাকায় পদ শূন্য।

হাওড়া সেবাসঙ্ঘ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন (১৯৭৯-৮০) সাল।

সভাপতি	প্রফুল্ল গাঙ্গুলী
কার্যকরি সভাপতি	অনীম রায়
সহঃ সভাপতি	ঘুগোল কিশোর মণ্ডল
	মদনমোহন মল্লিক
	দিলীপ সরকার
	জগদীশ রায়
	অনিল কুণ্ডু
সাধারণ সম্পাদক	দেবকুমার দে
সহঃ সম্পাদক	সৌমেন বসু মল্লিক
কোষাধ্যক্ষ	প্রণব ঘোষাল

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁদোয়া

পাঠাগারের ৩০-তম বার্ষিক পূর্তি উপলক্ষে গত ১৩ই বৈশাখ ১৩৮৬, একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক হরিপদ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক শ্রীভাস্কাচার্য মাণ্ডী। সভার উদ্বোধন করেন সাংবাদিক সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক গোপালচন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদকীয় পাঠ করেন। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিলীপকুমার ঘোষাল পাঠাগারের দীর্ঘ ৩০ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করেন। এছাড়া ভাষণ দেন সাংবাদিক সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার সত্যানন্দ মজুমদার, বর্ষীয়া কে, কে হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক কানাইলাল গড়াই। সভায় সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কারও বিতরণ করা হয়। সভার বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

বঙ্গভারতী পরিষদ

বঙ্গভারতী পরিষদের (৩০তম) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব ১লা জুন '৭৯ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান প্রভাতফেরী নগরপরিক্রমা, পতাকা উত্তোলন ও সন্ধ্যায় আলোক সজ্জার মধ্য দিয়ে শেষ হয়

২রা জুন '৭৯ শনিবার ও ৩রা জুন '৭৯ রবিবার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নাটক "আর কারা নয়" এবং নৃত্যনাট্য "চণ্ডালিকা" সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করে। নাটক পরিচালনা করেন শচীন বসু এবং নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেন সঙ্গীতে শৈলেন সরকার ও নৃত্যে সন্ধ্যা মজুমদার। সম্পাদক ভাষণে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চাঁদিপরের সুপ্রাচীন যুব সংস্কৃতি সংস্থা হিসাবে বঙ্গভারতী

পরিষদের বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সভাপতির ভাষণে শৈলেনচন্দ্র বসু বলেন—অসমাপ্ত কাজ সমাপনের দায়িত্ব নবাগত নবীনদের গ্রহণ করতে হ'বে। তাদেরই আমাদের ভরসা ছিল। শ্রেণী বিভক্ত এ সমাজের অন্তত পরিবেশের প্রভাবে যুব সমাজ আজ বিভ্রান্ত। উদ্ভ্রান্ত এই যুব সমাজকে সুসংগঠিত করে এক প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা রচনা করার সুমহান দায়িত্ব ও আদর্শ যুবকদের উপর বর্তেছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপসমিতির পক্ষ থেকে শুভদাস ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভা

গত ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৭১) চুঁচুড়ার হুগলী জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পরিষদের হুগলী জেলা শাখার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থির হয় জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় রাজ্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের সমস্যাবলী বিষয়ে একটি আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সেই সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখতে আমন্ত্রণ জানানো হইবে। এই সভায় কলেজ ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের নানা রকমের অসুবিধা খতিয়ে দেখার জন্য একটি উপসমিতি গঠন করা হয়। হাওড়া এবং হুগলী জেলাতে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য এবং পরিষদের কর্মধারা আরও স্থিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে উক্ত জেলা দুটির পরিষদের শাখা সংগঠকদের নিয়ে একটি সমন্বয় কার্যটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভাপতি অনিলকুমার বসু।

গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন উপলক্ষে উৎসব :

পুরুলিয়া জেলা

গত ১০ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসাহে ও উদ্দীপনার মধ্যে বিজয় উৎসব পালিত হয়। অনুরূপ পুরুলিয়া জেলার দূর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা ব্যাপকভাবে জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মহাদেব মুখার্জী, এম এল এ; প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কমরেড স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মী সমিতির সভাপতি ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন গ্রন্থাগার আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীরা কিভাবে এই আইনের বলে উপকৃত হবেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখ্য কর্মসচিব শ্রীঅশোক বসু বলেন, বামফ্রন্ট সরকার এই আইনের মাধ্যমে কিভাবে গ্রন্থাগারকে গ্রামমুখী ও জনমুখী করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার আইন কোন তাৎক্ষনিক আন্দোলনের ফসল নয়—এর পেছনে বিগত প্রায় ৫০ বছরের এবং স্বাধীন ভারতে প্রায় ৩১ বছরের আন্দোলনের ফল। বিগত সরকার ৩০ বছরে যে দাবীর প্রতি কর্ণপাত করেন নি অথচ আর একটি সরকার মাত্র দু বছরে সে দাবীকে কার্যকরী করেন—এই দুটি ভঙ্গীর পার্থক্যের কথা অনুধাবন করতে বলেন। প্রধান অতিথি শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বামফ্রন্ট সরকার কাগজের সাথে সংযোগ রেখে কিভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার সমাজের উপরি কাঠামো (super structue) হলেও নতুন সমাজ গঠনে তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন হয়ে উঠবে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার থেকে তাঁদের ব্যক্তিগত ও বৃত্তিগত কাজে সাহায্য পাবেন—তিনি নিজেও গ্রন্থাগার থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনে যথা, কো-অর্ডিনেশন কমিটি এ, বি, টি, এ, এ বি পি টি এ, এস এফ আর, ডি ও ওয়াই এফ প্রভৃতি প্রতিনিধিরা সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি তাঁর অভিভাষনে বলেন, গণ আন্দোলনের মাধ্যমেই এই গ্রন্থাগার আইনের জন্ম। বামফ্রন্ট সরকার সভার আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপকার। প্রতিবদ্ধকতা অনেক। ভবিষ্যত আইনের যেসব ত্রুটী দেখা দিবে আমরা বিধান সভার আপনাদের অভিজ্ঞতা নিয়েই তা সংশোধন করার চেষ্টা করব। শ্রীবিশ্বনাথ কোলে সভার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরেও ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদযাপনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহ্বান জানাচ্ছে। ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য যে গ্রন্থাগার আন্দোলন এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে তার নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

এই বছর গ্রন্থাগার দিবস গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দীর্ঘ ৫০ বছরের দাবীর প্রতি মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং রাজ্য ও জেলা স্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই সব উদ্যোগ-গ্রহণ করার ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

এই বছরের গ্রন্থাগার দিবসে এবং গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে এক পক্ষ কাল ধরে কেন্দ্রীয়ভাবে, জেলাস্তরে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনসভা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে যে সব বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে তা হ'ল :

১ বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন এবং সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

২ বিনাচাঁদার জনমুখী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

৩ প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪ প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

৫ শিক্ষা কমিশনের (কোঠারি কমিশন) সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়) বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

৬ প্রতি স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন (মহার্ঘভাতা ও অবসরকালীন সুবিধাসহ) ও মর্যাদা দিতে হবে এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

বিভিন্ন জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা বিষয়কমন্ত্রী, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, সংবাদপত্র এবং পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২.১১.৭৯

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ও জনসভা

স্থান—ষ্টুডেন্টস হল (কলেজ স্কোয়ার) সময়—অপরাহ্ণ ৪টা

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাঁপা অংশের সাইজ ২০ × ১৪ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৩৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বৃত্তিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

Annual Price Rs. 15·00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 29 : No. 5-6

August-October, 1979

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the Advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

1 2 N 1979

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association. Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Arun Ray

Associate Editor : Asitabha Das

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১-৮ ॥ গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা ॥ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

॥ সূচী—॥

সম্পাদকীয়

এ. বি. এম. শামসুদ্দৌলা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গ্রন্থাগার

সত্যব্রত সেন—বিগত পনের বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

স্বপন বাগচী—উত্তরবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন

ওঙ্কারনীকুমার ঘোষ—আজকের পাঠক ও তাঁর রুচি

গ্রন্থাগার সংবাদ

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠন··· ১১

পুস্তক আলোচনা ২৫

সম্পাদক সমীপেষু ২৬

পরিষদ কথা : ৪৪-তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ১৯৭৯-৮০ সালের কর্মকর্তা ইত্যাদি ২৮

The West Bengal Public Libraries Bill, 1979 105

W.B. Govt. Order Regarding Revision of Pay Scale of Librarians of Govt. Colleges 115

CALCUTTA UNIVERSITY INSTITUTE LIBRARY

বার্ষিক চাঁদা—১৫·০০ সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা—১.৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায়	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : রঙ্গীন মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১৫০	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৪ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৯

ফোন : ৪৪-৮৭৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—৯·০০

ডঃ আলিতা ওয়েদেরার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

রাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১। মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদক ও গৃহীত প্রস্তাব সমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৭-৮ | সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী | কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বামফ্রন্ট সরকার

স্বাধীনতার পর থেকে, প্রায় ৩০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তেমন উন্নতি দেখা যায়নি। পঞ্চাশ দশকে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্যাণে ভারতে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও কিছু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল বটে; কিন্তু গ্রন্থাগারগুলি দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। দিনের পর দিন সমস্যা বেড়েছে, সমাধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা কোন সরকার করেন নি। কিন্তু এবার রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর, মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যার ফলে হতাশাগ্রস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার ব্যবহারীদের মনে বেশ আশার সঞ্চার হয়েছে। নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, বর্তমান সরকার এ রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঠিক উন্নয়নে উৎসাহী। তাই আমরা দেখতে পাই :

১ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ ও সুসংবদ্ধতা আনয়নের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ উপলক্ষে ১৩ মার্চ '৭৯ তারিখে ১০ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির কাছ থেকে খসড়া বিল পাওয়ার পর, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নিরীক্ষার মাধ্যমে কিছু সংশোধন করে গত ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তারিখে বিধান সভায় The West Bengal Public Libraries Bill, 1979 বিনা বাধায় গৃহীত হলো। বিধান সভায় বিলের আলোচনাকালে গ্রন্থাগার মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে বলেছিলেন—'সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করাই এই বিলের উদ্দেশ্য. শুধু তা-ই নয়, এই বিল গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে।' ইতিপূর্বে কোন সরকার গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এতটা অনুভব করেছিলেন কি?

২ সরকার নীতিগতভাবে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নূতন বেতনক্রম প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে বিষয়টি সুবিবেচনার জন্য বেতন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন। এবং কিছু অন্তর্বর্তীকালীন ভাতাও দিয়েছেন।

৩ গত বছর (১৯৭৭-৭৮) রাজ্য সরকার স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ও আসবাবপত্রাদি কেনার জন্য অতিরিক্ত ৩,৫০০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।—প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগার অতিরিক্ত ৩০০০ টাকা ও শহর এবং মহকুমা

গ্রন্থাগার অতিরিক্ত ২০০০ টাকা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ১০০০ টাকা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি ৩০০ টাকা করে পেয়েছেন। উল্লেখ্য, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পূর্বে সরকার থেকে সরাসরি বই ইত্যাদি কেনার জন্য কখনও সাহায্য পায়নি।

৩ ১৯৭৭-র আগে যে সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মী অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন, বর্তমান সরকারের সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের জন্য তাঁরা প্রায় সকলেই চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন।

৪ ১৯৭৭-র পূর্বে জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিতে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের নেওয়া হতো না। ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেন। বর্তমান সরকার বৃত্তিকুশলীদের নিয়ে জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন।

৫ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার সংগঠনগুলির বহু অভিযোগ ছিল। বর্তমান সরকার যে সমস্ত অভিযোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি পুনর্গঠন করেন এবং এক বছরের জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। এর ফলে রাজ্যের বহু সাধারণ গ্রন্থাগার মোট ৪ লক্ষ টাকার (সরকার ২ লক্ষ + ফাউণ্ডেশন ২ লক্ষ টাকা) বই সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিপূর্বে ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য পুস্তক ক্রয় বন্ধ ছিল।

৭ এ বছরের জন্য (১৯৭৯—৮০) বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সরকার আসার পূর্বে বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় কখনই এক কোটি টাকার কম ছাড়া বেশি হয়নি। এ বছর বামফ্রন্ট সরকার ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৫'৪৬ কোটি টাকা। এবং এ ব্যয় যাতে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়, তার জন্য সরকার গত ২৮-২৯ জুলাই ১৯৭৯ তারিখে রাজ্যের গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাঁদেরকে নিয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন।

৮ তা'ছাড়া বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ১৯৮০ সালের মধ্যে রাজ্যে ১৬০-টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ৬৩টি মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ ছাড়া, কলকাতায় একটি Calcutta Metropoliton Public Library বহু অর্থ ব্যয়ে স্থাপন করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত জায়গার সন্ধানও বর্তমানে চলছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং জনদরদী বামফ্রন্ট সরকারের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কিছু কিছু দাবী আজ সুরাহা হতে চলেছে। এটা আনন্দের কথা। তবে একথা ভুললে চলবে না যে একমাত্র সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই এ রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গ্রন্থাগার

এ. বি. এম. শামসুদ্দৌলা

[লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ. লিব. প্রাপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম. এ. এবং আইনের ডিগ্রি-ও লাভ করেছেন। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে লাইব্রেরী স্টাডিজ-এ এম. এ. ডিগ্রি নিয়েছেন। ইনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র ছিলেন এবং পরিষদের আজীবন সদস্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্তমানে ইনি ঢাকার 'কাউন্সিল ফর ইসলামিক স্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ'-এর সভাপতি।]

১৯৭১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে জন্ম নেয়। বাংলাদেশে Modern Librarianship বা আধুনিক গ্রন্থাগারিকতার প্রয়োগ, প্রবর্তন ও অনুশীলন খুব বেশী দিন আগে যদিও শুরু হয় নাই তবু একথা সত্য যে, শুধু যে পুরোনো গ্রন্থাগারগুলোকে নূতন করে ঢেলে সাজাবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে তাই নয় বরং দেশে বহু নূতন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে এবং সেগুলো সর্ববেশী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মত নিয়মে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার :

আধুনিক গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে দেশের সবচেয়ে পুরাতন মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার হচ্ছে ঢাকা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত)। দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১৯২০ সালে স্থাপিত, গ্রন্থপত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষের বেশী)। পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকাসহ বাংলাদেশ কারিগরী ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মৈমনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এসব গ্রন্থাগারগুলোর সব কটাই বেশ সমৃদ্ধ এবং উন্নতমানের। সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে খুলনায় একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যশোরের ভুটিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগীয় সদরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

বাংলাদেশে ছয়শোর বেশী নানা ধরনের মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এসব মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান বইপত্র এবং বিরল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। দেশে বেশ কিছু উন্নতমানের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার রয়েছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার :

১৮৫৪ সালটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সাল। এই সালে বগুড়ায় উড়বার্ন সাধারণ গ্রন্থাগার, রংপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, যশোহর সাধারণ গ্রন্থাগার ও বরিশাল সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে জেলা ও মহকুমা পর্যায় বহু বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। দেশে ১২৩টির বেশী বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বাৎসরিক অনুদান পাচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি উন্নতমানের সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত। অদূর ভবিষ্যতে রাজশাহী শহরে আর একটি সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার খোলা হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী শহরে বিদেশী দূতাবাস পরিচালিত কিছু সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার ও আমেরিকান কালচারাল সেন্টারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ গ্রন্থাগার :

দেশে একশোর বেশী ছোট-বড়-মাঝারী গোত্রের বিশেষ

গ্রন্থাগার রয়েছে এবং এদের সংখ্যা এবং ব্যবহার দিন দিন দ্রুত বাড়ছে। রাজধানী ঢাকায় এদের সংখ্যা সব চাইতে বেশী। বিশেষ গ্রন্থাগারের সংখ্যা শুধু যে বাড়ছে তাই নয় বরং এই গ্রন্থাগারগুলো দ্রুত বড় বড় গ্রন্থাগারে পরিণত হচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার :

ঢাকায় ডাইরেক্টরেট অব আরকাইভস এ্যাণ্ড লাইব্রেরীজ বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল লাইব্রেরী নামে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল সায়েন্স লাইব্রেরী নামে আর একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরী নামে কৃষির একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ চলছে।

গ্রন্থাগার আইন :

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন আজ পর্যন্ত প্রবর্তন হয় নাই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সরকার এই আইনের প্রবর্তন করবেন।

গ্রন্থাগার জরিপ :

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭০ সালে পাকিস্তান লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রকার গ্রন্থাগারগুলোর একটি জরিপ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিল দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন করার জন্য একটি জরিপ কাজ শেষ করেছেন। এই জরিপ কাজের রিপোর্ট এখনো প্রকাশিত হয় নাই। তবে আশা করা যায় রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে দেশের গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান অবস্থা আরো পরিষ্কার ভাবে জানা যাবে।

পেশা ভিত্তিক সমিতি / পরিষদ :

বাংলাদেশে সাতটি গ্রন্থাগার সমিতি/পরিষদ কাজ করছেন। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (১৯৫৫ সালে স্থাপিত) দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার সমিতি এবং COMLA ও IFLA-এর সভ্যভুক্ত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ :

বাংলাদেশে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে (১) স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (২) এম, এ, প্রিলিমিনারী (৩) এম, এ, ফাইন্যাল এবং (৪) এম, ফিল্ কোর্স চালু আছে। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ, ইন্টারন্যাশনাল বিজিনেস একাডেমী, রাজশাহী গ্রন্থাগার সমিতি, খুলনা জেলা গ্রন্থাগার সার্টিফিকেট কোর্স চালাচ্ছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশান অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড বিবলিওগ্রাফার্স, নির্ঘণ্ট ও প্রদর্শনী প্রণয়ন সম্বন্ধে কোর্স শুরু করেছেন। ঢাকায় বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সটেনশন এ্যাণ্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট, উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক গ্রন্থাগারিকদের জন্য ছয় সপ্তাহ মেয়াদী একটি কোর্স ১৯৮১ সাল থেকে চালাচ্ছেন। ঢাকা ও খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে একটি ঐচ্ছিক পত্র পড়ান হচ্ছে।

গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা :

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগারিকদের প্রফেসরের বেতনক্রম ও পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এবারের বেতন কমিশন তাঁদের জন্য দু'রকম বেতন ক্রম (প্রফেসর ও এসোসিয়েট প্রফেসরের বেতনক্রম ও পদমর্যাদা) সুপারিশ করেছেন। সরকারী মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক গুলোতে গ্রন্থাগারিকরা প্রভাষকের বেতনক্রম ও পদমর্যাদা ভোগ করে আসছেন। বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে অনেক বৈষম্য ও অসঙ্গতি দেখা যায়। মোটকথা বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মচারীদের বেতনক্রম ও পদমর্যাদা (দু একটা জায়গা ছাড়া) সন্তোষজনক নয়। দেশে বহু উচ্চ শিক্ষিত ও বিদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বৃত্তিধারী আছেন কিন্তু তাঁরা যথাযথ মর্যাদা ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না।

শেষ কথা :

আমার মতে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারগুলোর এবং গ্রন্থাগার

কর্মীদের উন্নতি সাধন তেমন হচ্ছে না তার কারণ হল (১) দেশে নিরক্ষরতা ও দেশের শতকরা বহন শিক্ষা ব্যবস্থা (২) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি শিক্ষিত ও তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের এবং আমলাদের অবজ্ঞা ও অনুৎসাহ ; (৩) দেশের সর্ব শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব এবং এক কথায় ; (৪) জোরালো এবং সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের অভাব,...ইত্যাদি। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা রয়েছে অনেক এই সব সমস্যার অনেকগুলোর সমাধান হতে পারে যদি —(১) গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও ব্যবহারকারীকে ভাল কাজ দেখিয়ে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নতির দিকে আকৃষ্ট করতে পারা যায়। সর্বোপরি (২) দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হয় এবং দেশে জোরালো গ্রন্থাগার আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারা যায়।

তথ্য পঞ্জী :

Husain, Ahmad. "State support for libraries and librarians." *The Eastern Librorian.* Vol. 3, March 1969.

Khan, M. Siddiq. "The library situation in Bangladesh ; yesterday, today and tomorrow." *The Eastern Librarian,* Vol. 7, No- 1, January, 1973.

Khorasani, S.S.M.A. Courses in library Science Dacca : Dacca University, 1966. M. A. Thesis. Typewritten).

Shamsuddoulah, A. B. M. Introducing Bangladesh through books :- a select bibliography with introductions and annotations. Dacca : Great Eastern Books, 1976.

—ed. Pakistan Library Directory : 1970 : a classified list of libraries in akistan with personnel and statistical data : a list of major publishers and booksellers, a bibliography of Pakistan Librarianship and an area index Dacca : Great Eastern Books, 1970.

Siddique, Abu Bakr. "Libraries and Librarianship in Bangladesh." *The Eastern Librarian.* Vol. 6, Nos. 3-4 March-June, 1972

Syed, Mohammad Abu. Public libraries in East Pakistan, Yesterdey and today. Dacc : Green Book House, 1968.

রচনাবলী গ্রন্থমালা

গিরিশ রচনাবলী

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমস্ত রচনা পাঁচ খণ্ডে সঙ্কলিত। প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা—ডঃ রথীন রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। অন্য খণ্ডগুলির সম্পাদনা : ডঃ ভট্টাচার্য। জীবনী ও সাহিত্য সাধনা আলোচিত ও কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট। প্রতি খণ্ড ২৫·০০ টাকা।

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) তিন খণ্ডে সঙ্কলিত। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। প্রতি খণ্ড ৪০·০০ টাকা।

মধুসূদন রচনাবলী

ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, জীবনী ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত। ২২·০০ টাকা

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

বিগত পনের বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

সত্যব্রত সেন

পশ্চিমবঙ্গে বিগত পনের বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রকৃতি তৎপূর্ব গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রকৃতির থেকে বিস্তর। এই অধ্যায়ের সূচনা থেকে গ্রন্থাগারকর্মীরা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও নিজেদের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সূচনা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংবিধানের একটি অন্যতম পরিবর্তন। সে পরিবর্তনটি যে যে বিষয় নিয়ে পরিষদ আন্দোলন করবে তার মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা নিয়ে আন্দোলনের বিষয়। পরিষদকে যারা শুধুমাত্র বিদ্বজ্জন সংস্থা হিসাবেই ধরে রাখতে চেয়ে আন্দোলনের কথা ভাবতেন তাঁদের কিছুটা পিছু হটতে হলো।

পাশাপাশি আরো একটি ঘটনারও উল্লেখ করতে হবে এই প্রসঙ্গে। গ্রামে গঞ্জে বা মফঃস্বলে ইতিমধ্যে যে একদল গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগারের কাজকে-জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে ফেলেছেন, তারাও সংগঠিত হয়ে পঃ বঃ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ছায়াতলে দলমুক্ত নির্বিশেষে মিলিত হল। তারা বুঝলো, এতদিন যে ধারায় গ্রন্থাগার আন্দোলন চলছে তার মধ্যে যতটা বহৎ ইচ্ছা রয়েছে তাকে বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে তীব্রতা অনেকখানি।

তাঁদের মনোভাবের একটা অগ্নি পরীক্ষাও হলো ১৯৬৭ সালের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধিত এক কার্যকরী সমিতির সভায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি কক্ষে শ্রীযুক্ত প্রমীল চন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেদিনের সে সভায়, বিরোধী বক্তব্যকে নস্যাৎ করে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিছিল করে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাওয়া ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের দাবী দাওয়া সরকারকে জানাবার সিদ্ধান্ত হয়। সেটি ছাড়তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। সেদিন যারা এই কর্মসূচীটি গ্রহণের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মত পরিবর্তন করলেও বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে অনেকে এখনও পারেন নি। এবং তাঁদের সঙ্গে সমস্রোতা করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এখনও চলতে হচ্ছে বলে, আজও গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন তথা গ্রন্থাগার আন্দোলন যে বহুদূর প্রাগ্রসর হয়েছে একথা স্বীকার করা ভাল। সেদিন গ্রন্থাগার কর্মীদের মিছিলের সহযোগী ছিলেন, কলেজ-শিক্ষক সম্প্রদায়, তাদেরও সেইটি প্রথম মিছিল। আজ কলেজ-শিক্ষক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতি গ্রন্থাগার কর্মীদের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা তাঁরা সেদিনের সাফল্যকে যথাযথ মূল্য দিয়েছেন—গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব আজও দিয়ে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারায় তার উন্নতি মন্থরগতি।

তবুও গ্রন্থাগার আন্দোলনে কিছুটা সাফল্য এসেছে, যেমন, এই ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন। প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের তুল্যমূল্য ভাতাদি সরকারী কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে পাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক বেতন কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মীরা চতুর্থ শ্রেণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েও আমরা তার উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মর্যাদা নিয়ে যদি পারতাম, তাহলে বোধহয় আজও গ্রন্থাগার কর্মীগণত তথা গ্রন্থাগার আন্দোলন যে সংশয় গ্রস্ত তা বোধহয় দেখাই যেত না।

আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার যে উদার ভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে, পূর্বেকার তুলনায় এই ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেট প্রায় দু'গুণ টাকার বরাদ্দ করেছিল, তার অর্ডারের উপর আজ উঠে, যেতো না। আশঙ্কা এই '৭৯-এর ডিসেম্বরেও থাকছে যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের তথাকথিত বহৎ উদ্যোক্তার ধ্বজাবাহীদের সাবেকী বিবেক ও সাবেকী

চলাকে সংহত করতে না পারলেও এই অর্থ বাজেট বছরের দুই পঞ্চমাংশই মাসের ভোগেই চলে যাবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। এই এক বছরেই রামকৃষ্ণ সরকার কর্তৃক ১০০০টি নতুন গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ৬০টি নতুন শহর গ্রন্থাগার প্রবর্তন এবং সরকারী বেসরকারী সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক নিয়মিত অনুদান পূর্বেকার তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থাকলা ও ম্লান হয়ে যাবে। তাই, এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সঠিক পথ চিনে নিতে হবে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান শরিক, গ্রন্থাগার কর্মীদের। খুব কঠিন এই কাজটি দ্রুত করতে হবে। সাধারণের গ্রন্থাগারিক কর্মী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সকলের ক্ষেত্রেই এই বক্তব্য সমান প্রযোজ্য। দ্বিধা সব কাজের অসফলতার কারণ।

আরও কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করতে অনুরোধ করি। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ধ্যান ধারণাপুষ্ট ছিল এবং অনেকাংশে এখনও আছে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রটি। স্ব-শিক্ষায় ও আজীবন শিক্ষার ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ। তাকে গ্রন্থাগার স্তরের বেড়িতে আটকে রাখবার প্রচার চলেছিল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে, গ্রন্থাগার স্তর ব্যবস্থা বাদ দিয়েই যে গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হতে পারে, তাকে স্বীকার করিয়ে নিতে যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল তা অতি সত্য ঘটনা। সাবেকী বিবেক সেদিন আর একবার আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ যে গ্রন্থাগার আইন পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রণীত হয়েছে, তাতে গ্রন্থাগার স্তর ব্যবস্থা রদ হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নের জন্য সাধারণ রাজস্ব থেকে অর্থ বরাদ্দ বাধ্যতামূলক সাধারণ মানুষ আশা করছে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেও ভুল হবে, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার নামে, বছরে একটি করে দুদিনের জন্য কোন মফঃস্বল শহরে বা গ্রামে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন করা ছিল একমাত্র কর্মসূচী। সেখানে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংহত করার জন্য সংগঠন বাড়িয়ে তোলার কথা শিকেয় তুলে রাখা ছিল। ১৯৭১ সালে, সে ব্যবস্থাটির রদ করতে গিয়ে ভোটাভুটিতে যেতে হয়েছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (বৃহত্তর অংশের সমর্থন নিয়ে) তেরটি জেলায় সংগঠন গড়ে তোলা হল। কিন্তু ব্যবস্থাপনকারীদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে গিয়ে, আজও সেইসব সংগঠন খোঁড়া, আবার নতুন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংবিধান সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে। এখন যদি সত্যিকারের কোন সাফল্য লাভ ঘটে তবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশ সমগ্র গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে সাবেকী বিবেক পন্থীরা কতটা পথ ছাড়বেন। কিন্তু পথ ছাড়তে বাধ্য করার আন্দোলন জোরদার করতে না পারলে, অপব্যয় বাড়বে এবং সে অপব্যয় সামাজিক অপব্যয়ের সামিল।

তৃতীয় একটা ঘটনারও উল্লেখ করি। গ্রন্থাগার কর্মীরা এখনও আশানুরূপ সচেতন হতে পারেন নি। সে সচেতনতা, নিজেদের অস্তিত্ব বিষয়েই হোক কিংবা সামাজিক সচেতনতাই হোক না কেন। ফলে, সুযোগ ঘটছে, এই কর্মী সমাজের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার। এই দুই বীজ বপনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিছু কিছু শরিকও আন্দোলনের বাইরের কিছু লোকের সঙ্গে সুর মেলাতেও কসুর করছেন না, গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার চালাতে অযোগ্য ইত্যাদি বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। এইসব চিন্তা যে ভুল চিন্তা, জনসাধারণের সেবাই যে গ্রন্থাগার কর্মীর প্রধান ব্রত এবং তাকে সর্বত্র সমভাবে অনুকূল রাখার জন্যই যে নতুন ব্যবস্থা প্রয়োজন তা বোঝাবার চেষ্টা করার ক্ষেত্রে অনেক ব্রত। গ্রন্থাগার কর্মীরা ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা চাইছে না, তা বলতে দ্বিধা যাদের তাদের গ্রন্থাগার আন্দোলন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাখার আন্দোলন যুগপৎভাবে করতে হবে, জনদরদী গ্রন্থাগার কর্মীদের। কয়েকজন দুর্বল গ্রন্থাগার কর্মীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এই যুগপৎকে নস্যাৎ দিতে যারা চেষ্টা করবেন তাদের রুখতেই হবে।

চতুর্থ একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করতে হয়।— পশ্চিমবঙ্গে জেলায় জেলায় জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ আছে। কিন্তু সেখানে গ্রন্থাগারিকদের কোন প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হতো না, যদিও গ্রন্থাগার বিষয়ে অনেক সিদ্ধান্ত নিতেন। এবার বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালেই সেখানে তিনজন করে প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধি নিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যস্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে, যেখানে গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধিরাও স্থান পেয়েছেন। এটা একটা বড় রকমের মর্যাদা পাওয়া সন্দেহ নেই। কিন্তু জেলায় জেলায় ঘুরে বুঝেছি, গ্রন্থাগার জগতে এর জন্য যেন তেমন গর্ববোধ নেই। এই না থাকার কারণটি মনে হয়েছে সেই সাবেকী প্রথায় চলার কেন্দ্রীয় বোঁকটি জেলাতেও প্রবাহিত করে দেওয়া হয়েছে। পারস্পরিক যোগাযোগও সময়সাপেক্ষ। পর্ষদের অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের কাছে কিভাবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাদি তুলে ধরতে হবে ও সমাধান চাইতে হবে, সেই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির করে দেওয়া হয়নি। সব জেলার এইসব গ্রন্থাগারিক পর্ষদ সদস্যের মিলিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হলেই এগুলি নীতি পদ্ধতি গড়ে উঠতো সন্দেহ নেই। এই লাগাম ছাড়া ব্যবস্থার জন্যও বিধিবদ্ধ নেতৃত্বকে দায়ী করা হয় বোধহয় ভুল হবে না।

উপসংহারে বলি, ১৯৭৬ সালে ভারত সভা হলে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষণ উত্তেজনাকারী বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছিল, আগামী দশ বছরের মধ্যেই নতুন গ্রন্থাগার আন্দোলনে শরিকরা—যার প্রধানতম শক্তি গ্রন্থাগার কর্মী, তারা তা বাস্তবায়িত করবে এবং সে প্রতিশ্রুতি বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-কথা মনে রেখেই বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলন চলছে এবং চালাতে হবে—এ কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের যে, বহু ভাবনা মহৎ ভাবনার ছদ্মবেশে, আমাদের সমঝোতা করে চলার নীতিকে আশ্রয় করে বন্ধুর ছদ্মবেশ নিয়ে নতুন চরিত্রের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পথ চলাকে বন্ধুর করে তুলতে পারে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ গ্রন্থাগার কর্মীর আন্দোলনের চাপে, সত্যিকারের প্রগতিশীল ঐক্যবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিকদের চাপে, ওদের নিষ্ক্রিয় করার প্রতিজ্ঞা ও উদ্যম সজাগ রাখতেই হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সদস্য ও গ্রাহকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে যদি কেহ সময়মত পত্রিকা না পান তবে স্থানীয় ডাকঘরে লিখিতভাবে জানাবেন এবং সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদে পাঠাবেন। সাধারণতঃ ইংরাজী মাসের মাঝামাঝি 'গ্রন্থাগার' প্রকাশিত হয়।

অভিযোগের লিখিত অনুলিপি পরিষদে না পাঠালে পরিষদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবপর নয়।

সম্পাদক
"গ্রন্থাগার"

উত্তরবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন

অর্পণ বাগচী
গ্রন্থাগারিক, শিলিগুড়ি কলেজ

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারত কেবলমাত্র স্মৃতি ও শ্রুতির যুগ, এধারনা সর্বৈব ভ্রান্ত। কারণ—মঠ, মন্দির, মসজিদ্ এবং ধনীদের গৃহে পুঁথি এবং পুঁথিশালা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সেই যুগে এইসব পুঁথি রাখার সংগ্রহশালাকে পুঁথিখানা, বিদ্যাশালা, গবেষাগার, কিতাবখানা, সরস্বতীমহল, ভারতী ভাণ্ডার, ধর্মগঞ্জ, জ্ঞানভাণ্ডার, প্রবালয় বলে অভিহিত করা হোত। তবে একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতেই সমস্ত প্রাচীন পুঁথি এবং সংগ্রহশালার ভার ছিল। অর্থাৎ সমগ্র মানবসমাজের কাছেই এই জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ ছিল। কালক্রমে মানুষের মনে চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং অধিকার-বোধ জন্মায়। তখন থেকে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মতো জ্ঞান এবং তথ্য আহরণের অধিকারকে মানবসমাজ একটি জন্মগত সামাজিক অধিকার বলে ভাবতে শেখে। ভাবনার এই সচেতন প্রয়াসকেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের উষা লগ্ন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯১১ সালে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াবের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ১৯১৪ সালে পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার স্থাপনের বেসরকারী উদ্যোগ দেখা যায়। তারপর ১৯২৪ সনে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য জনগণকে আহ্বান করেন। ১৯২৫ সনের ২০শে ডিসেম্বর এ্যালবার্ট হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি এবং সুশীলকুমার ঘোষকে সম্পাদক করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। এই স্মরণীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত। তারপর ১৯২৭ সনের ২রা জানুয়ারী ওয়াই, এম্, সি, এর ওভারটুন হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহদাতা বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা করলেন "মানুষ হইবার আদর্শ স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে গ্রন্থাগার হইতে।" ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার স্থাপন এবং প্রসারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এগুলি প্রধানতঃ জনগণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠতে থাকে। তার মধ্যে কোচবিহার জেলার রাজন্যবর্গের গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং পুস্তক ঐ গ্রন্থাগারে ছিল। শোনা যায়, সুন্দর বই বাঁধাইয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক আসত এবং প্রচুর মূল্যে বই বাঁধাই হত; পরবর্তীকালে গুরুত্ব বিবেচনা করে এই গ্রন্থাগারকে জেলা গ্রন্থাগার করা হয় এবং তারপরে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা সংস্কৃতির স্বার্থে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের মর্যাদা দিয়ে ইহাকে উত্তরবঙ্গ বাণীর গ্রন্থাগারে রূপে উন্নীত করা হয়। এইসব দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং গ্রন্থরাজির মধ্যে পরবর্তীকালে আচার্য জগদীন্দ্রনাথ শীলের মত পণ্ডিতদেরও আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া এই জেলার সাহিত্যসভা গ্রন্থাগার এবং হলদিবাড়ী পি. ডি. এন্. এম্. গ্রন্থাগারও প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। এই সময়ে শিলিগুড়ি শহরে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বর্তমানে তথাই ঘরসুন্দর মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় জলপাইগুড়ি জেলায় জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আর্য্য নাট্যসমাজ গ্রন্থাগার, কংগ্রেস পাঠাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর, এবং পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট এবং গঙ্গারামপুরেও কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বেশ কিছু লোক তখন গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠে। পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তব চেতনা এবং জাগ্রত জনমতের চাপে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও অনেক জনকল্যাণমূলক কর্ম-সূচীর সাথে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং তার অধীনে কতকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার

উদ্যোগ নেওয়া যায়। এতদিন প্রধানতঃ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের জন্য জনসমর্থনের উদ্যোগই প্রাধান্য পেয়েছিল, এবার থেকে গ্রন্থাগার উন্নয়নে সরকারী কর্মতৎপরতাও শুরু হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের মত অনগ্রসর অঞ্চলে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে আরও বহুলোক এগিয়ে এল। পরিকল্পনামত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হল। ফলে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আধুনিক গ্রন্থাগার সমাজ জীবনে আধুনিক প্রেরণারূপে দেখা দিল এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি অবহেলিত গ্রামজীবনে আশার আলোক বর্তিকারূপে দেখা দিল। যে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে এই কাজ শুরু হয়েছিল পরিকল্পনার ত্রুটির ফলে অচিরেই তা ব্যাহত হয়। সমস্যাজর্জরিত উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কোচবিহারে স্থাপিত হয়। কিন্তু, বাস্তবে তা জেলা গ্রন্থাগার পর্যায়ে থেকে গেল। সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সাথে জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উপযুক্ত যোগসূত্রের অভাব। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে যারা প্রভাবশালী এবং আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল তারাই প্রাধান্য পেল। ফলে গ্রামজীবনের গলাগলি নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা যেগুলি দূর হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল তাও হয়ে উঠল না। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের কথাও উল্লেখ করা দরকার। হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকাকে তরাই অঞ্চল বলা হয়। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কৃষিকর্মী এবং বেশ কিছু অংশ জুড়ে চা শ্রমিকরা বাস করে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের আরও একটি বিশেষ এলাকা আছে তাকে ডুয়ার্স এলাকা বলে। সেখানে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর লোকের বাস। এছাড়া কিছু উপজাতিও এ অঞ্চলে আছে। এদের মধ্যে টোটো এক বিশেষ ধরণের উপজাতি। এদের সম্পর্কে সরকারী স্তরে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চলছে। উত্তরবঙ্গের কৃষক এবং শ্রমিকেরা বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ফলে তাদের একাংশ বেশ সচেতন। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন আশানুরূপ ধারা রেখে উঠতে পারছে না। তার অন্যতম কারণ যাতায়াতের অসুবিধা। উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হচ্ছে পার্বত্য এলাকা। সেখানে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং ঐ অঞ্চলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ১৯৭১ সনে আদম সুমারী থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। প্রথমেই ধরা যাক, কোচবিহার জেলার কথা—ইহার আয়তন ১৩১৩'৯ বর্গমাইল, শহরের সংখ্যা ৬, গ্রামের সংখ্যা ১১৩৮, জনসংখ্যা ১৪,১২,১৪৮ জন, শিক্ষিতের সংখ্যা ৩,১০,৪৭৫ সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা ১৪। দার্জিলিং জেলার আয়তন—১,১৪৬'৬ বর্গমাইল, শহরের সংখ্যা ৪, গ্রামের সংখ্যা ৫৩৬, জনসংখ্যা ৭,৮৫,৬১৭, শিক্ষিতের সংখ্যা ৫,৫১,৯৪৪ এবং মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৯। জলপাইগুড়ি জেলার আয়তন ২৩৮২'৯ বর্গমাইল, শহরের সংখ্যা ৭, গ্রামের সংখ্যা ৭৪৪, জনসংখ্যা ১৭,৪২,১৭১ শিক্ষিতের সংখ্যা ৪,২৪,২৯১। গ্রন্থাগারের সংখ্যা মোট ৬৬টি। মালদহ জেলার আয়তন—১৩৯১'৯ বর্গমাইল, শহরের সংখ্যা ১, গ্রামের সংখ্যা ১৮০৩, জনসংখ্যা ১৬,১৪, ৫৭০, শিক্ষিতের সংখ্যা ২,১৬,৬১০ জন, মোট গ্রন্থাগার ৮৪টি। পশ্চিম দিনাজপুরের আয়তন ২০৬১'৯ বর্গমাইল, শহরের সংখ্যা ৬, গ্রামের সংখ্যা ৩,১০০ জনসংখ্যা ১৮,৯৬,২১৫, শিক্ষিতের সংখ্যা ৪০৫২০৩, মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৯৯টি। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলন কতখানি সহায়ক হতে পারে, এবার সেই আলোচনায় আসা যাক।

বর্ণমালা আবিষ্কারের পর নিরক্ষরতা মানব সমাজের এক বহু আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; —আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের তো কথাই নেই। উত্তরবঙ্গে সাক্ষরের হার অত্যন্ত কম। গত আদম সুমারীর মতে উত্তরবঙ্গে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১৬ জন। যারা সাক্ষর তারাও আবার চর্চার অভাবে বেশী দূর এগোতে পারে না। অধিকাংশ মানুষই এখানে গ্রামীণ জীবনে কৃষি

এবং ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের উপর নির্ভরশীল। আজকের এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে তথ্য সরবরাহ এবং তার সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের নব মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে কৃষি ক্ষুদ্র শিল্প এবং চা শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুপ্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমতকে সচেতন করতে পারে। দেশবিদেশের বিভিন্ন জায়গায় এগুলির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে সেই সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনস্বার্থমুখী করে তুলতে পারে। দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি সহজভাবে বোঝা যায়।—(ক) গ্রামের কৃষক গ্রন্থাগারে এসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আই. আর. এইচ., পদ্ম, জয়া প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল ধানের জমিতে কি সার দেব? গ্রামের জনস্বাস্থ্য শিল্প বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে পারে এবং সেগুলোর উত্তর বিভিন্ন কৃষি পত্র-পত্রিকা শিল্প সম্পর্কে সরকারী পুস্তিকা থেকে তথ্য নিয়ে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে তবেই মানুষ গ্রন্থাগারকে তার জীবন ও জীবিকার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভাবতে শিখবে। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতির সাথে গ্রন্থাগার যুক্ত করার মধ্য দিয়েই অবহেলিত উত্তরবঙ্গের গ্রামোন্নয়ন সম্ভব। জনশিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি হওয়া দরকার। সমগ্র দেশের ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এই তথ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সার্থক করতে গ্রন্থাগার সংগঠনের মতো উপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর নেই বললেই হয়। এইভাবে কৃষি শিল্প প্রভৃতির ব্যাপারে তথ্যের সার্থক বিতরণের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবনে নূতন নূতন সম্পদ সৃষ্টি হবে। এবং তাতে ব্যাপক মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা দূর হবে। উত্তরবঙ্গের যেখানে গ্রন্থাগার নেই সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং যেখানে গ্রন্থাগার আছে সেখানে তার সাহায্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নিরক্ষরতা জাতীয় উন্নয়নের নিরিখে যেমন এক জরুরী সমস্যা তেমনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়ও বটে। প্রত্যক্ষ এবং কার্যকর সকল উপায়েই গ্রন্থাগারকে সমাজ শিক্ষার বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে। রানাগিডালের মতে "সাক্ষরতার অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুই এক এবং অভিন্ন।"

প্রকৃত পক্ষে উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে নব-জীবনের সঞ্চার হয় ১৯৫৭ সাল থেকে। এই সালেই ১৬-১৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে সম্মেলন হয়। তারপর ১৯৬২ সনে শিলিগুড়ি মহকুমায়, ১৯৬৮ সনে বালুর ঘাটে, ১৯৭৩ সনে জলপাইগুড়ি জেলার কালা-কাটায় এবং ১৯৭৪ সনে কার্সিয়াঙে যথাক্রমে ঊনবিংশতিতম বিংশতম এবং একত্রিশতম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও সংগঠিত রূপ দেবার জন্যে ১৯৭০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দার্জিলিং জেলায় এবং ২৪শে ডিসেম্বর মালদহে, ১৯৭১ সালের ৪ই জানুয়ারী জলপাইগুড়িতে এবং ৬ই জানুয়ারী কোচবিহারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলাশাখা গঠিত হয়েছে। আরও কিছুদিন পরে পশ্চিম দিনাজপুরে জেলা শাখা গঠিত হয়। নিরক্ষরতার অভিশাপ এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার যদিও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান তবু আগামী দিনে এগুলো দূরীভূত হবে। অত্যন্ত আশার কথা বামফ্রন্ট সরকারের সহিচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন বিল ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ বিধান সভায় গৃহীত হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে যে নিঃশুল্ক এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলে আসছিল বর্তমান সরকার তা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে গ্রন্থাগার আইনের ফলে উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে।

আজকের পাঠক ও তার রুচি

ভবানীকুমার ঘোষ
সহ গ্রন্থাগারিক, ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলিকাতা

ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন বলেছেন 'প্রত্যেক পাঠকের জন্য পুস্তক থাকা একান্ত আবশ্যক—কিন্তু পুস্তক হবে পাঠকের রুচি অনুযায়ী'। গ্রন্থাগারে হাজার হাজার পুস্তক থেকেও যদি পাঠকের চাহিদা না মেটে তাহলে গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বিশেষ বিশেষ পাঠকের রুচি অনুযায়ী যে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে তাহাকে বিশেষ গ্রন্থাগার বা Special Library বলা হয়। এই সকল গ্রন্থাগারে পাঠকের চাহিদা মেটানো অনেকাংশে সহজ। কারণ পাঠকের চাহিদা একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে বা Public Libraryতে পাঠকের চাহিদা মেটানো মোটেই সহজ কাজ নয়। কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকের চাহিদার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল—

বিষয়	শতকরা হিসাব
উপন্যাস (বাংলা)	৬০%
উপন্যাস (ইংরাজী)	৫%
শিশুসাহিত্য	১০%
ধর্ম	২%
সাহিত্য (ইংরাজী ও বাংলা)	২%
ভ্রমণ	৪%
ইতিহাস	২%
জীবনী	৩%
বিজ্ঞান	২%
শিল্প	০.৫%
কাব্য-নাটক	০.৫%
রাজনীতি	২%
শিক্ষা-বিজ্ঞান	১%
রবীন্দ্রনাথ	২%
পত্র-পত্রিকা	৪%

এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকাংশই উপন্যাসের পাঠক। সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠককে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ বুদ্ধিজীবি পাঠক (Intellectual Reader). দ্বিতীয়তঃ অন্যমনস্ক ভাবাপন্ন পাঠক (Absence minded Reader) তৃতীয়তঃ লঘুভাবাপন্ন পাঠক (Light minded Reader), চতুর্থতঃ উপন্যাস অনিচ্ছুক পাঠক। সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবি পাঠকের সংখ্যা লঘুভাবাপন্ন পাঠকের তুলনায় অনেক কম। এদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে। এই শ্রেণীর পাঠকের চিন্তা বা কল্পনা করার ক্ষমতা অনেক বেশী। হাল্কা বিষয়ের পুস্তক এদের একেবারেই পছন্দ নয়। অন্যমনস্ক ভাবাপন্ন পাঠকের সংখ্যা ৫ থেকে ১০ শতাংশ। এই শ্রেণীর পাঠকেরা সবরকম পুস্তক পড়েন কিন্তু দুঃখের বিষয় পুস্তক সম্বন্ধে তাদের কোনও জ্ঞান থাকে না। লঘুভাবাপন্ন পাঠকের সংখ্যা সাধারণ গ্রন্থাগারে সবচেয়ে বেশী। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এই শ্রেণীর পাঠকের ভিড় সাধারণ গ্রন্থাগারে সবচেয়ে বেশী। সাধারণতঃ অল্পবয়সের ছেলে মেয়েরা, বিবাহিতা মেয়েরা, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অফিসের কেরাণী, অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারী এই শ্রেণীভুক্ত। এদের বাদ দিলে আরও একশ্রেণীর পাঠক আছেন যারা উপন্যাস পড়ায় তেমন আগ্রহী নন। উপন্যাস ছাড়া অন্য বিষয়ের ওপর তাদের আগ্রহ বেশী। এই শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা শতকরা ২ বা ৩ ভাগ।

অতএব আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে সাধারণ গ্রন্থাগার পাঠকের রুচির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অবশ্য পাঠকেরা একই রুচি সম্পন্ন হবে এমন কথা বলা যায় না।

বয়সানুসারে পাঠকের রুচি বদলায়। এবং সেই অনুযায়ী পাঠকের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য আলাদা পুস্তকের ব্যবস্থা থাকে। শিশুরা সাধারণ গ্রন্থাগারে রাজারাণীর গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি ইত্যাদি পুস্তকের অনুসন্ধান করে। কিশোর বয়সের পাঠকেরা রাজারাণীর গল্প পড়তে চায় না—রোমাঞ্চকর গল্প পড়তে ভালবাসে। শিশুদের পরই গ্রন্থাগারে সবচেয়ে ভীড় করে কম বয়সের যুবক-যুবতীরা। এদের চাহিদামতন গ্রন্থাগার সবসময় নির্ভর করে। এই শ্রেণীর পাঠকেরা প্রেমের উপন্যাস, রোমাঞ্চকর উপন্যাস, (বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ) পড়তে ভালবাসে। এদের সন্তুষ্ট করার তাগিদ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বেশী। এর পরের পাঠক শ্রেণী প্রবীণ ও অতি প্রবীণরা। এই শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যেও উপন্যাস পড়ার নেশা কম নয়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পাঠক ধর্ম ও শিল্প পুস্তক পড়তে ভালবাসে। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকের চাহিদা বিচার করলে প্রথমতঃ যুবক-যুবতী, দ্বিতীয়তঃ কিশোর-কিশোরী ও তৃতীয়তঃ প্রবীণদের চাহিদা। এই চাহিদার ভিত্তিতে সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয় করা হয়। পাঠকদের মধ্যে আছে উচ্চ, নিম্ন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সাধারণতঃ পরিবেশই তাদের রুচি-সম্পন্ন করে তোলে। অবশ্য পাঠকের রুচি পাঠকের বয়সের সঙ্গে পালটায়। এই রুচি বোধের পেছনে আছেন লেখক। পরিবর্তনশীল মনের সঙ্গে তাল রেখে যে লেখক পুস্তক লেখেন তিনি সহজেই পাঠকের কাছে আপন হতে পারেন। যে লেখক সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না পাঠকের কাছে তারা সহজেই মৃত্যুবরণ করেন। পাঠকের কাছেই লেখকের জন্ম ও মৃত্যু। মাঝে মাঝে সাধারণ গ্রন্থাগারে কোন একজন লেখকের পুস্তক পড়ার জন্য পাঠকেরা অতীব আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাদের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খেয়ে যান। আমরা জানি মানুষের মধ্যে কতগুলি আদিম প্রবৃত্তি আছে—এই প্রবৃত্তিগুলি শাসনের চাপে, পরিবেশের গুণে ঢাকা থাকে; কিন্তু হঠাৎই পরিবেশের দুর্বলতায় তা প্রকাশ পায়।

আজকাল 'থ্রেন' সংক্রান্ত পুস্তকের পাঠক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তবে অনেক লেখক এই বিষয়কে সুন্দরভাবে শিক্ষামূলকরূপে উপস্থাপিত করেন কিন্তু আজকাল এই শ্রেণীর পুস্তকের নগ্নতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তার ফলে পাঠকের রুচিবোধের কোনও উন্নতি ঘটেনা। এমন পুস্তক গ্রন্থাগারে না রাখাই শ্রেয়। কিন্তু গ্রন্থাগারে অর্থকরী প্রয়োজনে এই ধরণের পুস্তক ক্রয় করতে বাধ্য হতে হয়। আজকাল এই ধরণের বিদেশী পুস্তক খুব বেশী অনুবাদ হচ্ছে। এর প্রতিকার অবশ্যই প্রয়োজনীয়। আমাদের উচিত পাশ্চাত্য দেশের উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলির অনুবাদ। যেমন হয়েছে গোর্কি, টলস্টয়ের অনুবাদ। কিন্তু যেগুলি চেন, আগাথাক্রিষ্টি, আয়ান ফ্লেমিং লিখিত কিছু কিছু পুস্তকের অনুবাদের ফলে পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রুচিবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজে যাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী তারা হচ্ছেন গ্রন্থাগারিক। তাদের আশুকর্তব্য ভালো পুস্তক পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। পাঠকের চেতনা-বোধকে জাগাতে হবে এই মনোভাব গ্রন্থাগারিকের থাকা আবশ্যক। প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগারিককে পাঠকের রুচিবোধের জন্য অনুশীলন করতে হবে এবং সেই মত পুস্তক ক্রয় করতে হবে। এর ফলে পাঠকের আগ্রহ ও চাহিদা সহজেই বাড়বে। অবশ্য এর জন্য সরকারকে অর্থ সাহায্য দিতে হবে। যে গ্রন্থাগার যত বেশী আর্থিক সাহায্য পায় সেই গ্রন্থাগার ততবেশী পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। অনেক-ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী অনুদান না থাকার জন্য সমাজের অনেক ভালো গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যায়। সবশেষে পাঠকের রুচিবোধ নির্ভর করে প্রকাশকের সামাজিক চেতনাবোধের ওপর। লেখকদের সহযোগিতা একমাত্র প্রকাশকরাই করতে পারেন। পাঠক শ্রেণীর সুস্থ রুচি-বোধ গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক ও লেখকের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

॥ মার্কসবাদী সাহিত্যের গ্রন্থাগার ॥

২৫ অক্টোবর '৭২ পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর কলকাতায় নিউমার্কেট ভবনে মার্কসবাদী সাহিত্যের একটি নতুন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। এর উদ্যোক্তা কলকাতা পৌর-সভা স্ট্যালিন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি। এই কমিটি থেকে ৮,০০০ টাকার ৫০০ মার্কসীয় বই গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়েছে।

॥ জাতীয় গ্রন্থাগারে কবি জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারে যশস্বী কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ২১ অক্টোবর '৭২ কবি জীবনানন্দ দাশের পরিবারের পক্ষ থেকে কবির পাণ্ডুলিপি জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি জীবনানন্দ ও তাঁর অবদান নিয়ে এক মনোগ্রাহী আলোচনা করেন অধ্যাপক অমলেন্দু বসু। ২১-২৭ অক্টোবর পর্যন্ত কবির রচনাবলীর এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। ঐই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

॥ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্মেলন ॥

গত ৪ নভেম্বর কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। বলেন, বিগত সরকার তিরিশ বছরে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই গ্রন্থাগার কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবী গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি বলেন, একথা সকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, বর্তমান রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে সহানুভূতিশীল। তিনি বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের বুঝতে হবে যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করার পথে বহু বাধা আসতে পারে, কিন্তু সে সমস্ত বাধা দূর করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, রাজ্যের বর্তমান সরকার কর্মচারীদের সংগঠনগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত কিছু স্থির করছেন, সুতরাং সরকারী প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসত্যব্রত সেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ: সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অনিল চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী-চৌধুরী ও মহাদেব মুখোপাধ্যায়, এম এল এ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে কর্মীদের বিভিন্ন দাবীসমূহের প্রতি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন চারজনের এক সভাপতিমণ্ডলী। রাজ্যের ১৬টি জেলা থেকে মোট ৩৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক বিমলনাথ কোলে এবং কোষাধ্যক্ষ মদন মল্লিক আয়-ব্যয়ের হিসাব উত্থাপন করেন।

গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, অধিলম্বে আইনের অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন, লে-কমিশনের রায় প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও রাজদ্রোহ বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করা প্রভৃতি বিষয় সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনে আগামী বছরের জন্য ৩০ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সত্যব্রত সেন—সভাপতি, অনিল বসু—কার্যকরী সভাপতি, নারায়ণচন্দ্র দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—সহঃ সভাপতি, বিশ্বনাথ কোলে—সাধারণ সম্পাদক, তরুণ রায় ও সতীনাথ ব্যানার্জী—যুগ্ম সম্পাদক, মনোরঞ্জন দে ও প্রণব ব্যানার্জী—সহঃ সম্পাদক ও মদন মল্লিক—কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি, হাওড়া ॥

গত ১০ই অক্টোবর '৭৯ হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একনিষ্ঠ কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহযোদ্ধা শিশির ঘোষাল আকস্মিক ভাবে পরলোকগমন করেন। গত ২০শে অক্টোবর '৭৯ মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়ে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা শাখা; জেলা কমিটির সভায় প্রয়াত নেতা লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ ও গ্রন্থাগার কর্মী শিশির ঘোষালের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয় ও এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

॥ অভিনব গ্রন্থাগার, শিয়ালডাঙ্গা, হাওড়া ॥

গত ১লা ও ২রা মার্চ '৭৯ তারিখে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরের শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে "অভিনব গ্রন্থাগারে"র রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনির্মলেন্দু ভাদুড়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন এবং বিচার বিভাগের মন্ত্রী হাসিম আবদুল হালিম। বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড় কেন্দ্রের এম. এল. এ. যথাক্রমে এম. আনসারউদ্দীন ও শ্রীসুরেশ মুখার্জী মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের ভাষণে গ্রন্থাগারটির বিভিন্ন অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং গ্রন্থাগারটির সার্বিক উন্নতি কামনা করেন।

॥ ভাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্দ্ধমান ॥

বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত ভাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২.৯.৭৯ সকাল ৮ ঘটিকায় জামালপুর ব্লকের শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীহরলাল পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক স্বর্গীয় শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সহ-সম্পাদক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভায় ১৯৭৮-৭৯ সালের বার্ষিক বিবরণী ও পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হয়। আগামী তিন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি বি. ডি. ও. জামালপুর; সহ-সভাপতি: সর্বশ্রী বলাই চাঁদ পাল ও জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য; সম্পাদক—সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়; সহ-সম্পাদক—শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে), সদস্য—সুধাংশু শেখর দে; নিমাইচাঁদ ঘোষ, সমরেন্দ্রপ্রসাদ দেব, কিরণময় গাঙ্গুলী, সত্যনারায়ণ পণ্ডিত, অরুণকুমার পণ্ডিত ও ই. ও এল, ই. জামালপুর ব্লক (শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি)। ইহা ব্যতীত ৪টি উপসমিতিও এই সভায় গঠিত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়, শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বিদায়ী সম্পাদক শ্রীনিমাইচাঁদ ঘোষ মহাশয় পাঠাগারের গুরুত্ব ও ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন।

॥ সুভাষ পাঠাগার, কালনা, বর্দ্ধমান ॥

১১ই আগষ্ট সভায় পাঠাগারের পরিচালকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন নিত্যানন্দ দাস ও গোবিন্দ চন্দ্র রায়। গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হন সুশান্ত গুঁই। পাঠাগারে বর্তমান পরিস্থিতি

আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ নিয়মাবলী পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং নিয়মিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যোগাযোগ রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

॥ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্দ্ধমান ॥

গত ৭।১১।৭৯ তারিখে মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ষাড়িংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীশুভেন্দুকুমার সরকার এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন গলসী ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উন্নয়নাধিকারিক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাজুতো। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর সর্বশ্রী মহেন্দ্র সিদ্ধিক, উমাচরণ ঘোষাল, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, আব্দুল গণি খান ও বিমল চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তা লাইব্রেরীর বিভিন্ন কার্যাবলী ও বর্ধমানের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁর ভাষণে লাইব্রেরীর কাজে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীসরকার লাইব্রেরীর পরিচালনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং 'গ্রন্থাগার বিল' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। কিশোর, মহিলা ও বয়স্কদের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার বিশ্বাস।

॥ বিরাটী সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা ॥

শ্রীরতনকুমার বণিকের সভাপতিত্বে গত ১৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা পাঠাগারের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭৮-১৯৭৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য পাঠাগারের কর্মপরিষদ গঠিত হয়।

সভাপতি—রতনকুমার বণিক
সহ-সভাপতি—কল্যাণ নন্দী
সম্পাদক—প্রণবকুমার সেনগুপ্ত
সহ-সম্পাদক—দিলীপ কুমার সাহা
কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগারিক—সঞ্জিতকুমার সাহা
সদস্য—কবীন্দ্র চক্রবর্তী, যতিলাল সাহা, গোবিন্দ দে, সন্তোষ চক্রবর্তী, জ্যোতি দাস, নিরঞ্জন সাহা, অজয় বসু ও গোকুল সাহা।

॥ হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন ॥

গত বৎসর ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করার সময় ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জেম্‌স্ কালাঘান ভারত সরকারের সঙ্গে এই মর্মে এক চুক্তি করেন যে, ভারতবর্ষে আহমেদাবাদে ও হায়দ্রাবাদে দুইটি নতুন গ্রন্থাগার খোলা হবে।

আহমেদাবাদে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয় মার্চ, ১৯৭১। এবং চুক্তি অনুযায়ী হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯। ৫,০০০ পুস্তক ও ১০টি সাময়িকী পত্র নিয়ে হায়দ্রাবাদের সেক্রেটারিয়েট রোড এই ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের শুভ সূচনা হয়। এই গ্রন্থাগারের বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা। গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা সাত। গ্রন্থাগারের অন্যতম আকর্ষণ শিশু ও কিশোর বিভাগ।

॥ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে শিশু গ্রন্থ প্রদর্শনী ॥

আগামী ১২-৩১ ডিসেম্বর '৭৯ তাং প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার ভবনে (১৪২/৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪) শিশু সাহিত্য সংসদ ও প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে একটি শিশুগ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে একটি স্মারকপত্রও প্রকাশ করা হবে।

পরিবেদক : অসিতাভ দাশ

॥ আনন্দ সংবাদ ॥

অদ্য গ্রন্থাগার পরিষদ একটি চিঠির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অনন্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অভিনন্দন জানান এবং পরিষদকে সম্মানিত আজীবন প্রতিষ্ঠানরূপে—সদস্য মনোনীত করেন।

সম্পাদক।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মী সংগঠনসমূহের বিবৃতি

[বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ মঙ্গলবার সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মী সংগঠনসমূহের যুক্ত উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার হলে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় শিক্ষক নেতা অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত।

কনভেনশনে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সত্য সাধন চক্রবর্তী। প্রস্তাবে সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মীদের জেলায়, মহকুমায় প্রতি শিক্ষায়তনে সমাবেশ, কনভেনশন ও প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলার ও ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান হয়।

মূল প্রস্তাবের সমর্থনে আমাদের পরিষদের সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশনের পূর্বে সমস্ত শিক্ষক ও গ্রন্থাগার সংগঠনের পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়। —সম্পাদক]

সংগঠনসমূহের বিবৃতি

বন্ধুগণ,

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনসাধারণ যখন অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আরো বেশী করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন তখনই দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি নূতন ক'রে সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আক্রমণ করতে উদ্যত। সাম্প্রতিক কালের আলিগড়, জামশেদপুর, পুরুলিয়া ও নলীয়ার সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী এই অশুভ প্রবণতাগুলির বিষয় সম্পর্কে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষকে উদ্বিগ্ন না ক'রে পারে না।

আমাদের বিশেষভাবে বিচলিত করেছে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার ঘটনাবলী। বিগত জুন মাসে নদীয়া জেলার চাপড়া ও কোতোয়ালি থানার কয়েকটি গ্রামে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। চার দিনের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের ২৮টি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় সহস্রাধিক ঘরবাড়ী। ১৯৬৪ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা আর ঘটেনি। গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণ আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা সংঘটিত হবার পিছনে যে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ও শক্তিগুলির কার্যকলাপই দায়ী সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও এই সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করেছে। সম্প্রতি অনুরূপভাবে কিছু উগ্র প্রাদেশিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তি ত্রিপুরার উপজাতি ও অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে মারাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছিল তার ফলশ্রুতি হিসাবে বিগত জানুয়ারী মাসে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বলি হন ১৪ জন ত্রিপুরাবাসী। পশ্চিমবঙ্গেও এই শক্তি নানা বিভেদাত্মক স্লোগান ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াতে ব্যস্ত।

গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন সকল মানুষই স্বীকার করবেন যে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ও শক্তিগুলি জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী, অগ্রগতির পথে মূল প্রতিবন্ধক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখনই এই অশুভ শক্তি ও প্রবণতাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই ঐ সমস্ত দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে,

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয় সংহতি। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার প্রধান বলি এই দেশের বঞ্চিত জনসাধারণ—শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, খেটে খাওয়া মানুষ, আর লাভবান হয় ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, শাসক ও শোষকশ্রেণী। তাই অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও বারে বারে এই অশুভ শক্তি ও প্রবণতাগুলির পিছনে ইন্ধন যুগিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি, শাসক ও শোষক শ্রেণী।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ শাসকরা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ও জিইয়ে রাখতে বারে বারে ইন্ধন যুগিয়েছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ভারতে বহুবার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। চরম পরিণতি ঘটেছে ১৯৪৭ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরও এই কলঙ্কজনক ঘটনাবলীর অবসান ঘটেনি। গত বত্রিশ বৎসরে দেশে ২৭টি বড় বড় দাঙ্গাসহ অসংখ্য সম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ৩৪১টি ছোট বড় দাঙ্গায় বলি হয়েছেন ৩৮৩ জন মানুষ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে আরও ৩৩৯৫টি ছোট বড় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে এবং বহু অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে।

একই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামরূপে যে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল তার ঐতিহ্যবাহী ভারতের সব সম্প্রদায়ের, সব প্রদেশের মানুষ। জীবন-জীবিকার সংগ্রামেও আমাদের দেশের শ্রমিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করছে, একই সংগ্রামের অংশীদার হয়ে লড়াই করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী জনগণের ঐক্য জোরদার হ'য়েছে। তাই আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের চটকলে ও অন্যান্য কল কারখানায়, ক্ষেতে, খামারে হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন সকল সম্প্রদায়, সকল ভাষাভাষী মানুষ একসঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, ফাঁসির মঞ্চে গেছেন, তেমনই গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক আন্দোলনেও একই পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী মানুষ।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ যখনই ঐক্যবদ্ধ রূপ ধারণ ক'রেছে, উত্তাল হ'য়েছে গণ-আন্দোলনের জোয়ার তখনই দেখা গেছে ভারতের শাসক ও শোষকরা শ্রেণী-শিবিরের সাথে সাথে জনসাধারণের ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিভেদের বিষ ছড়িয়েছে, ইন্ধন যুগিয়েছে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ও শক্তিগুলিকে তাই স্বাধীনতা লাভের বত্রিশ বৎসর পরেও ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার গ্যারান্টি কার্যকর হয়নি, জাতীয় সংহতি পরিষদের সুপারিশগুলিও চাপা পড়ে আছে ফাইলের তলায়। অপরপক্ষে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ আন্দোলনকে ধ্বংস করার উপায় হিসাবে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা ও উৎসাহিত করা হ'চ্ছে।

ইতিহাসে দেখা গেছে যে যখনই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে তখনই হতচকিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার, প্রতিক্রিয়ার অন্ধকারের এই জীবরা। শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসেবেই শিক্ষক শিক্ষকর্মীরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে এই আক্রমণের মুখে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না।

মরীচঝাঁপির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই সুন্দরবনের শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের সংগঠনগুলির নেতৃবর্গের উদ্যোগে গ্রামগুলির দাঙ্গাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং কৃষ্ণনগর শহরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সুসংগঠিত মিছিল পশ্চিমবাংলার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের সুস্থ সমাজচেতনার পরিচয় বহন করে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সমাজও সংঘবদ্ধ হবেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয় সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবেন।

পুস্তক আলোচনা

সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য—কেরিয়ার গাইড

মডেল পাবলিশিং হাউস

২এ-শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মূল্য : ১৬·০০

আজকের শিক্ষা স্বনির্ভরতার শিক্ষা। জীবনের পূর্ণ বিকাশসাধন, বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে স্ব অধিকার নিয়ে পূর্ণ মাত্রিকতে পৌঁছানোর যে বিধি, সেটাই বোধহয় আজকের শিক্ষা। আর তার অন্তিমে যে বিচার, তারই নাম 'পরীক্ষা'। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারলে বেঁচে থাকার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। কেরিয়ারে পৌঁছনোর জন্য পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতেই হবে। যারা বেশি দূর পড়াশুনা করতে পারলেন না, তাঁদের জন্যও জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার সুযোগ আছে বৈকি। তবে তাঁকে লড়তে হবে, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে। যারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও কথাটি সম প্রযোজ্য। সাধারণ শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কিংবা বিশেষ কোন চাকুরীর (সরকারী বা বেসরকারী) প্রস্তুতি অথবা কোন বৃত্তিলাভের (স্বদেশে কিংবা বিদেশে) সহায়ক এই গ্রন্থ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কি ধরনের শিক্ষার প্রচলন আছে, ফটি যোগাযোগে তা কতটা সহায়ক—এক কথায় বলা যেতে পারে, কেরিয়ার তৈরির সুযোগ কোথায় কি রকম আছে, কত রকম পরীক্ষা হয়, সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে বইটিতে। বইটির সাহায্য নিলে-আমাদের দেশের কিছু যুবক হয়তো বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

উচ্চতর শিক্ষালাভ, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, আই. এ. এস, এডভোকেট, কারিগরী শিক্ষা, থেকে আরম্ভ করে বুক বাইণ্ডিং, প্রিন্টিং, কেশী-পাপর-চানাচুর তৈরীর কিংবা ফিল্ম প্রোডাকশন থেকে আরম্ভ করে ভাল-ভাষা অথবা রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ—সব কিছুরই সংবাদ দেবে এই 'কেরিয়ার গাইড'। এছাড়া, আছে ইউ. পি. এস. সি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, তথ্য-পত্র, ফরেন এক্সচেঞ্জ, পাসপোর্ট-ভিসা, ভারতীয় টাকায় বিদেশী অর্থমূল্য, আবেদন-পদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমান বইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা। না, তা নিশ্চয়ই নয়। এ ধরনের কোন বই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে বলে আমাদের জানা নেই। বরংচ, আমরা লেখককে সাধুবাদ জানাই, বাংলায় এ ধরনের একটি 'সহায়ক গ্রন্থ' রচনার জন্যে। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ এবং সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বৈকি। সে ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমার্হ, যদি ধরেনি আজকের তথ্য আগামীকাল পুরানো (back dated) হতে বাধ্য। বরংচ, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, এত তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন কি করে।

প্রদীপ চৌধুরী

সম্পাদক সমীপেষু

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও বহু আকাঙ্খিত রাজ্যের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মীদের জন্য অবশেষে রাজ্যসরকার ঘোষিত বেতনক্রম চালু হয়েছে। এ বেতনক্রম সর্বস্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ সঞ্চার করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মী হিসাবে সরকারের এবং রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথম সরকারী আদেশ নামার (নং ৭১১ (৬) ই, ডি, এন (ইউ) তাং ২৪. ৭. ৭৯ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের (প্রথম তিনটি স্তর বাদে) শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় যে কোন বিভাগে স্নাতক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই বৃত্তির সমাক গুরুত্ব উপলব্ধি করে উক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে সরকার নিঃসন্দেহে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন হন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম, পরবর্তী সরকারী এক নির্দেশনামায় বৃত্তিগত যোগ্যতার অবনমন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার পরিবর্তে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ -(Training in Librarianship—বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রে)করা হয়েছে। বর্তমানে এ রাজ্যে নিম্নতম উচ্চতম শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। আজ যেখানে সামগ্রিক ভাবে সরকারী বেসরকারী বা অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান সমূহে কি শিক্ষাগত, কি বৃত্তিগত যোগ্যতার মানোন্নয়নের আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে শিক্ষা জগতের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রাজ্যের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে বৃত্তিগত যোগ্যতার অবমূল্যায়ন আমাদের হতবাক করেছে। আবার এটাও লক্ষ্যণীয় যে গ্রাজুয়েট নয় এরকম কর্মরত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী এই অবমূল্যায়ণের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হন নি। এই অবমূল্যায়ন সরকারী ঘোষিত নীতির সমর্থন পুষ্ট কিনা আজও আমাদের জানা নেই। বিশেষ করে রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্যতম বিষয় বলে বিবেচিত, এবং নূতনচিন্তাধারার প্রবর্তনপ্রসারণ ও বিকাশকে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে ও কর্মক্ষেত্রে যথাযোগ্য স্থান করে দেওয়া হচ্ছে। এবং নূতন চিন্তাধারার বিস্ফোরণ ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নটাও করা যেতে পারে যে সরকার অনুমোদিত এ রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে পঠন পাঠন চলছে তার প্রয়োজনীয়তা থাকছে কোথায়? কেননা "ট্রেনিং ইন লাইব্রেরিয়ানশিপ" বা ১৫ দিনের ক্যাম্প ট্রেনিং এই নিম্নতম মাপকাঠিই যখন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিতে প্রবেশ ও পরবর্তী ধাপগুলিতে প্রমোশনের যোগ্যতা বলে স্বীকৃত হতে চলেছে, আর উচ্চতর স্নাতকোত্তর মাপকাঠি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা থাকছে কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চালু হবার প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির কর্মীদের বৃত্তিগত যোগ্যতার এই অবমূল্যায়ণ স্বাভাবিক ভাবেই এই বৃত্তি বিকাশের পথে এক বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়ে আমরা রাজ্যসরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বাক্ষর :
অজু ঘোষেদস্তিদার
বন্দনা চট্টোপাধ্যায়
জেবেল রায়
শ্রীতি মজুমদার
অলি বাগচী এবং অন্যান্য।

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ স্কুল লাইব্রেরীতে এক হাজার, বেড় হাজার—দু' হাজারের বেশী বই নেই। সরকারী নিয়ম দশ হাজার বই লাইব্রেরীতে না থাকলে 'প্রবাসীকে' এর পদ মঞ্জুর হবে না। সরকারী অনুদানে দশ হাজার বই সংগ্রহ করা দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

আমার প্রস্তাব, সরকার স্কুল লাইব্রেরীতে এক হাজার বা বেড় হাজার বই থাকলেই 'প্রবাসীক' এর পদ মঞ্জুর করুন। প্রবাসীক তার প্রচেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় কিছু সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর লাইব্রেরী গড়ে তুলতে আগ্রহী হবে। প্রবাসীকের পদ মঞ্জুর হবার পর সরকার স্কুল লাইব্রেরীকে বই কেনার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করুন। নতুবা Gift exchange প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থা বাস্তবায়িত করার সুযোগ দিন। প্রত্যেক প্রকাশক যদি সরকারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্কুল গ্রন্থাগারের জন্য কিছু বই দিতে রাজী হন, তবে দশ হাজার বই সংগ্রহ করা কিছু কঠিন নয়। সরকারের মাধ্যমে যদি বিদেশী সংস্থার সঙ্গে পুস্তক বিনিময় কার্যকরী হয়, তবে স্কুল গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। সরকার এর জন্য একটি নির্দিষ্ট কমিটি 'Book Fund' গঠন করতে পারেন। দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে সরকারী কার্যক্রম নির্ধারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নমস্কারান্তে—

বিনীত—
সুলেখা গুপ্ত

কিশোর কিশোরীদের জীবন গঠনের আধুনিক বেদ

কিশোর জ্ঞানকোষ [দুখণ্ডে] ৫০ টাকা

৩৬টি দেশের রূপকথার সচিত্র গল্প

রূপকথার বিশ্ব (২য় সং) ১০ টাকা

সম্পাদনা : সমীর রক্ষিত ও দেবব্রত মল্লিক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরাণের এক অপূর্ব গল্প সংকলন

পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী ২০ টাকা

কেরিয়ার গঠনের আধুনিক এনসাইক্লোপিডিয়া

কেরিয়ার গাইড ১৬ টাকা

সত্যেন্দ্র আচার্য

বাংলা ভাষায় এই প্রথম তীর্থের পবিত্র পুঁথি

পশ্চিম বাংলার তীর্থ ৩০ টাকা

প্রণব সেন

তথ্য সমৃদ্ধ ভ্রমণের অসামান্য গাইড

দেশ বিদেশের ট্যুরিস্ট গাইড (২য় সং) ২০ টাকা

দেবব্রত মল্লিক

বিশ্বের প্রথমী সাহিত্য সম্ভার

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত উপন্যাস

সম্পাদনা : প্রণব সেন, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও দেবব্রত মল্লিক

আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত। সম্পূর্ণ মূল্য ৩২০ টাকা। গ্রাহক মূল্য ২১০ টাকা। ২০ টাকা দিয়ে এখনো গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে।

ছোটদের নাট্য সম্ভার [দু খণ্ড]

সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকী ও সমীর চট্টোপাধ্যায়

বাংলার রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক নাট্যকারদের বিভিন্ন স্বাদের ছোটদের নাটক ও মূকাভিনয়। বিনামূল্যে গ্রাহক করা হচ্ছে।

মডেল পাবলিশিং হাউস

২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

পরিষদ কথা

॥ ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ॥

গত ২৩।১।৭৯ তারিখ বেলা ১টার সময় পরিষদ-ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীকল্যাণব্রত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করে গত এক বছরে পরলোকগত গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় মোট ১৯০ জন উপস্থিত ছিলেন। নীচে আলোচ্য বিষয়ানুযায়ী আলোচনার প্রতিবেদন দেওয়া হলো।—

১ বিগত সাধারণ সভার বিবরণ পাঠ ও অনুমোদন:

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়ের সংশোধনী সহ বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২ ১৯৭৮-৭৯ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ, আলোচনা ও অনুমোদন:

কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বার্ষিক বিবরণী পেশ করে বলেন, "বিগত ১২ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট সরকার 'গ্রন্থাগার আইন' বিধান সভায় অনুমোদন করেন"—এই প্রয়োজনীয় সংশোধনটুকু বার্ষিক বিবরণীতে যেন যুক্ত করা হয়।

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য: এই বার্ষিক সভা বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর 'গ্রন্থাগার আইন' বিলটি বিধান সভায় গৃহীত হওয়ায় ঐ দিনটি স্মরণীয় করার জন্য ১২ই সেপ্টেম্বর লাইব্রেরী থেকে সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হোক।

অমলেন্দু রায়: ইংরাজী abstract 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রবন্ধের সাথে থাকা উচিত। অনেকে গ্রন্থাগারে কাজ না করে ও ছাত্র-থাকাকালীন পরিষদ পরিচালিত Certificate course এ শিক্ষকতা করেন। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় অনেক কিছু প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করেন, অথচ পরিষদের কর্মীরা যে বেতন পান তা খুবই লজ্জার বিষয়।

বিনয় চক্রবর্তী: প্রতিষ্ঠানগত সদস্যরা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পান না। পরিষদের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি পত্রিকায় উল্লেখ থাকলে ভাল হয়. কমিটিতে কোন জেলা থেকে কে নির্বাচিত তা দেওয়া থাকলে ভাল হয়।

গোপাল পাল (বাঁকুড়া): পশ্চিমবঙ্গের সব গ্রন্থাগার-গুলি যাতে পরিষদের সদস্যভুক্ত হয় তার জন্য জেলা গ্রন্থাগারিকদের আরও সক্রিয় ও সচেতন হওয়া উচিত। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা মাসিক বেতনের দিন জেলা গ্রন্থাগারে আসেন, সেই সময় তাঁদের সাংগঠনিক যোগসূত্র গড়ে তোলা দরকার।

গীতা চট্টোপাধ্যায়: 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেক সমস্যাই প্রকাশিত হয় না— যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষাগত যোগ্যতার অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে কর্মচারীদের সাধারণ সভা থেকে walk out করেন। সে সম্পর্কে কোন সংবাদ 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত হয়নি। পরিষদের অনেক সদস্য আছেন যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের সাথেও যুক্ত, তাঁদের ইউনিয়ন ও পরিষদ দু-জায়গাতেই মতামত আদান প্রদান করা উচিত। শিক্ষায়তন উপ-সমিতির সভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। এইদিক থেকে পরিষদের উপসমিতি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

অশোক দাস: ১৭টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলায় পরিষদের জেলা শাখা গঠিত হয়েছে, ১২ সেপ্টেম্বরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জেলা শাখাগুলিকে আরও সক্রিয় করে

তুলতে হবে। তা-না-হলে কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে পরিষদ শক্তিশালী হবে না। জেলা শাখার সাংগঠনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণীতে বিশদ বিবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলার গ্রন্থাগারগুলি এখনও সরকারী সাহায্য পায়নি। জেলাস্তর থেকে পরিষদকে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির বিবরণ সময়মত জানার সত্ত্বেও পরিষদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

শশাঙ্ক বাগচী: বর্তমানে ১৩টি জেলায় পরিষদের শাখা সংগঠনের কাজ চলছে বীরভূম, ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় এখনও জেলা শাখা গঠন করা সম্ভব হয়নি। শাখা গঠনের প্রচেষ্টা চলছে।

দীপক কুমার রায়: শিক্ষায়তন উপ-সমিতির কার্যকলাপ সম্পর্কে গীতা চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি সঠিক নয়, কারণ সব রকম সমস্যার কথাই উপ-সমিতিতে আলোচিত হয়েছে। বিগত বছর তিনি বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের সঙ্গে পরিষদের একটা যোগসূত্র থাকা উচিত। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরাও পরিষদের সদস্য। কর্মসূচি। বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি লিখিত ভাবে পরিষদে দেওয়া উচিত। উপ-সমিতির কাজ হলো কার্য-নির্বাহক সমিতির কাছে সুপারিশ করা, সে কাজ যথাযথ ভাবে পালিত হয়েছে।

গীতা চট্টোপাধ্যায়: লিখিতভাবে পরিষদকে কিছু জানাই নি। আশা করেছিলাম, যে সব কর্মীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে আসেন তাঁরাই পরিষদকে জানাবেন। প্রায় সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঘুরে দেখেছি, অনেক বিভিন্নতা ও সমস্যা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্তরে পৃথক একটি আলোচনা সভা করে সমস্যা সমাধানে পরিষদের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য: বাঁশবেড়িয়া সাধারণ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা কুমার সুরেন্দ্রনাথ রায়ের মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ায় পরিপ্রেক্ষিতে ঐ গ্রন্থাগারটিকে সরকারী তত্ত্বাবধানে আনা হোক। হুগলি জেলা উপদেষ্টা কমিটিও এই সুপারিশ করেছেন।

সুভাষ চক্রবর্তী (ভেক্টিক হেরাল্ড কলেজ): কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদার আন্দোলন ও কেপুটেশনের ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। পরিষদ যেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যাগুলি সরকারকে সক্রিয়ভাবে অবহিত করেন।

অমলাংশু সেনগুপ্ত: পরিষদের কার্যধারা অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং নানা কাজে এঁরা সক্ষমতার পরিচয় দিলেও কতকগুলি কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পর্কে আরও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। ১২ই সেপ্টেম্বরকে Public Library day হিসাবে পরিগণিত করা হোক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পরিষদ যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা সফল কাজ হয়নি।

সুনীল গুহ: 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না, একত্রে তিনটি সংখ্যা পেয়েছি। ১২ সেপ্টেম্বরকে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার পর্যালোচনার দিন হিসেবে ধার্য করা হোক।

প্রবীণ চৌধুরী: গত ২-৩ বছর ধরে সাধারণ সভায় বলে আসছি, গ্রন্থাগার পত্রিকা under certificate of posting-এ পাঠানোর জন্যে। পত্রিকা Under Certificate of Posting-এ পাঠালে সভ্যদের অন্তত জানান যাবে যে প্রত্যেককে পত্রিকা পাঠান হয়েছে। পত্রিকা না পেলে সভ্যরা যেন সম্পাদকীয় দপ্তরে লিখিত ভাবে জানান। ১২ই সেপ্টেম্বর 'ছুটির দিন' ঘোষণা বা কোন রকম আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার দায়িত্ব শেষ হয় না। এর ফলে নেতৃত্ব ও কর্মীদের কাজ ও দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়েছে। সম্পূর্ণ সফলতার জন্য কাজ করে যেতে হবে, প্রতিবন্ধকতা প্রচুর। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্তরে পরিষদের এখনও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে পরিষদের প্রায় ২০ বছরের আন্দোলনের পর এখনও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেতনক্রম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে চালু হল না। পরিষদের এদিকেও সক্রিয় হওয়া উচিত।

কণা বন্দ্যোপাধ্যায়: জেলা Advisory Committee-র কাজ ঠিকমত কিছু হয়নি। পুনর্গঠিত গ্রন্থাগারগুলি কোন

অনুষ্ঠান পায়নি। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪০টি গ্রন্থাগার সাহায্য পাবার কথা ছিল তা পায়নি। জেলা শাখা ও পরিষদের আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হওয়া উচিত, ২৮—২৯ জুলাই যে সেমিনার হয়ে গেল সে সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা এখনও কিছু জানে না। জেলা শাখা অফিসে জেলার প্রতিষ্ঠানসহ সদস্য তালিকা থাকা উচিত। বহরমপুর গার্লস কলেজ ও ৪০টি সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান পরিষদের সদস্য।

ভূষার সান্যাল: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থাগার আইনের ফলে জনসাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির যোগসূত্র আরও বাড়বে। আগামী দিনে পরিষদের দায়িত্ব আরও বাড়বে, ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদের কাজে আরও সক্রিয় হতে হবে। শুধুমাত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় পরামর্শ দিলেই হবে না। গ্রামে বাংলার গ্রন্থাগারে যে সব বই পত্র-পত্রিকা কেনা হয় বা হবে তার বেশীর ভাগই বাংলা ভাষায় লেখা। সুতরাং বাংলা ভাষায় বিষয় তালিকা ও সূচীকরণ পদ্ধতির প্রয়োজন। সমস্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে এটিকে যেন নজর দেওয়া হয় এবং পরিষদও যেন এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। বাংলা গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের ক্ষেত্রেও পরিষদকে উদ্যোগী হতে হবে।

দীপক কুমার রায়: লেখকরা যদি মূল লেখার সঙ্গেই abstract দিয়ে যেন, তবেই Current issue-তে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। লেখকরা তা না দেবার জন্যই abstract প্রকাশে দেরী হয়।

কর্মসচীব প্রবীর রায় চৌধুরী বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নের প্রতিভাষণে বলেন, গ্রন্থাগার আইনের জন্য বিগত যাগুলি কাজ করতে হয়েছে এজন্য বার্ষিক সাধারণ সভা কিছু দেরী হয়েছে। ২২শে সেপ্টেম্বর দিনটি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবটি আগামী কাউন্সিল সভায় পেশ করা হবে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে কোন অসত্য তথ্য প্রকাশ করা হয় না। Certificate Course-এর শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে বলেন, কোন ছাত্র এখানে শিক্ষকতা করে না, তবে একজন M Lib Sc-র ছাত্র এখানে শিক্ষকতা করেন যার ২০ বৎসর গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরিষদের বেতনভুক কর্মীদের বেতন সম্প্রতি বাড়ান হয়েছে; সরকারী অনুদান পেলেই নিয়মিত হার প্রবর্তন করা হবে, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পাদিত কাজ যে কমি করেন তিনি ২ মাস অনুপস্থিত থাকায় পত্রিকা প্রকাশে কিছুটা দেরী হয়েছে। পরিষদের জেলা শাখার সভায় সদস্যদের পরিষদের কার্যকলাপ জানান হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীরা যে walk out করেন সে সম্পর্কে কোন লিখিত বক্তব্য না থাকায় গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে সব deputation বা স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে তা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পে কমিশনের যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে গ্রন্থাগার কর্মীদের ৩টি স্তর দেওয়া ছিল। কিন্তু সরকারী ভাবে ২টি স্তর দেওয়া হয়েছে। পরিষদের কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে যে ডেপুটেশন দেওয়া হয় তাতে Certificate প্রাপ্তদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। এ বিষয়ে একটি কমিটি হয়েছে। ৭ই সেপ্টেম্বর একটি মিছিল ও ডেপুটেশন দ্বারা সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্য সরকারী বিলিফের অর্থ্যের মধ্য-জেলায় পাঠান হয়েছে। পরিষদে তার কপি এসেছে। দীর্ঘদিন আগে মন্ত্রীর আদেশ হলেও আমলা চক্রের জন্য এই বিলম্ব। বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগারটিকে সরকারী গ্রন্থাগারে পরিণত করার জন্য পরিষদ চেষ্টা করবে। সরকার দুটি মূল দাবী রেখেছেন: গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। বিগত ২৮-২৯ জুলাইয়ের সেমিনারের কর্মসূচি হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী বিধান সভায় বলেছেন, বিনা টাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালুর জন্য সরকার চেষ্টা করবেন। বাংলায় বিষয় তালিকা ও সূচীকরণ সম্পর্কে পরিষদ নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন। Under Certificate of Posting-এ পত্রিকা পাঠান সম্পর্কে তিনি একমত। তবে তা' অর্থাভাবে সম্ভবপর হচ্ছে না।

৩ ১৯৭৮–৭৯ সালের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব অনুমোদন ॥

পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সত্যব্রত সেন হিসাব অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক কিছু সংশোধনী প্রস্তাব আনেন, আগামী বছরে অডিটরের সঙ্গে পরামর্শ করে তা চালু করা হবে। শ্রীঅমলাংশু সেন বলেন, পরিষদ সংগৃহীত বন্যাত্রাণের টাকা মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়েছে একথা উল্লেখ থাকলে ভাল হত। তিনি বলে Electric Charge হিসাবে পৃথক ভাবে থাকা উচিত। ৪৭টি বই কেনার কথা উল্লেখ নাই। কোষাধ্যক্ষ প্রতিভাষণে বলেন, আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে depreciation একটি অঙ্ক। Electricity সম্পর্কে বলেন, সরকার এতদিন পর্যন্ত যে যে বিষয় নির্দিষ্ট করে অনুদান দিতেন পরিষদও সেইভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে। বই কেনার ব্যাপারে বলেন, ওটা Assets & Liability-র মধ্যে আছে।

৪ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক' প্রদান ॥

কর্মসচিব বলেন, ৩ জন নির্বাচক মণ্ডলীর সুপারিশের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একজন নির্বাচকের সুপারিশ না পাওয়ায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পদক দেওয়া সম্ভব হল না। পরবর্তীকালে যথাযথ ব্যবস্থা এই সভায় নেওয়া হবে।

৫ ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন ॥

নির্বাচনে মোট ১৭২ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচন পরিচালনা করেন: পরেশী মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, নারায়ণ সাহা এবং সুধেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচিত কর্মকর্তা, কাউন্সিল সদস্য এবং বিভিন্ন উপ-সমিতির সদস্যদের তালিকা বর্তমান সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে।

৬ বিভিন্ন প্রস্তাব ॥

সভা সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে—

(ক) গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য এই সভা রাজ্য সরকার এবং বিধানসভার সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। (খ) সে কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ করার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে।

৭ বিবিধ ॥

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়: বার্ষিক বিবরণী এমন হওয়া উচিত যাতে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

বিনয় চক্রবর্তী: বার্ষিক বিবরণীর সাথে সদস্যদের নাম ঠিকানা থাকলে ভাল হয়।

অজয় ঘোষ ও সত্যব্রত ঘোষাল: সম্প্রতি সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বই কেনার ক্ষেত্রে যে অনুদান দেওয়া হতো তা আর দেওয়া হবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর প্রতিবাদ প্রয়োজন।

কর্মসচিব উত্তরে বলেন, সদস্যদের নাম ঠিকানা ইতি পূর্বে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। মঞ্জুরী কমিশনের অনুদানের বিষয়টি সত্যতা যাচাই করে প্রতিবাদ পত্র পাঠান হবে।

যুগ্মসচিব শ্রীরামরঞ্জন সাহা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

॥ বিশেষ সাধারণ সভা ॥

গত ২৩।৯।৭৯ তারিখে বিকেল ৫টার সময় পরিষদ ভবনে গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীকমিলকুমার রায়। উক্ত সভায় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি উপস্থিত কোন কোন সদস্যের প্রস্তাবসহ গৃহীত হয়। গৃহীত সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী আগামী ১ এপ্রিল '৮০ থেকে কার্যকর করা হবে।

১৯ ৯-'৮০ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা, কাউন্সিল সদস্য এবং বিভিন্ন উপসমিতির সদস্যবৃন্দ

সভাপতি : কমিলকুমার রায়

সহ-সভাপতি : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রবীর রায়চৌধুরী।

কর্মসচিব : রামকৃষ্ণ সাহা
যুগ্ম-কর্মসচিব : অশোক বসু
সহ-কর্মসচিব : শশাঙ্কমোহন বাগচী
কোষাধ্যক্ষ : সত্যব্রত সেন
গ্রন্থাগারিক : দীপ্তিময় রায়
গ্রন্থাগার সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, হিরণকুমার বসু, পরেশচন্দ্র সাহা, কালীপ্রসাদ, রুস্তম মজুমদার ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। আমন্ত্রিত সদস্য হলেন সর্বশ্রী পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, অমলাংশু সেনগুপ্ত এবং স্থানীয় নিয়োগী।

কাউন্সিল সদস্য (ব্যক্তিগত) : সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, মিনতি চক্রবর্তী, দীপককুমার রায়, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, আবদুল মমিন মিঞা, কানাইলাল ঘোষ ও সত্যব্রত ঘোষাল। আমন্ত্রিত সদস্য হলেন সর্বশ্রী চঞ্চলকুমার সেন, প্রবীর দে ও রুস্তম সরখেল।

কাউন্সিল সদস্য (প্রতিষ্ঠান গত) :

বাঁকুড়া : ব্রহ্ম সংহতি (বালসী); বীরভূম : লোকপড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার (কালীপড়া); বর্ধমান : (১) আমড়াগড় মিলনী পাঠাগার, (২) আড়গ্রাম যাদবলাল পাঠাগার; কলিকাতা : (১) বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট, (২) মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার, কুচবিহার : চিলখানা ইউনিয়ন গ্রামীন পাঠাগার; দার্জিলিং : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদমহকুমা গ্রন্থাগার (শিলিগুড়ি); হুগলী : (১) হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ (চুঁচুড়া), (২) পাণ্ডুয়া ইউ বি লাইব্রেরী; হাওড়া : (১) ধ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী, (২) পল্লীশ্রী পাঠাগার (ফুলেশ্বর); মালদহ : গাজোল সাধারণ গ্রন্থাগার; মেদিনীপুর : (১) আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার (ঝাড়গ্রাম); (২) তমলুক জেলা গ্রন্থাগার। (৩) বিদ্যাসাগর স্মৃতি পরিষদ নাইসুড়ি); ৪ শ্রীরুক্ষপুর ভুবায় স্মৃতি নিকেতন; মুর্শিদাবাদ : বহরমপুর গার্লস কলেজ লাইব্রেরী; নদীয়া : পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থ: পুনর্গঠন গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি; ২৪-পরগণা : (১) চাপক পাঠাগার (ভাটপুকুর); (২) ২৪-পরগণা জেলা গ্রন্থাগার (বিদ্যাসাগর); পশ্চিম দিনাজপুর : মারনাই উপেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার।

জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলার প্রতিষ্ঠানগত সদস্য নেই।

বিভিন্ন উপ-সমিতির সদস্যবৃন্দ

১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপ-সমিতি :

সভাপতি : প্রবীর রায়চৌধুরী
সম্পাদক : হিরণকুমার বসু
সদস্যবৃন্দ : অমলাংশু সেনগুপ্ত, অশোক বসু, ডঃ রঞ্জন কুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মাইতি, চঞ্চলকুমার সেন, মদন-প্রসাদ সিংহ, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মিত্র, সুনীল-বিহারী ঘোষ, তপনকুমার সেনগুপ্ত, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ, এবং গ্রন্থাগারিক (পদাধিকার বলে)

২। অর্থ বিষয়ক ও পরিষদ ভবন উপ-সমিতি :

সভাপতি : পূর্ণেন্দু প্রামাণিক
সম্পাদক : সত্যব্রত সেন
সদস্যবৃন্দ : বিমল চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন বাগচী এবং সমস্ত উপ-সমিতির সম্পাদকবৃন্দ।

৩। পরিষদ গ্রন্থাগার উপ-সমিতি :

সভাপতি : এম. এন. নাগরাজ
সম্পাদক : দীপ্তিময় রায়
সদস্যবৃন্দ : অর্চনা শ্রীমানী, অশোক বসু, কালী-প্রসাদ, কানাইলাল ঘোষ, অতনু চৌধুরী, বিশ্বনাথ ঘোষ, পরেশচন্দ্র সাহা, মনিমোহন ঘোষ, সত্যব্রত ঘোষাল এবং শিক্ষণ উপসমিতির সম্পাদক (পদাধিকার বলে)

৪। গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন উপসমিতি :

সভাপতি : গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী

সদস্যবৃন্দ : অরুণকুমার রায়, অনিতাভ দাস, অতনু চৌধুরী, দিলীপ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার রায়, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় মণিমোহন ঘোষ, মিনতি চক্রবর্তী, সন্দেশচন্দ্র সাহা, সত্যব্রত ঘোষাল।

৫। সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি :

সভাপতি : বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী

সম্পাদক : বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্যবৃন্দ : অরবিন্দ ঘোষ, অনিলকুমার দত্ত, আশিষ নিয়োগী, আনন্দমোহন ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার চন্দ, বিশ্বনাথ কোলে, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, প্রবীর দে, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শশাঙ্ককুমার বাগচী, সত্য চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, সমীর বসু, তপনকুমার সরকার ও তরুণ রায়।

৬। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি :

সভাপতি : শান্তিদেব ভট্টাচার্য

সম্পাদক : অশোক বসু

সদস্যবৃন্দ : আবদুল মমিন মিঞা, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার আদিত্য, অসিতাভ দাস, অনিমা সেনগুপ্ত, বিমলমঙ্গল ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ সাঁতরা, চিত্তরঞ্জন বেরা, দীপঙ্করকুমার রায়, গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ, গীতা (মিত্র) চট্টোপাধ্যায়, জুড়ান সরখেল, ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তিময় চক্রবর্তী, কানাইলাল ঘোষ, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রবোধ কুমার বিশ্বাস, সমীর হালদার, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সৈলেন ঘটক, সত্যানন্দ মজুমদার, সুধীর ঘোষ, সুচিত্রা গাঙ্গুলী ও শশাঙ্ক বাগচী।

৭। ডাইরেক্টরী প্রকাশন উপসমিতি :

সভাপতি : প্রবীর রায়চৌধুরী

সম্পাদক : অরুণকুমার রায়

সদস্যবৃন্দ : অরুণকুমার সরকার, অসিতাভ দাস, দিলীপ ভট্টাচার্য, গৌতম গোস্বামী, দীপ্তি রায়, কানাইলাল ঘোষ, কৃষ্ণপদ মজুমদার, সুধিকা রায়, কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নিবেদিতা রায়, সুধনা মজুমদার, শুক্লা দাস, তরুণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর সাহাসোদার, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। ছাত্র সংযোগ উপসমিতি :

সভাপতি : অরুণ রায়

সম্পাদক : কৃষ্ণপদ মজুমদার

সদস্যবৃন্দ : অঞ্জলি ঘোষ, অরুণ সরকার, অরুণ রায়চৌধুরী, বাণী চক্রবর্তী, চন্দনা চক্রবর্তী, দীপ্তি রায়, গৌতম গোস্বামী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, কেশবলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলী মিত্র।

৯। সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি :

সভাপতি : কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা)

সম্পাদক : সত্যব্রত সেন

সদস্যবৃন্দ : যুগ্ম-কর্মসচিব (শ্রীঅশোক বসু) ও সহ-কর্মসচিব (শ্রীশশাঙ্ক বাগচী এবং সমস্ত জেলা শাখার সম্পাদক।

কোষাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক পদাধিকার বলে সমস্ত উপসমিতির সদস্য।

॥ শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি ॥

শ্রীশান্তিদেব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে গত ১৬ নভেম্বর ৭৯ সন্ধ্যা ৬ টায় পরিষদ ভবনে উক্ত উপসমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৭ই আগষ্ট ১৯৭৯ সরকারের কাছে যে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল, আহ্বায়ক শ্রীঅশোক বসু সভায় তার বিস্তারিত রিপোর্ট রাখেন। এবং সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের জন্য যে বেতনক্রম ঘোষিত হয়েছে, তার একটি নকলও তিনি সভায় পেশ করেন।

সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী বেসরকারী ও অন্যান্য সংস্থা সমূহে এই নীতি ও বেতনক্রম অনুসৃত হোক সভা এই মর্মে মত প্রকাশ করে। কারণ UGC

আওতাভুক্ত আর কারা নয় এরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সভা এই সিদ্ধান্তে আসে যে বেসরকারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার কি ঘোষণা করে তার জন্য অপেক্ষা করা। সভা এ মর্মে মত প্রকাশ করে যে, শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম ও মর্যাদা গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করার দাবী পরিষদের দীর্ঘদিনের, এবং সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে।

সভাপতির এক প্রস্তাবের উপর এই সিদ্ধান্ত হয় যে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত (Univ. Librarians) ব্যাপারে Univ. Officer's Association অবশ্যই BLA-র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে, এবং এই ব্যাপারে শ্রীভট্টাচার্য্য Officer's Association-এর সাথে কথা বলবেন।

সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য্য সভায় এই মত ব্যক্ত করেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত অশিক্ষক কর্মচারীদের একাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (১) বৃত্তিকুশলী ও (২) অবৃত্তিকুশলী, তাকে আপত্তি জানান এবং তিনি এই মর্মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই বিভাজন বজায় রাখতে বিশেষভাবে প্রয়াস চালাবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে বৃত্তিকুশলী ও অবৃত্তিকুশলী কর্মীদের Job allocation অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে পরিষদকে উদ্যোগ নিতে সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য্য অনুরোধ জানান।

কলেজের ক্ষেত্রে UGC বেতনক্রম যদি চালু হতে পারে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? এই UGC বেতনক্রম চালুর ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অত্যন্ত অনুকূল বলে এই ব্যাপারে BLA যেন আন্তরিক প্রয়াস চালায় সভাপতি এই মর্মে পরিষদকে অনুরোধ জানান।

তিনটি সংস্থা থেকে সরকারের কাছে যে Charter of Demands উপস্থিত করা হয়েছে, সেখানে Part time Librarian সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন সভ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেকটি সংস্থা যাতে পূর্ণ সময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করে পরিষদ সেদিকে অবশ্যই নজর রাখবেন।

আরেক প্রস্তাবে সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য্য এমত ব্যক্ত করেন যে কোন College-কে Affiliation দেবার পূর্বে অভিজ্ঞ লোকের মতামত নিয়ে তা করতে হবে এবং দেখতে হবে, সে সমস্ত কলেজে যথাযথ গ্রন্থাগার ও বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি আছে কিনা।

আগামী নির্বাচনের পর সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে আগামী দিনে কোন বৃহত্তর কর্মসূচীর কথা ভাবা হবে।

সভায় প্রদীপ চৌধুরী বলেন যে একই পদাধিকারী লোক বিভিন্ন কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রমের আওতায় পড়বেন, এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পরিষদের বরাবরের দাবী ছিল সমস্তরের কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য মজুরী কমিশনের বেতনক্রমই চালু হোক। অবশ্য আন্দোলন করে এব্যাপারে যে কিছুটা অগ্রসর হওয়া গেছে সেমতও তিনি ব্যক্ত করেন।

শ্রীচৌধুরী আরও বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পরিষদ এখনই সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুক, সভা এ বক্তব্য অনুমোদন করে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল ও কলেজগুলির ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর মারফৎ একটা পুরো চিত্র জানতে চাওয়ার জন্য শ্রীজুড়ান সরখেল ও শ্রীকানাইলাল ঘোষের উপর ভার দেওয়া হয়।

সভায় এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরে এমন একজন ব্যক্তি থাকবেন যিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী নিয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল থাকবেন, গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রতিটি জেলাস্তরে শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগারের একটি উপসমিতি গঠন করা হোক।

'গ্রন্থাগার' মারফৎ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এখনই জানানো হোক যে প্রতি শনিবার বিকেলে "শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার সমিতির নিম্নোক্ত সভ্য/সভ্যাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন সমস্যাবলী আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে।—

স্কুল (কলিকাতা) :	শ্রীঅসিতাভ দাস
কলেজ :	শ্রীজুড়ান সরখেল শ্রীকানাইলাল ঘোষ
বিশ্ববিদ্যালয় :	শ্রীগীতা চট্টোপাধ্যায় শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী।

The West Bengal Public Libraries Bill, 1979.

(As passed by the Assembly on the 12th September, 1979.)

A BILL

to provide for the establishment of public libraries in the State of West Bengal and to regulate, guide, control, supervise and to grant recognition to the existing libraries in the State as also to provide for a comprehensive rural and urban library service in the State of West Bengal.

Whereas it is expedient to provide for the establishment of public libraries in the State of West Bengal and to regulate, guide, control, supervise and to grant recognition to the existing libraries in the State as also to provide for a comprehensive rural and urban library service in the State of West Bengal ;

It is hereby enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the West Bengal Public Libraries Act, 1979.

(2) It extends to the whole of West Bengal.

(3) This section shall come into force at once and the remaining sections shall come into force on such date or dates as the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint and different dates may be appointed for different sections of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "aided library" means a recognised library receiving aid from the Government, or from a Local Library Authority ;

(b) "Central Library" means a library declared by the State Government by notification as the Central Library ;

(c) "Director" means the Director of Public Libraries appointed under section 6 ;

(d) "District" means a revenue district ;

(e) "District Library" means a library in a district established or recognised by the Government as the District Library ;

(f) "Government" means the Government of the State of West Bengal ;

(g) "notification" means a notification published in the *Official Gazette* ;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(i) "private library" means a library other than an aided, recognised or a public library ;

(j) "public library" means a library established or maintained by the Government or by a Local Library Authority ;

(k) "recognised library" means a library recognised by the Director and declared as such for the purposes of this Act.

CHAPTER II

The State Library Council

State Library Council and its functions.

3. (1) The Government shall constitute a State Library Council (hereinafter referred to as the Council) for the purpose of advising the Government on the management of the Central Library, on matters of public library system and on such other matters relating to libraries and library service as may be referred to it.

(2) The Council shall, in consultation with Local Library Authorities constituted under Chapter III, also formulate the principles governing the eligib lity of private libraries to receive recognition or aid under this Act.

(3) The Council shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

Composition of the Council

4. (1) The Council shall consist of :—

(a) the Minister-in-charge of Library Services who shall be the Chairman of the Council ;

(b) four persons to be elected by the members of the West Bengal Legislative Assembly from amongst themselves ;

(c) four persons to be nominated by the Government representing the interests of Universities, the West Bengal Board of Secondary Education and the West Bengal Council of Higher Secondary Education from amongst their members;

(d) two representatives of the Bengal Library Association to be nominated by the Executive Committee of the said Association from amongst its constituted members ;

(e) one representative of the employees of the libraries that will come under the purview of this Act to be elected in the manner prescribed ;

(f) two persons elected by the Local Library Authorities from amongst the members of such authorities in the manner prescribed ;

(g) one District Library Officer to be nominated by the Government ;

(h) one District Librarian to be nominated by the Government ;

(i) the Secretary to the Government in the Education Department or his nominee ;

(j) the Director of Public Instruction, West Bengal or his nominee ;

(k) four persons to be nominated by the Government who in its opinion are experts in library science and library service ;

(l) the Deputy Director of Public Instruction (Social Education), West Bengal ;

(m) the Director of Information and Cultural Affairs or his nominee

(n) the Librarian, Central Library ;

(o) the Librarian of the National Library, Calcutta ;

(p) the Director who shall be the *ex-officio* Member-Secretary of the Council.

(2) The members, other than the *ex-officio* members, shall hold office for a period of three years :

Povided that if a nominated or an elected member ceases to hold the position by virtue of which he was so nominated or elected, he shall automatically cease to be a member of the Council.

Functions of the Central Library.

5. The Central Library shall, in addition to running a library and a reading room, perform such other functions as may be entrusted to it from time to time by the Government or any other officer authorised by the Government in that behalf.

Appointment and functions of Director

6. The Government shall appoint a Director of Libraries in accordance with the rules made under this Act and the Director shall, subject to the control of the Government, discharge the following functions :—

(a) maintain a register of recognised libraries ;

(b) manage the Central Library together with the branches of such library and shall superintend and direct all matters relating to the Central Library ;

(c) declare, in accordance with the rules made under this Act, by notification, the names and addresses of the recognised libraries in the State ;

(d) superintend and direct all matters relating to the work of all local library authorities under this Act ;

(e) submit to the Government in accordance with rules made under this Act a report on the working of all libaries under this Act ;

(f) inspect or cause to be inspected periodically through officers authorised in this behalf all the public and recognised libraries ;

(g) take steps for removal of defects in the working of any such library as the reports on inspection of the libraries by the officers authorised under clause (*f*) may disclose and take measures for enforcing the rules as may be made in this behalf and in appropriate cases obtain

approval of the Government for derecognition of the library or discontinuance of financial and other assistance to such library in the event of persistent failure to abide by the rules made under this Act or otherwise which in his opinion warrants such action;

(h) guide, control and supervise the functioning of the libraries;

(i) take appropriate steps for prosecution of persons responsible for any loss or injury caused to any library; and

(j) perform such other duties and exercise such other powers in accordance with this Act or the rules made thereunder.

Directorate of Libraries

7. (1) There shall be a "Directorate of Libraries" to be constituted by the Government for the purposes of this Act with such number of officers and employees as may be prescribed.

(2) The officers and staff of the Directorate of Libraries shall be wholetime Government employees and the terms and conditions of their services shall be such as may be prescribed.

CHAPTER III

Local Library Authorities

Constitution of Local Library Authorities.

8. (1) For the purpose of organizing and administering public libraries in the State, there shall be constituted by the Government Local Library Authority for each district.

(2) The Local Library Authority for each district shall consist of:—

(i) the District Magistrate of the district who shall be the Chairman;

(ii) the District Library Officer, who shall function as *ex-officio* Member-Secretary of the Local Library Authority;

(iii) the District Social Education Officer;

(iv) two representative of the Associations of the employees of the the different public libraries to be nominated by the Governmet.

(v) two members to be nominated by the Government form amongst the Commissioners of the Municipalities within the district;

(vi) two representatives of the district branch of the Bengal Library Association to be nominated by the Executive Committee of the said Association;

(vii) one person to be nominated by the *Sabhadhipati* from amongst the members of the *Zilla Parishad* in the district;

(viii) two persons nominated by the Government from amongst the members of the *Panchayat Samitis* in the district;

(ix) two persons nominated by the Government, of whom—

(a) one shall be a member of the Governing Bodies of recognised libraries in the district, and

(b) the other from the Advisory Committees, if any, of the libraries under the District Library ;

(x) a teacher of a College or Polytechnic in the district to be nominated by the Government ;

(xi) a teacher of a High School or a Higher Secondary School in the district to be nominated by the Government :

(xii) a teacher of a Primary School in the district to be nominated by the Government ;

(xiii) two M.L.A.s of the district to be nominated by the Government ;

(xiv) the Librarian/Librarians of the District Library/Libraries.

(3) The members, other than the *ex-officio* members, shall hold office for a period of three years :

Provided that if a nominated or an elected member ceases to hold the position by virtue of which he was so nominated or elected, he shall automatically cease to be a member of the Local Library Authority.

Local Library Authority shall be a body corporate.

9. Every Local Library Authority shall be a body corporate, by the name of the area for which it is constituted, shall have perpetual succession and a common seal, and may sue or be sued in its corporate name, and shall have the right of acquiring, holding or transferring property, movable or immovable, of entering into contracts and of doing all things necessary, proper or expedient, for the purposes for which it is constituted.

Power of a Local Library Authority

10. A Local Library Authority may—

(a) provide suitable lands and buildings for public libraries and also the furniture, fittings, materials and conveniences requisite therefor ;

(b) stock such libraries with books, periodicals, newspapers, maps, works and specimens of art and science, lantern slides, cinema reels and any other thing suitable for the purpose ;

(c) employ from time to time such officers and staff for such libraries in the manner prescribed ;

(d) with the previous sanction of the Government, close or discontinue any public library organised or run by it or change the site thereof ;

(e) recommend to the Director for withdrawal of recognition of, or discontinuance of Government grant to, any public library ;

(f) accept, with the previous sanction of the Director, any gift of books, or, with the previous sanction of the Government, for any other gift or endowment for any purpose connected with his activities ;

(g) provide for lectures and seminars on topical subjects and the holding of classes ; and

(h) in general, do everything necessary to carry out the purposes of this Act.

Vesting of properties in Local Libary Authorities

11. All property, movable and immovable, acquired or held for the purpose of any public library in any area shall vest in the Local Library Authority of that area.

Regulations by Local Library Authorities.

12. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a Local Library Authority may, with previous approval of the Government, make regulations generally to carry out the purposes of this Act and, without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for—

(a) the admission of persons to public libraries in its area on such conditions and on payment of such fees as it may specify ;

(b) requiring from persons desiring to use such libraries any guarantee or security against injury to, or misuse, destruction or loss of the property of such libraries ;

(c) the manner in which the property of such libraries shall be used to ensure the protection of such property from injury, misuse, destruction or loss ; and

(d) authorise its officers and employees to exclude or remove from any such library any person who contravenes or fails to comply with the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder.

Power to Government to cancel or modify regulations

13. (1) If, at any time, the Government is of opinion that any regulation made under this Act by a Local Library Authority should be cancelled or modified either wholly or in part, it shall cause the reasons for such opinion to be communicated to such Local Library Authority, and shall specify a reasonable period within which such Local Library Authority may make any representation with regard thereto which it may think fit.

(2) After receipt and consideration of any such representation, or, if in the meantime no such representation is received, after the expiry of the specified period, the Government may, at any time, by notification cancel or modify such regulation, either wholly or in part.

(3) The cancellation or modification of a regulation under sub-section (2) shall take effect from such date as the Government may in the said notification direct, or if no such date is specified, then from the of publication of the said notification except as to anything done or suffered or omitted to be done before such date.

Executive Committee.

14. A Local Library Authority may appoint an executive committee consisting of such number of its members as it may deem fit and delegate to such committee such of its powers or duties under this Act as may be prescribed.

Preparation of scheme.

15. (1) As soon as possible after a Local Library Authority is constituted, and thereafter if required by the Director, every Local Library Authority shall prepare a scheme for establishing libraries and for spreading library service within its and area submit it to the Director for sanction. The Director may sanction it with such modifications and additions, if any, as he may think fit and the Local Library Authority shall give effect to the scheme as may be sanctioned by the Director.

(2) The Director may 'suo motu' or on an application by the Local Library Authority concerned modify any scheme sanctioned under sub-section (1) or replace it by a new scheme

District Library Officer and District Librarain

16. (1) The Government shall appoint a person to be called the District Library Officer on such terms and conditions as may be prescribed and he shall generally, subject to the control of the Director, direct, superintend and manage the affairs of the libraries in a district.

(2) (i) The Government shall, in consulation with the Local Library Authority, place a person in charge of a District Library to be called the District Librarian with such qualifications and on such terms and conditions as may be prescribed.

(ii) the District Librarian shall, subject to the control of the Local Library Authority, manage the affairs of a District Library.

CHAPTER IV

Finance and Accounts

Library Fund

17. (i) Every Local Library Authority shall maintain a library fund out of which payments under this Act shall be met.

(2) There shall be credited to the library fund the following sums—

(a) contributions, gifts and income from endowments made to the Local Library Authority for the benefit of public libraries ;

(b) grants which the Government may make for the general maintenance or for any specific purpose connected with libraries or social education ;

(c) any amount collected by the Local Library Authority under any rules or regulations made under this Act.

Accounts and audit.

18. (1) An account of all assets and liabilities of each Local Library Authority and of all contributions, gifts and income from endowments, grant made by the Government, any rules under this Act shall be maintained in the prescribed manner.

(2) The account shall be audited annually in such manner and by such officer or authority as may be prescribed. A copy of the audit report shall be submitted to the Government in the prescribed manner.

CHAPTER V

Miscellaneous

Validation of acts.

19. No act of the Council or of a Local Library Authority shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any vacancy, initial or subsequent, or any defect, in the constitution of the Council or the Authority.

Reports and returns.

20. Every Local Library Authority and every person in-charge of a public library shall submit such reports and returns and furnish such information to the Director or any person authorised by him in this behalf as the Director or the person so authorised may, from time to time, require.

Inspection of public libraries.

21. The Director or any person authorised by him in this behalf may inspect any public library or any institution attached thereto for the purpose of satisfying himself that the provisions of this Act and the rules made thereunder are duly carried out.

Penalty.

22. (1) Whoever contravenes any provision of this Act or of any rules made thereunder shall, if no other penalty is provided therefor in any other Act, be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or if having been previously convicted of such offence is again convicted of an offence under this Act, with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a written complaint made by the Director or by any person authorised by the Director in this behalf.

Power to make rules.

23. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the matters which may be or are required to be prescribed or made by rules.

(3) All rules made under this section shall, as soon as may be, after they are made, be laid before the House of the State Legislature for 14 days and shall be subject to such modification as the State Legislature may make during the session in which they are so laid.

Amendment to the Press and Registration of Books Act, 1867

24. The Press and Registration of Books Act, 1867, (25 of 1867) shall, in its application to the State of West Bengal, be amended as follows :—

(1) for clause (a) of the first paragraph of section 9, the following clause shall be substituted :—

"(a) in any case, within one calendar month after the day on which any book shall first be delivered out of the Press, three such copies and";

(2) in section 11, for the first paragraph, the following paragraph shall be substituted :

"Out of the three copies delivered pursuant to clause (a) of the first paragraph of section 9 of this Act, one copy shall be sent to the Central Library, and the remaining copies shall be disposed of in such manner as the Government may from time to time determine."

This Bill was passed by the West Bengal Legislative Assembly on the 12th September, 1979.

SYED ABUL MANSUR HABIBULLAH,
Speaker,
West Bengal Legislative Assembly

Dated the 14th September, 1979

পনেরো খণ্ডে ছবিভরা জ্ঞান বিজ্ঞানের বই

জানবার কথা

সম্পাদক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১ম খণ্ড : "মহাবিশ্ব" (জ্যোতির্বিজ্ঞান)--লিখেছেন রমাতোষ সরকার (১৮ টাকা)

২য় খণ্ড : "বস্তুপরিচয় (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন)—লিখেছেন অমিতাভ দত্ত (১৮ টাকা)

অন্যান্য খণ্ডে : বস্তু পরিচয়ের আরও কথা / পৃথিবী (ভূবিজ্ঞান ও ভূগোল) / প্রাণীজগৎ / ক্রমবিকাশ ও মানুষ / শরীর-স্বাস্থ্য / আদিম সমাজ / পৃথিবীর ইতিহাস / ইতিহাসে ভারত / যন্ত্রকৌশল / অর্থনীতি / ললিতকলা / সাহিত্য / সত্যের সন্ধানে মানুষ (ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান)

উপদেষ্টা : নীহাররঞ্জন রায় / অসীমা চট্টোপাধ্যায় / নীহার কুমার মুন্সী / রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত / এ. ডব্লু. মাহ্‌মুদ / মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী / বিনায়ক সরওয়াই / কৃপাল কুমার দাশগুপ্ত

লিখেছেন : নীহাররঞ্জন রায় / সত্যজিৎ রায় / রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত / দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / সুনীল মুন্সী / অশোক ঘোষ / অর্দ্ধেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায় / রাঘবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / গৌতম ভদ্র / শুভেন্দু দাশগুপ্ত / অমিতাভ ঘোষ, প্রমুখ

গ্রাহকদের জন্য : ১০ টাকা গ্রাহকচাঁদা ও প্রতি খণ্ড ১৫ টাকা (ডাকে বই নিলে ডাক খরচ আলাদা)

নতুন গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে

বিক্রয় ও গ্রাহককেন্দ্র : সময় বুক হাউস, ১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩ (কলেজ ষ্ট্রীট)

প্রতিটি গৃহে ও গ্রন্থাগারে রাখবার মত একটি সেট

রিসার্চ ইণ্ডিয়া পাবলিকেশনস্, পি-১২, সি. আই. টি. রোড, স্কিম—৫২, কলকাতা-৭০০০১৪

Government of West Bengal
Education Department Appointment Branch

No. 2080—Edn (A) Dated Calcutta the 6th Nov. 1979

From : B. De
Deputy Secretary to the Government of West Bengal

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Revision of payscale of Librarians of Government colleges

The undersigned is directed to say that the Government of India in Ministry of Education and Social welfare requested the State Government to consider the introduction in this state of the revised pay scales for Librarians of government and non-government colleges as recommended by the University Grants Commission with such modification as might be considered necessary to suit local conditions. The Government of India offered to render financial assistance to the State Government for giving effect to the revised scales of pay subject to the following conditions :—

i) Central Assistance to the extent of 80 percent of the expenditure will be available for the period from 1.1.73 to 31.3.79.

ii) The State Government would bear the entire balance of expenditure in that period; and

iii) The State Government would take over the entire responsibility for maintaining the revised scales with effect from 1.4.79.

2. The West Bengal Government have decided to introduce the revised scales for the librarians of Government colleges under the said conditions. The Governor is now pleased to sanction the revision of the scales of pay for Librarians of all Government colleges, including Engineering, Technical and Teachers' Training Colleges, of this State with effect from 1.1.73 as under :

	Existing scale of pay (Rs)	UGC scale of pay (Rs)
1.	Librarians (426-825)	700-40-1100-50-1300
2.	Librarians/ Asstt Librarians (300-600)	550-25-750-EB-30-900
3.	Librarians/Asstt. Librarians (230-425)	55 -25-750-EB-30-900

3. The revised scales will be admissible (a) with effect from 1.1.73 to Librarians/ Assistant Librarians who were serving in Government colleges on 1.1.73, and (b) in other cases, with effect from the date subsequent to 1.1.73 when they joined/will join such colleges, subject, in both cases, to the exercise of option (vide para 4 of this G.O) by such Librarians/Assistant Librarians except future recruits. Future recruits to those posts will automatically receive the revised scales.

4. The Governor is pleased to order what Librarians will not be permitted to receive simultaneously the benifits both of the revised scales of pay sanctioned in this G.O. and of the New/Intermediate Selection Grade. Each Librarian will be permitted, at his/her option, to accept the revised scale of pay with effect from the due date vide para

3 of this G.O. or to retain the existing scale of pay/New Intermediate Selection Grade. Such option will have to be exercised in the form appended herewith within a period of two months from the date of this order or the due date, whichever is later. Option once exercised will be final. Regarding the mode of fixation of pay in the revised scale, another G.O. will issue.

5. These orders will not affect any of the existing conditions of service other than the pay scales. In particular the age of retirement, the retirement benifits and the norms of the Government servants conduct wi l continue to be governed by the existing relevant rules of this Government.

6. The charges on account of the additional expenditures involved will be debited to the appropriate head in the "277-Education (excluding Sports and Youth Welfare)" Budget.

7. This order issues with the concurrence of Finance Department vide its u/o no. Group B-2622 dated 16.11.78.

8. The Accountant General, West Bengal and the pay and Accounts Officer, Calcutta, have been informed.

Sd/. B. De.
Deputy Secretary

OPTION FORM

I hereby opt the revised scale of pay with all the coditions attached to the it with effect from the due date (vide para 4 of G. O. 2080-Education (A) dated 6.11.79).

I do hereby opt to retain in the existing scale of pay/New/ Intermediate Selection Grade.

Counter signed.

Signature with date
Designation
Principal of the College/Controlling officer

Please strike out when inapplicable

লাইব্রেরির পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ

প্রবন্ধ

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : ধর্ম ও কুসংস্কার

ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী :
উনিশ শতকের দর্পণ নাটক

কালিসাধন মুখোপাধ্যায় :
রবীন্দ্র কাব্যে পশ্চিমালোক

মিহির আচার্য :
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা ৮·০০
শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র ৬·০০

উপন্যাস

চিত্ত ঘোষাল : ঘোড় সওয়ার ৬·০০
বুকে যে গান ৬·০০
ওরা চারজন ১২·০০
মিহির আচার্য : জীবন নিরবধি ১৬·০০

মিহির আচার্য :
পৃথিবীর বয়স ১৪·০০
বিরাগমন ১০·০০
ঘুনসু পাহাড়িক ৮·০০
কোনাকির আলো ৮·০০

ছোট গল্প

মিহির আচার্য : নির্বাচিত গল্প ১৬·০০
মিহির আচার্যের গল্প ১০·০০
আজ কালপরশু ৫·০০
চিত্ত ঘোষাল : গল্প সংগ্রহ ১০·০০

কবিতা

মৃণাল বসুচৌধুরী : যেখানে জীবন ৪·০০
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : আমন তুমারি ৬·০০
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : শিবকে কুষ্ঠির দশ ৪·০০

চতুষ্কোণ ॥ ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English Abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগার, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15·00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO, WB/CC-CI.—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

- 9 JAN 1980

Volume 29 : No. 7-8

Oct.-December, 1979

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Pradip Chaudhuri

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৯-১০ পৌষ-মাঘ ১৩৮৬

॥ সূচী ॥

সম্পাদকীয়	১১৭
সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়···ইত্যাদি	১১৮
প্রবোধ ভট্টাচার্য—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : একটি উত্তর-মূল্যায়নী সমীক্ষা	১১৯
অশোক বসু—লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট : উদ্ভব ও বিকাশ	১২৯
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—ইতিহাসের বিভূতি	১৪৯
গ্রন্থাগার দিবস	১৫৬
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমাবর্তন উৎসব	১৬২
সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা	১৬৩
রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি	১৬৪
Memorandum, Rules & Regulations of The Bengal Library Association	I-12

বার্ষিক চাঁদা—১৮·· সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী বর্তমান সংখ্যা—৩··

সংগ্রহে রাখার মত বই

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। [দুই খণ্ড টা. ১০০.০০]

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু। প্রায় সাড়ে তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবন চরিত। [টা. ৪০.০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের আকর-গ্রন্থ। বহু পদের টীকা সম্বলিত। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [টা. ৭৫.০০]

গিরিশ রচনাবলী

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা পাঁচ খণ্ডে সঙ্কলিত। প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, অন্য খণ্ডগুলির সম্পাদনা ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ সংযোজিত। প্রতি খণ্ডে কয়েকটি আর্ট.প্লেট। [প্রতি খণ্ড টা. ২৫.০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) তিন খণ্ডে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। জীবনী আলোচিত। [প্রতি খণ্ড টা. ৪০.০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৭০০ ০০৯

[৩৫-৭৬৬৯]

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৯-১০ | সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী | পৌষ-মাঘ ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ. জি. সি. বেতনক্রম ও গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকেরা বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে এখনো পর্যন্ত অবহেলিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনা করে গ্রন্থাগারিকেরা কোন্ স্তরের কর্মী—শিক্ষক, না অশিক্ষক কিংবা অন্য কোন স্তর বিন্যাস—এখনো পর্যন্ত সঠিক হয়ে ওঠেনি। তবে সংশোধিত বেতন-ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গ্রন্থাগারিকদের অশিক্ষক কর্মীরূপে গণ্য করা হচ্ছে। আমরা যতদূর জানি, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা শিক্ষকের সমান। এমনকি, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল্য। আমাদের দেশে ভারত সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন (রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, ১৯৪৮-৪৯ ; কোঠারী কমিশন, ১৯৬৪-৬৫ ;...ইত্যাদি) এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিয়োজিত 'গ্রন্থাগার কমিটি (১৯৬৯)' নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে গ্রন্থাগারিকেরা শিক্ষকের সমতুল্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি. বেতনক্রম চালু করা এবং মর্যাদার প্রশ্নে শিক্ষকের সমান মর্যাদা দানের দাবী। গত ৭।৯।১৯৭৯ তারিখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকর্মীদের বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিক্ষক সমিতি রাজ্য সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, দাবীগুলি সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করা হবে। ইতিপূর্বে কোন সরকারই দাবীগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার কলেজগুলিতে ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমান সরকার-ও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের প্রতি সুবিচার করেননি। কলেজের ক্ষেত্রে, একই কাজের জন্যে দু'টো বেতনক্রম (যথা, ৭০০-১৩০০ এবং ৫৫০-৯০০) ধার্য করেছেন। তার মধ্যে আবার, ৭০০-১৩০০ বেতনক্রম সরকারী কলেজের মাত্র ৪/৫ জন গ্রন্থাগারিকের ভাগ্যে জুটবে, অন্যান্য সকল গ্রন্থাগারিকই (সরকারী/বেসরকারী) পাবেন ৫৫০-৯০০ বেতনক্রম। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থাও শোচনীয়। সেখানে ১৯৭৮-র বেতন পুনর্বিন্যাসে ৩টি স্তর স্থিরীকৃত হয়েছে—(১) লিপিক, (২) অশিক্ষক, এবং (৩) অফিসার। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের যেখানে Academic Staff ধরা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের অশিক্ষক কর্মীস্তরে ফেলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের জন্য কোন ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু করা হয়নি।

রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। (১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের Academic Staff গণ্য করতে হবে : (২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার সঠিক মূল্যায়ণ করে, "স্থানীয় গুরুত্ব বিবেচনা করে" (Government of India, Ministry of Education & S. W. Circular No. F. 1-41/74-U-1, Dated 7.1.77) ইউ, জি, সি, বেতনক্রম অবশ্যই চালু করতে হবে : (৩) সমকাজের জন্য সমান বেতনের বৈজ্ঞানিক নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে : (৪) কলেজের ক্ষেত্রে, কলেজ শিক্ষকের সমান বেতনক্রম দিতে হবে : (৫) যেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের কাছে গেছে, তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও যাতে ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু করা যায়, সেই জন্যে সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে হবে, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানোর জন্যে।

আমরা আশা রাখি,—সুস্থমাত্র জীবন ও জীবিকার স্বার্থে নয়, এরাজ্যে কার্যকরী উচ্চশিক্ষা প্রচলনে গ্রন্থাগার কর্মীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, দায়িত্ব ও পদমর্যাদার কথা স্মরণে রেখে বর্তমান জনপ্রিয় সরকার অবশ্যই দাবীগুলি মেনে নেবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৩৬তম অধিবেশন

মে, ১৯৮০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের নির্দিষ্ট তারিখ ও স্থান শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হবে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :

(১) সাধারণ গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ

(২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ

আলোচ্য বিষয়গুলির জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থানুরাগীদের কাছ থেকে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধ তথ্যভিত্তিক ও বাস্তবানুগ হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য ১ হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ এবং সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিখিত আকারে পরিষদের কার্যালয়ে কর্মসচিবের নামে আগামী এপ্রিল ১৫, ১৯৮০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ, বর্জন ও প্রয়োজনবোধে সম্পাদনার অধিকার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির থাকবে। নমস্কারান্তে,

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৩৬-তম অধিবেশন

(১-৪ মে, ১৯৮০)

১০ মার্চ ১৯৮০

সুধি,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন) উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধমান জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় আগামী ২রা মে থেকে ৪ঠা মে, ১৯৮০, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩৬তম অধিবেশন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জিমনেসিয়াম হলে' অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :

১। সাধারণ গ্রন্থাগারের মান (Standard) নির্ধারণ এবং (২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মান (Standard) নির্ধারণ। আলোচ্য বিষয়ের ওপর গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের নিকট থেকে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের মান, এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের মান প্রভৃতি নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাদি ও সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিখিত আকারে পরিষদ কর্মসচিবের কাছে আগামী—১৫ই এপ্রিলের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। নির্বাচিত প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য ১ হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং গ্রন্থাগারানুরাগী জনসাধারণকে যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্যসাধন এবং সুনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

নমস্কারান্তে—

আব্দুল মোমিন মিয়া
৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
গোলাপবাগ, বর্ধমান

শ্যামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১০৪ সি আই টি স্কীম নং ৫২
কলিকাতা-৭০০ ০১৩
(ফোন : ৪৪-৮৪৬৬)

জ্ঞাতব্য বিষয়

১। ২রা মে, ১৯৮০ শুক্রবার বিকেল ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। চলবে ৪ঠা মে, রবিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত।

২। প্রতিনিধি তালিকাভুক্তীকরণ শুরু হবে ২রা মে সকাল ৯টা থেকে।

৩। সম্মেলনে যে কোন ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন। পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য, প্রতিষ্ঠান-গত সদস্য এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের কোন প্রতিনিধি ফি লাগবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পত্র থাকলে প্রত্নাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরও কোন প্রতিনিধি ফি দিতে হবে না। অন্যান্যরা দু'টাকা করে প্রতিনিধি ফি দিয়ে সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন। সদস্য-প্রতিষ্ঠান সমূহ দু'জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন।

৪। প্রত্যেককে নিজ নিজ বিছানা ও মশারী আনতে হবে।

৫। ২রা মে বিকেল থেকে ৪ঠা মে দুপুর পর্যন্ত থাকা ও খাওয়া বাবদ জন প্রতি মোট ১৬ টাকা করে দিতে হবে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে অতি অবশ্যই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থও পাঠাতে হবে।

৬। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জিমনাসিয়াম হলে' যাওয়ার পথনির্দেশ—

বর্ধমান ষ্টেশন থেকে রিক্সা যোগে জিমনাসিয়াম হলে (বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে) যাওয়া যায়।

অনুষ্ঠান সূচী

২রা মে, শুক্রবার, ১৯৮০			৩রা মে, শনিবার ১৯৮০		
সকাল ৯টা—বিকাল ৪টা		নামতালিকাভুক্তিকরণ	সকাল ৭টা—৮টা		জলযোগ
বেলা ২টা		সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির সভা	সকাল ৮টা—১২টা		প্রথম অধিবেশন
			দুপুর ১২টা—২টা		মধ্যাহ্ন ভোজন
বিকেল ৪টা—৬-৩০ মিনিট	:	উদ্বোধন অধিবেশন	বিকাল ২টা—৬টা	:	দ্বিতীয় অধিবেশন
সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ	:	চা পান	সন্ধ্যা ৬টা—৬-৩০ মিঃ	:	চা পান
সন্ধ্যা ৭টা	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৭টা—৯টা	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
রাত ৮টা—১০টা	:	নৈশ আহার	৮টা—১০টা	:	নৈশ ভোজন

৪ঠা মে, রবিবার ১৯৮০

৭টা—৮টা	:	জলযোগ
৮টা—১২টা	:	সমাপ্তি অধিবেশন
১২টা—২টা	:	মধ্যাহ্ন ভোজন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : একটি উত্তরসুবর্ণজয়ন্তী সমীক্ষা

প্রবোধ ভট্টাচার্য

ভূমিকা : ইতিহাস পাঠের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এই যে, অতীতের অভিজ্ঞতার আমাদের কিছু শিক্ষণীয় থাকে। আমরা পূর্বসূরীদের সাফল্য ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি হতে সাবধান হই এবং আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য যথাযথ পথনির্দেশ রেখে যাই। যে কোন উচ্চাকাঙ্খী মানুষের যেমন প্রয়োজন হয় গভীর চিন্তা ও একাগ্রতা, তেমনিই পরিষদের বিকাশ ও উন্নয়নেও অতীতের সাফল্য আর ব্যর্থতার কারণ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। সে কারণেই প্রয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি উত্তর সুবর্ণজয়ন্তী সমীক্ষা যা আমাদের মূলগৎ পরিষদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুখোমুখি করে দেবে।

পরিষদের অতীত ও বর্তমান : অতীতের অর্থাৎ প্রাক্ স্বাধীন ভারতে ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর পরিষদের সূচনাকাল থেকে পূর্ব পর্যন্ত সময়টিকে অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় বলা যেতে পারে। সেই প্রথম পর্যায়ের যুগে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে বাংলার অনেক নামী মনীষী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে যুগের সুশীল কুমার ঘোষ, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় প্রমুখ সক্রিয় নেতৃত্বের নিকট পরিষদ বিশেষভাবে ঋণী। পরাধীন দেশে নানা প্রতিকূল অবস্থায় তৎকালীন নেতৃত্ব যেভাবে পরিষদের প্রাণসঞ্চার এবং তাকে গতিবিত ও গতিশীল করেছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়। দেশকে সংগঠিত করা সময় সাপেক্ষ ও খুবই দুরূহ কাজ। নিঃসন্দেহে পরিষদ অতীতে অনেক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তও নিয়েছে; তবুও অনেক অভিষ্ট লক্ষ্যই সিদ্ধ হয় নি বা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আগামী দিনের ঐতিহাসিকগণ সে বিচার করবেন। সেই প্রথম পর্যায়ে পরিষদের তৎকালীন নেতৃত্ব গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেবার প্রসার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তারই ফলে অবিভক্ত বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলার ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি ছিল মৃতপ্রায়, কর্মী ও গ্রন্থাগার ব্যবহারীরা হতাশাগ্রস্ত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত। সমস্যা সমাধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও হয় নি। ফলে এই পর্যায়ে পরিষদের বার্ষিক বিবরণীতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বাস্তব অবস্থার চিত্রটি প্রায় সর্বদাই স্থিতিশীল দেখা যায়। অবশ্য এ পর্যায়ে একেবারেই যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি তা নয়। সরকারী উদ্যোগে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে পিরামিডাকৃতি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে তা পরিকল্পনাবিহীন ও পারস্পরিক যোগাযোগবিহীন হওয়ায় মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। এর অন্যতম কারণগুলি হোল প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিষদের কার্যকরী স্বীকৃতির অনুপস্থিতে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অনবহিতি, পরিকল্পনার অভাব, এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি। শেষোক্ত কারণেই কি প্রাক স্বাধীন ভারতে কি স্বাধীনোত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পরিষদ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার ও কর্মী সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য ক্রমেই সুদৃঢ় আন্দোলন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তন, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট। জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা গঠন, গ্রন্থাগার

জিলা পালন, বার্ষিক সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন, আলোচনার ব্যবস্থা করা, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষ সাময়িক বক্তৃতার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম নিয়মিত কর্মসূচী'।

খুবই আনন্দের কথা যে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আগ্রহশীল সক্রিয় নীতি একটা বিরাট সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি পুনর্গঠন, রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে যথেষ্ট অর্থ বৃদ্ধি, বাংলা বানানোরণ বাদ লাইব্রেরী কাউন্সেলন সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্বহাল, জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিতে গ্রন্থাগার বৃত্তি কুশলীদের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রন্থাগার কর্মী ও জনগণের মধ্যে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছেন। সর্বোপরি গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তারিখে রাজ্য বিধানসভায় গ্রন্থাগার আইন বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে।

পরিষদের সাম্প্রতিক গুরুদায়িত্ব : গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সময় থেকেই সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়। বর্তমানে আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি যে বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, গ্রন্থাগার কর্মী ও জনগণের উপর পশ্চিমবঙ্গে জনমুখী এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের গুরুদায়িত্ব আসতে চলেছে। এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পরিষদের দীর্ঘকালের একটি দাবী বাস্তবে রূপায়িত হল, অন্যদিকে তেমনি সাংগঠনিক দায়িত্ব বেড়ে গেল অনেক বেশী। সেজন্যই বর্তমান নেতৃবৃন্দকে এখন থেকেই অনেক কুশলী, অনেক বেশী বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উন্নততর লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এমন একটা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে নয়া পথিকৃতের সম্মান অর্জন করতে পারে। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত না হলে সাফল্য অর্জন খুবই কষ্টকর হবে। মনে রাখা দরকার যে মাদ্রাজে সেই ১৯৩৮ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে কোদাইকানালে অনুষ্ঠিত সারাভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের এক সম্মেলনে যে ভাবে সে রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে তার সমালোচনা করা হয় এবং আইনকে আরো বেশী কার্যকর করবার জন্য নতুন করে চিন্তার দাবী জানানো হয়। এ রকম অবস্থার পুনরাবৃত্তি যাতে এ রাজ্যে না হয় সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই আইন প্রবর্তনের পর আগামী এক বছরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কতটা অগ্রগতি হয় পূর্বের নিরিখে তার পর্যালোচনা, রূপায়ণের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং গ্রন্থাগারগুলির সেবার মূল্যায়নের জন্য জনসাধারণের উপর এই গ্রন্থাগারগুলির প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এ দায়িত্ব পালনে আছে সমস্যা, আছে সীমাবদ্ধতা যা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। আর এই সমস্ত সমস্যা, সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপরেখা নির্দিষ্ট করতে হবে।

পরিষদের প্রধান প্রধান সমস্যা ও সমাধান :

পরিষদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা আর্থিক ও সাংগঠনিক।

১. **আর্থিক :** উপযুক্ত আর্থিক সংগতির অভাবে পরিষদের অনেক প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিষদকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

২. **সদস্যভুক্তি :** সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রয়াস চালাতে হবে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় পাঁচ হাজার গ্রন্থাগারের মধ্যে মাত্র শ'পাঁচেক প্রতিষ্ঠান সদস্য তালিকায় তালিকাভুক্ত। অন্য দিকে চার হাজার গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে মাত্র এক হাজারের মতো পরিষদে ব্যক্তিগত সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত আছেন। গ্রন্থাগার পেশায় নিযুক্ত সকলেই সদস্যভুক্ত না হওয়ায় আর্থিক অনটন ছাড়াও পরিষদের অনেক উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয় না। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগার কর্মী মাত্রে সদস্যপদ বাধ্যতামূলক এমন ব্যবস্থা প্রচলন করা

সম্ভব কি না অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রমের ব্যবস্থা আছে সেখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষদের সদস্যপদ্ধতি আবশ্যিক করা যায় কি না সেটাও অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। মনে রাখা দরকার যে অন্যান্য উন্নতত্তর সেবা ও গ্রন্থাগার পরিষদ পরস্পরের পরিপূরক। পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে পেশার যে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটে তা কোন গ্রন্থাগার কর্মীই বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারেন না। ট্রেড ইউনিয়নকেও চাঁদা দিতে হয়। এমন কি অন্যান্য পেশাদারী সংস্থা যথা মেডিক্যাল কাউন্সিল, বার কাউন্সিলকেও চাঁদা দিতে হয়—অথচ গ্রন্থাগার কর্মী কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য ছাড়াই পরিষদ কর্তৃক অর্জিত সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন এটা হতে পারে না। প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে যান নির্ধারক সংস্থা হিসাবে পরিষদের স্বীকৃতি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ইদানিং গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশ ও সদস্য তালিকা সংরক্ষণের জন্য ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সে জন্য যে কোন সদস্য পরিষদ থেকে ন্যূনতম সেবা পেয়ে থাকেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সদস্য চাঁদা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩. বিজ্ঞাপন : দেখা গেছে বিজ্ঞাপন হতে পরিষদের আয় উল্লেখযোগ্য নয়। এজন্য অধিকতর সংখ্যায় সরকারী ও বেসরকারী বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সচেষ্ট হতে হবে।

বিজ্ঞাপনের আবেদন পত্রের সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি আকর্ষণীয় ফর্দায় ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় বিভিন্ন তথ্যসহ ছাপা প্রয়োজন। এই ফর্দায়ে বিজ্ঞাপনের হার ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সহায়ক হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস, গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদের ভূমিকা, পরিষদের এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য ও আগামী দিনের লক্ষ্য—পশ্চিমবঙ্গের মোট আনুমানিক পুস্তক স্তরের পরিমাণ, আগামী বছরে এই খাতে সম্ভাব্য বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার উপযোগিতা ইত্যাদি তথ্য ঐ ফর্দায়ে বিজ্ঞাপন দাতাদের জ্ঞাতার্থে সংযোজন করা প্রয়োজন।

এ ছাড়া গ্রন্থাগার পত্রিকার সূচনায় শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন (যথা, কোন পত্র-পত্রিকার পুরনো সংখ্যা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বিনিময়) গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নোটিশের বিজ্ঞাপন, অথবা রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি সংস্থায় গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। পরিষদের যে সমস্ত সদস্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁরা একটু সচেষ্ট হলেই বিজ্ঞাপন হতে যথেষ্ট আয় হতে পারে।

৪. অন্যান্য উৎস : পরিষদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও অবকাশকালীন স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে কিছু আয় হতে পারে। বড় বড় গ্রন্থাগারে দায়িত্বশীল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সপ্তাহান্তে সামান্য দক্ষিণার পরিবর্তে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সুবিধার্থে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ব্যবহারিক ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ভবিষ্যত গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপরেখা শীর্ষকে (৩·৩) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী, সূচীকরণ, অথবা যে কোন বিষয়ের ব্যাপক অনুসন্ধান সামান্য দক্ষিণার পরিবর্তে করলেও কিছু আয় হতে পারে।

৫. প্রকাশনা : বাস্তবোচিত প্রকাশনা নীতি গ্রহণ করলে প্রকাশন থেকেও উল্লেখযোগ্য আয় হতে পারে। এ বিষয়ে ভবিষ্যত গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপরেখা শীর্ষকে (৩·৪) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সাংগঠনিক সমস্যা : গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে : বার্ষিক সাধারণ সভাতেই বিগত বছরের কার্যাবলীর মূল্যায়ন হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আগামী বছরের কাজে ব্রতী হতে হয়। তাহলে

এই সভা এক বছরের জন্য কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। স্বভাবতই এখানে সভ্য-সভ্যাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন সুষ্ঠু সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির সংখ্যা পরিষদের নিয়মিত কর্মীদের কাছে এক হতাশা এবং আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে। ...যে কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাকর্মীদের পাশের সাধারণ সভ্যদের সংগঠনপ্রিয়তা, তাঁদের উৎসাহ। পরিষদের কর্মীরা কি সাধারণ সভ্যদের কাছ থেকে প্রেরণার প্রতীক বছরের একটি মাত্র দিনের উপস্থিতির প্রত্যাশা করতে পারেন না? গণতন্ত্রে প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব ব্যাপকতর না হলে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি প্রায়শঃই সংখ্যালঘিষ্ঠের সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। প্রতিনিধি স্থানীয় কাউন্সিল কখনই গঠন করা সম্ভব নয় যদি সে কাউন্সিল একটা বিরাট সংখ্যক অনুপস্থিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। অথচ সেবার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম কিনা তার উপরই পরিষদের সমস্ত শক্তি নির্ভর করে। পরিষদ কখনই প্রতিনিধি স্থানীয় হতে পারে না যদি সদস্যেরা সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ না করেন। সদস্যদের পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যবর্তের প্রতি অনীহা তার দাবীগুলিকে দুর্বল করে। পরিষদ সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থান পরিণত হবে তখনই যখন প্রতিটি সদস্য ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। এটা সম্ভব হবে যখন পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিতরে সকল প্রকার গ্রন্থাগার কর্মী নিজ নিজ মূল্যবোধ ও লক্ষ্য খুঁজে পাবেন। এ ধরণের সদস্য নিষ্ক্রিয়তা অবশ্য উন্নত দেশগুলির শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিষদগুলিতেও দেখা যায়। কিন্তু সে সমস্ত দেশের আর্থিক সচ্ছলতা, গ্রন্থাগার সেবার উন্নত মান ও সরকারী স্বীকৃতি থাকায় সমস্যাটা অতটা গুরুতর না হলেও আমাদের দেশের পরিষদগুলির পক্ষে এটা খুবই কতিকর। ১৯৭৯-৭৮ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভায় মোট উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০ জন। অথচ ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদের মতো একটা শক্তিশালী জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৭২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় একশ জনেরও কম সদস্য উপস্থিত ছিলেন : Liaition June '72) শুধু তাই নয়—দেখা গেছে গত দশ বছরে গড় হিসাবে শতকরা মাত্র ২৫ জন সদস্য নির্বাচনী কাগজ পাঠান এবং শতকরা মাত্র দশ ভাগ কিংবা তারো কম সদস্যদের দ্বারা কাউন্সিলের প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচিত হন (LAR Oct. '72) এ সমস্ত কারণে কাউন্সিলে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রধানগণ এবং ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে. এতে সহযোগিতা ও পূর্ণতার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে হয়। বার্ষিক অধিবেশনে অধিকতর প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্যদের আকর্ষণের একটা স্থায়ী প্রচেষ্টা দরকার। বার্ষিক অধিবেশনে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সহকর্মীদের সঙ্গে বিনিময়ের সুযোগ থাকে। এ ধরণের অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই পেশাগত উৎকর্ষতা সাধিত হয়। অধিবেশনে পঠিত লেখাগুলি যাতে উচ্চমানের হয়, যাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সেবার বিভিন্ন বিষয়ে ফেতাবী ও নীরস আলোচনার পরিবর্তে কার্যকরী ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে. আলোচনার ব্যবস্থা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। অন্যথায় বার্ষিক অধিবেশন শুধুই একটা বাৎসরিক সামাজিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবে।

৯ জেলাশাখা : জেলাশাখাসমূহ জেলাস্তরে পরিষদের নীতিগুলির রূপায়ণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করে। প্রথম অবস্থায় এই শাখাসমূহেরও উৎসাহের অভাব ছিল না ;... কিন্তু কালক্রমে বার্ষিক বিবরণীতে ছাড়া শাখাসমূহের কার্য্যকলীয় ও সক্রিয় অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই।' বিষয়টি গুরুতর। কারণ আর্থিক প্রশ্ন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গঠিক প্রশ্নটি এর সাথে জড়িত রয়েছে। পরিষদের গত কয়েক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জেলাস্তরে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা খুবই হতাশাজনক। কয়েকটি জেলায় কোন প্রতিষ্ঠান-গত সদস্য নেই। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাশাখাগুলিকে আরো সক্রিয় হতে হবে। কারণ জেলা শাখাসমূহের সক্রিয়তা নিশ্চয়ই একজন, দুজন কিংবা তিন জন মাত্র ব্যক্তিগত সদস্য দ্বারা সম্ভব নয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগারনামক

পটভূমিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রতিটি জেলায় দ্রুত ছড়িয়ে দিতে জেলা শাখাসমূহের সক্রিয় ভূমিকা খুবই প্রয়োজন। সুখের বিষয় জেলাশাখা সমূহগুলিকে সক্রিয় করার জন্য জেলাসম্মেলন, জেলাশাখা পুনর্গঠন ও জেলাভিত্তিক নানা-রকম কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিতভাবে জেলা শাখাগুলিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে বিভিন্ন রকম কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন জেলায় পরিষদের সভ্য সংখ্যা ও তৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তৎপর হতে শুরু করেছে।

২. জন সংযোগ : জনসংযোগ কার্যক্রম পরিষদের আর একটি অবহেলিত দিক। গ্রন্থাগার দিবসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনসাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারের একটা সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেওয়া। কিন্তু জনসংযোগের দিকটা উপেক্ষিত থাকায় গ্রন্থাগার দিবসে জনসাধারণের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে অকপটে স্বীকার করে বলা হয় : "নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দাবীগুলিই আজও কাগজে কলমে এবং মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী অনুরাগীদের কণ্ঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।.. কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবীগুলিকে, তার গুরুত্বকে আমরা ব্যাপকতম জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে পারি নি, দাবীগুলি জনসাধারণের দাবী হয়ে উঠতে পারে নি।" জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেতে হলে নিয়মিত সংগঠিত প্রচার মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারে যে শিক্ষা ও জনজীবনের উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন এ বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করতে হবে, এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সকল প্রকারের করণীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনমতকে প্রভাবিত করতে হবে। সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগার মনোভাবাপন্ন করে তোলা, এবং নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করে দ্রুত সামাজিক সামাবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে জনমত গঠনে ও উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টিতে পরিষদের দায়িত্ব অপরিসীম। সেজন্যই বর্তমানে প্রয়োজন একটা সার্বিক প্রচেষ্টা যাতে বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে এমন একটা পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয় যা পেশার অবস্থানের পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে সহায়তা করবে। স্মরণের কথা ৩১তম গ্রন্থাগার সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে কর্মধারাকে বাস্তবায়িত এবং ফলপ্রসূ করিতে হইলে সুসংগঠিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন...এই জনমত সংগঠন ও সরকারী মহলে এর উপযুক্ত প্রতিফলনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মধারা গ্রহণ আশু প্রয়োজন।' ত্রিমুখী এক কর্মধারায় গ্রন্থাগার কর্মী ও জনগণের লইয়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে, রাজ্যস্তরে ও সমবর্মী অন্যান্য অংশের কর্মীদের সহযোগিতায় যৌথভাবে একটি বিস্তর কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কর্মসূচীর প্রথম স্তরে প্রচার আন্দোলন—সভা সমিতি প্রদর্শনী ইত্যাদি : দ্বিতীয় স্তরে সরকারের উপর জনমতের প্রতিফলনের জন্য—স্মারকলিপি, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করা স্থির হয়।

এ ধরণের জনসংযোগ কার্যক্রম শুধুমাত্র জনমত সংগঠনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রাখলে হবে না। পেশার স্তরেও এ ধরণের কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে। গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে দেখতে পাই : গ্রন্থাগার দিবস নিশ্চয়ই একটি নিত্যকর্মের সামিল : সেখানে—ছিল না গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রাণের স্পন্দন।—একি গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠনের বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ? যদি তাই হয়ে থাকে তবে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সংগঠনের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নতুন পথ নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই'। অপর একটি প্রবন্ধেও অনুরূপ অকপট স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায় : '...আমরা সেদিনের কর্মীদের মতো মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারিনি ; আমাদের অনেকের মধ্যেই বোধহয় কিছু অনীহা বা আত্মতুষ্টি বা অন্য কোন কারণে জড়িত জড়তা আছে, আমরা সুসংগঠিত এবং উদ্বুদ্ধ নই ; হতে পারিনি। আমার মনে হয়, আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে ব্যাপক কর্মীসাধারণের মধ্যে এই উপযোগিতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিতি নিশ্চিত করা দরকার যে অবহিতি

তাঁদেরকে উপকৃত সত্যের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।' পরিষদের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের উপর। শুধু তাই নয়—পরিষদের বিভিন্ন বিপরীতধর্মী স্বার্থ ও মতামতগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনে পরিষদের জনসংযোগ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। সমস্ত বিপরীতধর্মী স্বার্থ ও ভাবনার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করেই পেশার ভেতরে ও বাহিরে সে সমস্ত বক্তব্যের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সদ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা যাচ্ছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পেশাদার সাধারণভাবে নিজ পেশার প্রতি নিবেদিত প্রাণ। আর পেশার প্রতি আত্মসত্যের প্রশ্ন এলেই পেশাদারী সংস্থা পরিষদের কথা এসে যায়। অথচ কেন ব্যাপকভাবে পরিষদের প্রতি অসংখ্য গ্রন্থাগার কর্মীর আকর্ষণের অভাব? সেই অসাধারণ গ্রন্থাগারিক Earnest savage বলেছিলেন: The Association gave me the companionshid, the talking circles and the union of a residential university. অথচ এ কালের অসংখ্য গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে জনসংযোগ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে যাতে এই সমস্ত কর্মী পরিষদের সদস্যভুক্ত হতে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত হতে পারে। এছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি, শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষাকর্মচারী সংগঠন, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটা স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপনেও জনসংযোগ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

৩. **গ্রন্থাগার পত্রিকা:** জনসংযোগের কথা বলতে গেলে পরিষদের অন্যতম মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার কথা এসে যায়। গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রাথমিক কর্তব্য হোল জনসংযোগ ও পেশাগত তথ্যের উন্নয়ন। এই পত্রিকাটি পেশাগত আদান প্রদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পত্রিকাটি আকর্ষনীয় নয়, নিয়মানের এ ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অথচ এটা ঘটনা যে পত্রিকাটি মোটামুটি উচ্চমান বজায় রেখে চলেছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় ও সুচিন্তিত রচনা নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে। প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকর্মী ও বিনা পারিশ্রমিকের লেখক দিয়ে নিয়মিত একটা ভাল উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশ করা যে কত শক্ত সেটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আজকের দিনে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ সঙ্কট ও ছাপার কাগজের দুর্মূল্যের দিনে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করাও বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ সেই অসাধ্যসাধন করে-ছেন পরিষদ গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রেখে। গ্রন্থাগার পত্রিকায় জন্য উপযুক্ত লেখা দেবার চেয়ে পত্রিকাটি নীরস ও নিম্নমানের বলে সমালোচনা করা অনেক বেশী সহজ বলেই বোধহয় এত সমালোচনা শোনা যায়। গ্রন্থাগার পেশায় অনেক বাঙালী বিশেষজ্ঞও চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বাংলা ভাষায় উপযুক্ত লেখা দিয়ে তাঁরা পত্রিকাটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেন না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিকতম অগ্রগতির বিষয়গুলি নিয়ে যাঁরা পঠন পাঠন বা গবেষণা করেন তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সবার মধ্যে তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। গঠনমূলক সমালোচনা নিশ্চয়ই কাম্য কিন্তু গ্রন্থাগারবৃত্তি কুশলী গঠন হিসাবে যে কোন ভিত্তিহীন সমালোচনা করবার আগে ভাবতে হবে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া কিভাবে সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র L. A. R. পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করছি: Let each member of the Association fell that the journal is bis own and do his part in the editing and success will follow as a natural consequence.

এবারে গ্রন্থাগার পত্রিকার কতকগুলি ত্রুটি বিচ্যুতি, সংযোজন ও পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আসি। ত্রুটি বিচ্যুতি

প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় গ্রন্থাগার পত্রিকার যাত্রাতিরিক্ত বানান ও ছাপার ভুলের কথা। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সম্পাদকীয় রচনায় এবং আর একটু গভীরতা থাকলে ভাল হয়। গ্রন্থাগার আইন বিধান সভায় গৃহীত হবার বিষয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তাতে আগামী দিনে গ্রন্থাগার আইনের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তাৎপর্য যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় নি। অথচ সামান্য যত্নের সঙ্গে এই সম্পাদকীয়টি রচনা করা হলে সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলে এটি প্রয়োজনীয় সময়োচিত পরামর্শ হিসাবে পরিগণিত হতো। গ্রন্থাগার পত্রিকায় জাতীয় গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থাগারের মতো বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির বার্ষিক বিবরণী ও অন্যান্য কার্যকলাপের কোন প্রতিচ্ছবি থাকে না। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির কার্যকলাপ প্রসঙ্গেও গ্রন্থাগার পত্রিকা নীরব। জেলা গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক বিবরণী গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এছাড়া, নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য যথা সরকারী প্রকাশন, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশন, বেকারেল বার্তা, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা, সাম্প্রতিক বৃত্তিগুলি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতির বার্তা পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিতে উল্লেখযোগ্য পদগুলিতে নিয়োগ, অবসর গ্রহণ, অথবা বিয়োগ সংক্রান্ত খবরাখবর নিয়মিত গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করা দরকার। এগুলি ভবিষ্যতে গবেষণার প্রয়োজনে তথ্যায়িত হওয়া প্রয়োজন। এ ধরণের তথ্যায়ন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদক পত্র আহ্বান করলে ভাল হয়। এ ধরণের আলোচনা যত বিক্ষুব্ধই হোক না কেন সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এতে সদস্যদের পরিষদের প্রতি আগ্রহের ইঙ্গিত মেলে।

ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপরেখা : পরিষদের অনেক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় আছে, কিন্তু কার্যকরী সমিতির অনেক কিছু করণীয়ও আছে। প্রবীর রায়চৌধুরী 'ভবিষ্যত গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপরেখা' (গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২) প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁরী সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আমি এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তি না করে বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই।

পরিষদের আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখার কথা বলতে গেলে প্রথমেই পরিষদের আশু কর্তব্যগুলির অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান নিতে হলে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার কথা মনে রেখে এজন্য গ্রন্থাগার সেবার মান নির্দিষ্ট করতে হবে।

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : পরিষদের লক্ষ্য হোল প্রতিটি মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া—অথচ আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য অনেক গ্রন্থাগারেই পাঠকদের সবরকম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। সে কারণেই আমাদের মতো গরীব দেশে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের কথা আজও আমাদের দেশে সত্যিকারের আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা গড়ে ওঠে নি। আজও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে 'আমার গ্রন্থাগার, আমার পাঠক' এমন ধরণের মান্ধাতা আমলের সংকীর্ণ বৃত্তিগুলি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি আপোষে ভাগবাঁটোয়ারা ব্যবস্থা, এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অধিকতর এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে পরিষদ সময়োপযোগী কোন ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়।

২. দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষণ : দীর্ঘকালের বিদেশী শাসনে জাতীয় ইতিহাস সম্বলিত বহু মূল্যবান পুস্তকাদি আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুত ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। অনেক পারিবারিক সংগ্রহের মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পত্রিকাদি ইতিপূর্বেই অনাদরে ও

অবহেলিত হয়ে রয়েছে। এখনও যে সমস্ত বিষয় সংগ্রহ বাংলার কবলে পড়ে নি সেগুলি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সমীক্ষা গ্রন্থপঞ্জী ও সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করলে ভাল হয়। জাতীয় জীবনের ইতিহাসের অনেক অধ্যায় যাতে চিরকালের জন্য বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে না যায় তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

৩. প্রশিক্ষণ : ইদানিং বিভিন্ন মহলে প্রায়ই আক্ষেপ করা হয়ে থাকে যে বর্তমানে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদের গ্রন্থাগার পেশা আর আকৃষ্ট করছে না। অথচ আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনে আমাদের প্রয়োজন মার্জিত, দক্ষ, সুরুচিসম্পন্ন, চিন্তাশীল এবং সর্বোৎকৃষ্ট মেধা—কি উৎকর্ষতায় আমাদের প্রয়োজন একটা শক্তিশালী পরিষদ যেখানে আমাদের সমবেত কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব জোরদার ও শক্তিশালী হয়। কারণ আজকের সমাজে সংখ্যাধিক্য দিয়েই যখন সবকিছু বিবেচিত হয়। সেজন্যই পেশার দিকে সর্বোৎকৃষ্ট মেধা সম্পদেরা আকৃষ্ট হয় সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অবশ্য মেধাসম্পন্নদের আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারটা পেশার সামাজিক স্বীকৃতি, পদমর্যাদা ও উপযুক্ত বেতনের উপর নির্ভর করে। পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচনে প্রয়োগকৌশলের চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি, তত্ত্বীয় জ্ঞানের চেয়ে ব্যক্তিত্বের প্রতি যেন বেশী পক্ষপাত দেখানো হয়। কারণ কলাকৌশল অথবা তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে কিন্তু ব্যক্তিত্ব অথবা দৃষ্টিভঙ্গি যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্নেরাই আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনে, উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণে সমর্থ হবেন। John Berry যথার্থই বলেছিলেন : Leadership Cannot be taught in graduate schools...Leadership must be Carefully identified and Courageously nurtured by allowing it to be practical (L J Sept 15/76)

প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক দিকটিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলে ভাল হয়। প্রশিক্ষণে সর্বাধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে নিয়মিত পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করলে অনেকেই উপকৃত হবেন। বিশেষ গ্রন্থাগারে তথ্য অনুসন্ধান ও তথ্য সরবরাহ, অনুলয় সেবার কৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রকাশন, তথ্য বিশ্লেষণ, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Continuing Education Centre এর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর একটি গুরুতর বিষয় হোল প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হয় না। এ বিষয়টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলে নবীন গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশিক্ষণের সাথে সাথেই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিষদকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। নবাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ তারা বারবার আবেদন ও সাক্ষাৎকারে ব্যর্থ হচ্ছেন—এবং অবশেষে দীর্ঘকাল যাবৎ উপযুক্ত কর্ম সংস্থানে ব্যর্থ হয়ে পেশাবহির্ভূত কর্মে যোগদান করতে বাধ্য হন। কর্মহীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের সেজন্য অধৈর্য্য প্রকাশ করা খুবই স্বাভাবিক—তাদের জন্য কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। একজন কর্মহীন যুবক তো বস্তু নিরপেক্ষ নয়—তাকে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘকাল ফেলে রাখায় সে কি করবে ভেবে পায় না। এই সমস্ত কর্মহীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা শুধুমাত্র আশ্বাসে সন্তুষ্ট নয়—তাদের সত্যিকারের প্রমাণ চাই। তারা যেন প্রত্যক্ষ করে যে পরিষদ তাদের কথা চিন্তা করছে, পরিষদ তাদের বিস্মৃত হয় নি। পরিষদ যদি কর্মহীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের একটি সমীক্ষা ও সেই সঙ্গে আগামী দশ বছরে কর্মসংস্থানের ও প্রশিক্ষণের সুযোগের মধ্যে একটা সমতা আনবার চেষ্টা করেন তাহলে ভাল হয়। এ ছাড়া শিক্ষানবীশ আইন কতকগুলি বড় বড় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আইনানুগভাবে প্রয়োগ করা যায় কিনা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

৪. প্রকাশনা : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণের জন্য বাংলা ভাষায় স্নাতকস্তর পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রকাশে পরিষদকে উদ্যোগী হতে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ইউ. জি. সি. প্রভৃতি সংস্থা হতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। এমন কি বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এ ধরণের পুস্তক প্রকাশ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বইয়ের অভাব কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটায়। এ ধরণের রেফারেন্স বইয়ের প্রকাশে অবিলম্বে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করা উচিত। এ ছাড়া পশ্চিম বাংলায় প্রকাশিত সমস্ত পত্র পত্রিকাগুলির সূচীকরণ, রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগারিকদের একটি রেজিষ্টার ইত্যাদি প্রকাশে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত শিল্পের একটি নির্দেশক গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য মহলে আদৃত হবে। এ ধরণের নির্দেশক গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্ন চেম্বার অফ কর্মার্সের আর্থিক সহযোগিতা লাভের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। 'বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার' এই পর্বে ধারা-বাহিকভাবে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধটি পুস্তকা-কারে প্রকাশ করলে পরিষদের ইতিহাসের একটা স্থায়ী দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। গ্রন্থাগার পত্রিকায় ২৫ বছরের প্রকাশিত রচনাবলী থেকে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির একটি সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করলে আগামী দিনের গবেষকদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসের মূল্যায়নে খুবই সহায়তা করবে।

৫. গবেষণা : পরিষদ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের মতো নয়—অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন শুধুমাত্র কর্মী স্বার্থ দেখে—কিন্তু পরিষদ পেশাগারী সংস্থা। কর্মী স্বার্থ ছাড়াও পেশা ও পেশার উন্নততর মান, পেশার বিভিন্ন প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ থাকা প্রয়োজন। 'ভবিষ্যত গ্রন্থাগার আন্দোলন রূপরেখা' প্রবন্ধে প্রবীর রায়চৌধুরী লিখেছেন : 'গ্রন্থাগার আন্দোলন একটি শিক্ষামূলক ও সামাজিক আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য হল সর্ব-স্তরের জনগণের জন্য সুলভযান, সর্বত্র এবং সম্প্রসারিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এই কাজ করতে গেলে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বেতন ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর্মীবাহিনী নিশ্চয়ই প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন গ্রন্থাগার আন্দোলনেরই অংশ; কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের আন্দোলন গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসার প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর সমগুরুত্ব না দিয়ে কেবলমাত্র বেতন ও পদমর্যাদার আন্দোলনের উপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।' সাধারণ গ্রন্থাগারের জনক Edward Edwards এ প্রসঙ্গে একটি কালোত্তীর্ণ উক্তি করেছিলেন : '...every man who enters on this calling may give a powerful impulse to its elevation...unless an Association being with it in creased means of systematic study. and of public evidence of the fruits of study, no result of much worth can be looked for...' পেশার যথার্থ মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত গবেষণা শুরু না হলে পেশার সামাজিক অবমূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে। Prof. K. G. E. Harris অনুযোগ করেছেন : 'Librarian-ship remains essentially a training and not a discipline...what is worse, few lecturers in library schools have a good research back ground themselves and not many are really interested in research.' এ কারণে Prof. Harris প্রস্তাব করেন : 'Teachers are needed who have a passion for inquiry. a passion they transmit to students. All new appointments of library schools should be of research oriented per-sons, so that a new attitude is developed.' (LAR, April 79) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বইয়ের ব্যবহার, রেফারেন্স সার্ভিস, পরিসংখ্যান, বাজেট, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা, বইয়ের বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির সূচক ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত তথ্যের অভাব অনুভূত হয়। শুধু মাত্র গ্রন্থাগার পরিকল্পনা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার প্রয়োজনেই নয়, সমাজে বিভিন্ন বিপথগামুখী ও প্রতিযোগী স্বার্থের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে একটা শক্তিশালী পরিষদ গঠনে এগুলি খুবই সহায়ক। দুঃখের

বিষয় অধিকাংশ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কর্মস্থলে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনেই পেশার প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করেন। পরিষদ গ্রন্থপঞ্জী, প্রকাশনা, মান নির্দেশ, তথ্য সেবা, গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী, জরুরতা ও অজরুরতা গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থ সমালোচনার সারসংক্ষেপ, সাময়িক পত্রের সূচী প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পেশায় সর্বস্তরে একটা ছাপ রেখে যেবেন এই আশা করি। সুখের কথা পরিষদের ১৯৭৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে গ্রন্থাগারে ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা, চর্চা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ ইত্যাদি কয়েকটি অবহেলিত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং আগামী দিনে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা ও চর্চা এবং বাংলা ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের কর্মসূচী নেবার কথা বলা হয়েছে। বিদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে এরকম কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এছাড়া পরিষদের গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের Dewey Decimal classification গ্রন্থটি গ্রন্থাগারকক্ষের বাহিরে অন্য কোন কক্ষে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করলে নিরিবিলি গবেষকদের পক্ষে গ্রন্থাগার কক্ষটি নিরালায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

উপসংহার :

ভক্টর রমনাথন বলেছিলেন : ' do not try to savour in advance the fruits of your action. Give your service, political or technical to the profession for its own sake'. সুখের বিষয় আমরা পরিষদের জন্য কি করতে পারি এ কথা বলি না—আমরা সব সময়েই জানতে চাই পরিষদ আমাদের জন্য কি করেছে, কি করবে? ছোট ছোট খণ্ড চিন্তা পরিষদ সম্পর্কে কোন কোন সদস্যের মোহভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিষদ নিজ সদস্যদের অথবা সমস্ত নয় এমন অনেকেরই অকারণ সমালোচনার শিকার হয়েছে। অতীতেও পরিষদকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে—কঠোর সমালোচনা শোনা গেছে—বর্তমানেও হচ্ছে—কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শেষ পর্যন্ত সদস্যদের উপরই সমস্ত সাফল্য অসাফল্য দায়দায়িত্ব বর্তায় কারণ : '...The Association is what its members make it—no more, no less. Its only meaning is good library service for all kinds of people every where (Two decisive decades : ALA—The fight for library Science by G. T. Stevenson. American libraries, July Aug 72)

গ্রন্থাগার পেশার বিকাশে এ পর্যন্ত যা কিছু সম্ভব হয়েছে তার মূলে আছে পরিষদের পূর্বসূরীদের দীর্ঘদিনের আন্তরিক প্রয়াস ও মেধার সমন্বয়সাধন এবং বর্তমান সদস্যদের সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। এ জন্য পরিষদ ও তার অসংখ্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা ধন্যবাদার্হ, যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী এখনও পরিষদের সদস্য নন এবং যে সমস্ত কর্মী সদস্য অথচ সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত নন সকলকেই নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করতে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়ে বর্তমান নিবন্ধটির সমাপ্তি টানছি।

পরিষদের সদস্য হোন আপনার সদস্য চাঁদা নিয়মিত দিন

পরিষদের কাজকর্মের অংশ নিন

পরিষদের কর্মকর্তা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুন প্রার্থী হোন

প্রতিটি বোর্ড ও মিটিংএ পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত হোন

প্রতিটি অধিবেশন, সভায় যোগ দিন।

পরিষদের কর্মধারায় পরিবর্তন ও নীতিসংক্রান্ত সুপারিশ করুন

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ক পরিষদকে সরবরাহ করুন

গ্রন্থাগার পত্রিকায় লেখা দিয়ে পরিষদকে সাহায্য করুন

পরিষদ প্রকাশিত পুস্তকাদি ক্রয় করুন

পরিষদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

পরিষদ কর্তৃক দেয় সুবিধা অথবা পরামর্শের সুযোগ নিন

কর্মক্ষেত্রের ব্যক্তিগত অথবা পেশাগত যে কোন সমস্যায় পরিষদের সাহায্য নিন

পরিষদ গ্রন্থাগারের সুযোগ নিন।

লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্ট : উদ্ভব ও বিকাশ

অশোক বসু

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

[প্রবন্ধটির রচনাকাল ডিসেম্বর ১৯৭৮ এবং সম্ভাব্য প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।]

প্রবন্ধ পরিকল্পনা

১ কথামুখ

১১ গ্রন্থাগারিকের পরিবেশ সংকট

১২ সংকটত্রাণে ম্যানেজমেণ্টের ভূমিকা

২ ম্যানেজমেণ্ট বলতে আমরা কি বুঝি

২১ কয়েকটি পরিভাষা

২২ ম্যানেজমেণ্ট ও এডমিনিস্ট্রেশন

২৩ ম্যানেজমেণ্টের চতুর্মুখ

২৪ কাজ ও কর্মীর সামঞ্জস্য বিধান

২৫ ম্যানেজমেণ্টের সংজ্ঞা

২৬ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অরগানাইজেশন ও ম্যানেজমেণ্টের পারস্পরিক সম্পর্ক

৩ ম্যানেজমেণ্টের বিভিন্ন কাজ

৩১ ম্যানেজমেণ্টের বহিরঙ্গ রূপ

৩২ ম্যানেজমেণ্টের অন্তরঙ্গ রূপ

৩৩ কাজের অনুশাসন

৪ ম্যানেজমেণ্ট পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

৪১ প্রাক বৈজ্ঞানিক অধ্যায়

৪২ বিজ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যায়

৪৩ মানবিক সম্পর্ক অধ্যায়

৪৪ সমন্বয় অধ্যায়

৪৫ পরিচালকের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

৫ ম্যানেজমেণ্টকে কি বিজ্ঞান বলা যায় ?

৫১ বিজ্ঞান কাকে বলে ?

৫২ বিজ্ঞান পদ্ধতি

৫৩ বিজ্ঞান পদ্ধতির নিরিখে ম্যানেজমেণ্ট

৬ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ম্যানেজমেণ্ট

৬১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

৬২ বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান

৬৩ প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধের অস্তিত্ব

৬৪ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকার

৬৫ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকৃতি

৬৫১ পরিচালক বনাম কর্মী সংঘাত

৬৫২ সিস্টেম্স ধারণা বনাম প্রচলিত ধারণার সংঘাত

৭ লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্ট

৮ তথ্য পঞ্জী

১ কথা মুখ

১১ গ্রন্থাগারিকের পরিবেশ সংকট

লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্ট কথার সাথে আমাদের ততটা পরিচয় নেই যতটা আত্মীয়তা বোধ করি 'লাইব্রেরী এডমিনিস্ট্রেশনের' সাথে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ থেকে উত্তর পাঠ পর্যন্ত আমাদের চিন্তাধারা ঐ এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করেই। সবটার মধ্যে কিছুটা আভিজাত্যের উষ্ণতা অনুভব করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাও খুব হাল আমলের অনুভূতি। সবে গ্রন্থাগারিকদের একটি অংশ নিজেদের তথাকথিত এ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসার হিসেবে ভাবার চেষ্টা করছেন, আর মনের গভীরে ইন্টেলেকচুয়াল বুরোক্র্যাসীর সমগোত্রীয় হবার তীব্র বাসনায় মাথা কুটছেন। পরিচয় দিতে ভালবাসেন : হাঁ লাইব্রেরীয়ান, তবে আমাকেই আবার এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সব কিছু দেখতে হয় কিনা! এখন আর ক্যাটালগিং ক্লাসিফিকেশন ঠিক আসে না। ঐ ওদের দিয়ে করান, ইত্যাদি। এসব সস্তার দশকের বহু লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানদের কোন অংশের মনের কথা।

ষাট দশকের লাইব্রেরীয়ানের পরিচয় কিন্তু একেবারেই অন্য রকম ছিল। তাঁরা বুঝতেন বই আর পাঠক, পাঠক আর বই। বই কিনে, এ্যাকসেশন, ক্যাটালগিং ক্লাসিফিকেশন করে শেলফে সাজিয়ে রাখা শুধু নয়—সব বই তাঁরা নেড়ে চেড়ে দেখতেন, পড়তেন, মনে রাখার চেষ্টা করতেন। পাঠক এলে বলে দিতেন কোন আলমারীর কোন তাকে বইটা রয়েছে, এমন কি বইটার সাইজ কত, রংটাও বাদ যেতনা। পাঠকরা খুব খুশী হতেন। কিন্তু দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ষাট দশকের লাইব্রেরীয়ানকে বইয়ের সংখ্যা ছাপিয়ে যাচ্ছে; বিষয়-দিগন্ত আরও বিস্তৃত, হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছে সব। শুধু ক্যাটালগিং আর ক্লাসিফিকেশন ভাল রাখতে পারছে না।

এদিকে সত্তর দশকের লাইব্রেরীয়ানের উল্টা সংকট। লাইব্রেরী বাড়ছে, কাজ বাড়ছে, কর্মী বাড়ছে, পাঠক বাড়ছে—বিচিত্র তাঁদের চাহিদা, বইয়ের তো কথাই নেই। সমস্যার আর শেষ নেই। সমস্যা সামাজিক, সমস্যা মানসিক, সমস্যা আর্থিক, সংস্থা স্থানের, সমস্যা বিষয় বৈচিত্র্যের। সর্বত্র জটিলতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়ছে অস্থিরতা আর অসন্তোষ, হতাশাও। এই প্রেক্ষাপটে আসি দশকের লাইব্রেরীয়ানের অবস্থাটা দেখা যাক। কাজে হাত দেবার আগেই তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন: 'এটা তো করবেন, তা এর Unit cost কত? প্রয়োজনীয় data সংগ্রহ করেছেন'? 'বলছেন কাজ বেড়েছে নতুন লোক চাই, তা যাঁরা আছেন তাঁদের Performance evaluation করেছেন?' 'আচ্ছা, আপনি একটা detail plan দিন—both long range and short range, annual breakup-ও দিয়ে যাবেন। প্রয়োজন হলে একজন systems analyst-এর consult করবেন। ভাল কথা, potential readerদের percentage আর readers behaviour pattern-এর একটা survey করে report দেবেন। সুতরাং আসি দশকের লাইব্রেরীয়ানকে মানসিকদিক থেকে এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু ক্যাটালগিং-ক্লাসিফিকেশন বই দেওয়া কিংবা Information netwrok, data collection, Documentation-এর মত কিছু শব্দ কথাও তাঁকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করবে না—তাঁকে আরও সুবিপুল প্রয়োগ কুশলী হতে হবে। ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ কৌশলই তাঁর একমাত্র রক্ষা কবচ—অবশ্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কুশলতাকে বাদ দিয়ে নয়।

১২ সংকটত্রাণে ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা

যে কোন প্রতিষ্ঠানের/সংগঠনের কাজের সফলতার মূলে রয়েছে: তথ্য সংগ্রহ>পরিকল্পনা>প্রয়োগ>সমস্যা>পর্যবেক্ষণ>বিশ্লেষণ>সমাধান। এর সাথে যুক্ত হবে: মানবিক সহানুভূতি—মানুষের প্রতি ভালবাসা আর কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। ম্যানেজমেন্টের গোড়ার কথা এখানেই। ম্যানেজমেন্ট পরজীবী—প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে অবলম্বন করেই তার শ্রীবৃদ্ধি। প্রতিষ্ঠান/সংগঠনগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১ লাভজনক প্রতিষ্ঠান আর্থিক লাভ করার উদ্দেশ্যেই যা প্রতিষ্ঠিত; এবং

২ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান থেকে আপাতদৃষ্টিতে সমাজ কোন (আর্থিক) লাভ বা প্রতিদান পায় না। যেমন স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অসুবিধা এখানেই। যে প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে না, সেখানে কাজের ভাল মন্দ লাভ লোকসান বিচার করা একটু অসুবিধা বৈকি। তাই প্রশ্ন জাগে লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে কি পরিচালন দক্ষতার (Management skill) প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, তবে কি লাইব্রেরীগুলি বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক (Professional librarian) দ্বারা পরিচালিত হবে অথবা বৃত্তিকুশলী পরিচালক Professional manager দ্বারা? আমাদের দেশে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ও উচ্চতর পর্যায়ে পঠন পাঠন ও গবেষণা হচ্ছে, গ্রন্থাগারিকতা বিশিষ্ট বৃত্তি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, ঠিক তখনই দেখতে পাই অবৃত্তিকুশলী ব্যক্তিকে নিয়োগের প্রবণতা এবং বৃত্তিকে অস্বীকার ও অবমূল্যায়ন করার ধৃষ্টতা। এ দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম এবং অনধিকার প্রবেশ

হিসেবেই গণ্য হবে। যাইহোক, এখনও পর্যন্ত একজন গ্রন্থাগারিক অভিজ্ঞতাগুণেই পরিচালক গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত হন। অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতা কাউকে সুপরিচালকে পরিণত করে না। প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিকুশলতা এবং পরিচালন বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও প্রয়োগকৌশল শিক্ষা। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে ম্যানেজমেন্ট বিষয়টিকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

২ ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি ?

২১ কয়েকটি পরিভাষা

Administration—প্রশাসন

Management—পরিচালন

Organisation—প্রতিষ্ঠান, যেমন গ্রন্থাগার একটি প্রতিষ্ঠান

Organisation বাদে অন্য শব্দগুলি প্রায়ই সমার্থক বা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যানেজমেন্ট ও এ্যাডমিনিস্ট্রেশন শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হলেও মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। কারও মতে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলতে প্রচলিত প্রশাসন পদ্ধতি আর ম্যানেজমেন্ট বলতে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রশাসন পদ্ধতি বুঝায়। এ ধারণাও সঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে।

২২ ম্যানেজমেন্ট ও সুপারভিশন

ম্যানেজমেন্ট বলতে বুঝায় প্রতিষ্ঠানে সমগ্র বা বৃহৎ অংশের পরিকল্পনা, নির্দেশনা, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।

সুপারভিশন বলতে বুঝায় পরিচালনার সর্বনিম্ন পর্যায় বা কোন ছোট অংশের কাজের দৈনন্দিন নির্দেশ, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান।

২৩ ম্যানেজমেন্টের চতুর্মুখ

প্রথার মতই ম্যানেজমেন্ট সর্বজ্ঞ এবং চতুর্মুখী। প্রতিষ্ঠানের সবদিকই তাকে খেয়াল রাখতে হয়, আর প্রথার মত চার দিকে চতুর্দিক সামলাবার চেষ্টা করতে হয়। ম্যানেজমেন্টের বৈশিষ্ট্য চারটি হচ্ছে :

১ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ ;

২ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মধারা ;

৩ কর্মী, যাঁরা কর্মধারার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন করেন ; এবং

৪ এক/একাধিক ব্যক্তি, যাঁরা কর্মধারা (২) ও কর্মীর (৩) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য (১) সাধন করেন।

এই চতুর্থ পর্যায়ের ব্যক্তিরাই হলেন ম্যানেজার বা পরিচালক। সাধারণত এঁরা পরিচালন বিদ্যায় পারদর্শী।

২৪ কাজ ও কর্মীর সামঞ্জস্য বিধান

এটি একটি দুরূহ কাজ। কোন দুটি মানুষই এক নয়, তেমনি পারিপার্শ্বিক গুণে কোন দুটি কাজও এক নয়। সব সময়েই প্রয়োজন সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি এবং প্রতিনিয়ত সামঞ্জস্য বিধান—বিকল্পের অনুসন্ধান, পরিবর্তন, পরিমার্জন করার তাৎক্ষণিক ক্ষমতা। কর্মী, কাজটি যিনি সম্পাদন করেন, একজন মননশীল সংবেদনশীল স্পর্শকাতর মানুষ। তাঁর নিজস্ব একটি চিন্তা, অনুভূতি ও পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের মানসিক স্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হচ্ছেই। যান্ত্রিকতা নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রনের মত গতির সংঘাতে সর্বদাই আবর্তিত।

প্রতি কাজেরও একটি নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে, আছে ব্যক্তিত্ব। কাজ ও কর্মী, কর্মী ও কর্মী এবং কর্মী কাজ ও তত্ত্বাবধানের মাঝে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলে তবেই কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। আর এখানেই ম্যানেজমেন্টের সার্থকতা ও কৃতিত্ব।

২৫ ম্যানেজমেন্টের সংজ্ঞা

সংক্ষেপে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য মূল ইংরাজীতে তুলে ধরা হল :

১ Management is the force which leads guides and directs an organisation in the accomplishment of a predetermined object.

২ A collective term that refers to the system, function, process of office or planning,

providing, coordinating, directing, evaluating controlling all available efforts and resources of organisation for the accomplishment of the objectives and policies which are designed by and handed from the top executives of the organisation.

২৬ এডমিনিস্ট্রেশন অরগানাইজেশন ও ম্যানেজমেন্টের পারস্পরিক সম্পর্ক

Administration বা প্রশাসন কোন উদ্দেশ্য স্থির করে; উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রয়োজন হয় Organisation বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের; সংগঠনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য management প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করে ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মত পরিচালন পদ্ধতির (management process) সাহায্যে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য সমাধান করে।

Organisation বা প্রতিষ্ঠান/সংগঠন বলতে বুঝায় ব্যক্তি, উপকরণ, যন্ত্র, স্থান, বলল, অর্থের যোগান প্রভৃতির সম্মিলিত পরিবেশ—যার মাধ্যমে কোনও পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য কার্যকরী করা সম্ভব।

Management প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেবে, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে, কাজের গতি ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ম্যানেজমেন্টকে বলা যায় বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা-রূপায়ণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। উচ্চ পর্যায়ের পরিচালনকে (Top level management) বলা যেতে পারে Administrative management; এর নীচের দিকের পরিচালনকে (Lower level management) বলা যায় Operative management. এ ছাড়াও ম্যানেজমেন্টকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—Top management, Middle management, Junior management. মোট কথা, Administration, Organisation ও Management কে পৃথকভাবে দেখা যায় না। Administration আর Management কে তো নয়ই।

বিষয়টিকে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে নীচের ছকের মত দেখা যেতে পারে—

উদ্দেশ্য ← Administration → গ্রন্থাগার/তথ্য পরিষেবা
↑ ↑
উদ্দেশ্যসাধক ← Organisation → গ্রন্থাগার/তথ্যকেন্দ্র
পরিবেশ প্রতিষ্ঠান
↑ ↑
উদ্দেশ্য কার্যকরী ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি — পরিচালক গ্রন্থাগারিকদের নেতৃত্বে উদ্দেশ্য পরিপূরক বিভিন্ন কর্ম ধারক
উদ্দেশ্য কার্যকরী ← Mana gement → পরিচালক গ্রন্থাগারিকের নেতৃত্বে উদ্দেশ্য কার্যকরী 'পরিকল্পনা-রূপায়ণ-নিয়ন্ত্রণ' পদ্ধতি

৩ ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন কাজ (Functions of Management.)

৩১ ম্যানেজমেন্টের বহিরঙ্গরূপ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ম্যানেজমেন্টের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি আট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি লাইব্রেরী তো বটেই যে কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১ **উদ্দেশ্য :** পরিচালকের প্রথম ও প্রধান কাজই হল কাজের বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়া এবং সফলকাম হবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য ব্যর্থতা কিংবা তারতম্যের নিরিখেই পরিচালকের যোগ্যতা নিরূপিত হয়।

২ **কর্মসূচী :** নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে হবে। কর্মসূচীর ত্রুটি বিচ্যুতির ভার বাহিত পরিচালককেই নিতে হবে।

৩ **আস্থা অর্জন :** বিভিন্ন স্তরের কর্মীর মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। পরিচালক অন্ত-নির্ভরশীল। তাঁকে কর্মীদের আস্থাভাজন হয়েই পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে।

৪ **তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা :** ম্যানেজমেন্টের কার্যক্রম ও সফলতা নির্ভর করে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যথেষ্ট তাত্ত্বিকজ্ঞান অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগকুশলতার।

---

১ Schultzer (J. N). Administration and Management. *In* Taylor Society Bulletin. Augest 1919.

২ Banki (I S). Dictionary of Supervision and Management. 1974.

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গ্রন্থাগারিকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। গ্রন্থাগারের সীমিত পরিমণ্ডলে সকল গ্রন্থাগারিককেই উচ্চতর পদ ও দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। পরিচালনা বিষয়ে তাঁর হয়তো কোন শিক্ষা, ধারণা বা অভিজ্ঞতাই নেই। ব্যক্তিগত জীবনে বৈষয়ে কখনো তিনি সফল, কখনো চালিয়ে নেন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থতায় শিকার হন। সুতরাং অভিজ্ঞতা, দক্ষতার সাথে প্রয়োজন ম্যানেজমেন্টের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা।

৫ **নৈর্ব্যক্তিক :** পরিচালন ও পরিচালক (Management ও Manager) সমার্থক শব্দ নয়। ম্যানেজমেন্ট নৈর্ব্যক্তিক, কখনো ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। ম্যানেজমেন্ট নৈর্ব্যক্তিক বিষয় যা অনুশীলন করা যায়, গবেষণার মাধ্যম উন্নত করা যায় এবং যে কোন ক্ষেত্রে ও যে কোন পরিবেশে প্রয়োগ করা যায়।

৬ **বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ :** ম্যানেজমেন্টের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান হল পরিস্থিতি-পরিবেশের বিরামহীন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং উন্নত ও বিকল্প পথের সন্ধান।

৭ **অন্তরঙ্গ পরিবেশ :** কাজের পরিবেশ খুব সহজ স্বাভাবিক হবে। ম্যানেজমেন্টের ছায়া যেন কাজ ও কর্মীকে তাড়া না করে ফেরে। অন্তরঙ্গ পরিবেশে কাজ করার উৎসাহ সৃষ্টি করাই ম্যানেজমেন্টের সাফল্য।

৮ **সামাজিক পরিমণ্ডল :** সিদ্ধান্ত এক ধরনের ক্রিয়া (action)। সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও কর্মীর মনে প্রতিক্রিয়ার (reaction) সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বাস্তিক বন্তব্যাঘ সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান বা গ্রন্থাগারকে প্রভাবিত করে। এইভাবে একটি গ্রন্থাগার অন্যান্য গ্রন্থাগারকে, প্রতিষ্ঠানকে এবং পরিশেষে সমাজের আংশিক-ভাবে হলেও প্রভাবিত করে। তাই কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় সামাজিক পরিমণ্ডলের কথাও মনে রাখতে হবে।

৩২ ম্যানেজমেন্টের অন্তরঙ্গরূপ

ম্যানেজমেন্টের মূল কাজগুলিকে সাত ভাগে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয়েছে 'POSDCORB'। কতগুলি আদ্য অক্ষর নিয়ে 'POSDCORB' তৈরী হয়েছে, যেমন—

১ P = Planning/পরিকল্পনা
২ O = Organising/সংগঠন
৩ S = Staffing/কর্মী নিয়োগ
৪ D = Directing/নির্দেশনা/Decision making
৫ CO = Coordinatin/সমন্বয়
৬ R = Recording/প্রতিবেদন/Communicating
৭ B = Budgeting/আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

৩৩ কাজের অনুশাসন

পরিচালক পরিচালনার সময় নীচের অনুশাসন বা নির্দেশগুলি মেনে চলবেন যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করার জন্য। হেনরী ফয়েল এই চতুর্দশ অনুশাসনের প্রবক্তা।

১ **কাজের সুনির্দিষ্ট ভাগ/Division of work**

প্রতিষ্ঠান বা গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কাজকে যৌক্তিক সমৃদ্ধ ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে (Unit) ভাগ করে নিতে হবে। এক একজন কর্মীর এক একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট কাজ দায়িত্ব থাকবে। এতে কর্মীর কাজের স্বাধীনতা থাকে, দায়িত্ববোধ জন্মে, দক্ষতা বাড়ে, বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ; তত্ত্বাবধানেরও সুবিধা হয়। এই নীতি তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

২ **দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব/Responsibility and authority**

দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পাশাপাশি চলবে। দায়িত্ব দিলে সেই দায়িত্বজনিত কর্তৃত্বও দিতে হবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, দায়িত্ব দেওয়া হয়—কর্তৃত্ব নয়। পুরানো ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী পরিচালক মনে করেন, দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে কিন্তু কর্তৃত্ব নৈব্যচ, সেটা নিজের হাতেই থাকলে কাজ ভাল হবে। এভাবেই সৃষ্টি হয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রীভবন এবং ক্রমশ এ থেকেই প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে স্বৈরাচারী মনোভাব ও একনায়কতন্ত্র ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। পরিণাম ইতিহাসের পাতায় অনেক রয়েছে।

৩ **নিয়ম শৃংখলা/Discipline**

প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের নিয়ম শৃংখলা সম্পর্কে পরিষ্কার

লিখিত প্রতিবেদন থাকবে। প্রত্যেকেই তাঁর কাজ, দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনভাবে ওয়াকিবহাল থাকবেন এবং ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কেও সজাগ থাকবেন। নিয়ম ভাঙলে প্রত্যেকের জন্য আইন সমানভাবে কার্যকরী হবে। পরিচালক আইন কার্যকরী করেন, তিনি নিজেও শৃঙ্খলা-পরায়ণ ও কর্তব্যপরায়ণ হবেন।

৪ একমুখী নির্দেশ Unity of Command

প্রতিষ্ঠান/গ্রন্থাগারে বিভিন্ন স্তরের একাধিক পরিচালক থাকতে পারে। দেখতে হবে, কোন একজন কর্মী যেন একজন মাত্র উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পান। এমন যেন না হয়, একাধিক উর্ধতন কর্তৃপক্ষ একজন কর্মীর কাজ তদারকী করছেন।

৫ একমুখী পরিচালন/Uniiy of Direction

কোন কাজ শুরুর আগে কয়েকটি বিকল্প পরিকল্পনা থেকে একটি পরিকল্পনা বেছে নিয়ে একজনের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনাটি রূপায়িত ও পরিচালিত হবে। সমধর্মী কাজের একজনই তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। এবং একটি Unit থেকেই কাজটি পরিচালিত হবে। যেমন, গ্রন্থাগারে bibliographic information checking—এই কাজটি ছড়িয়ে না দিয়ে একজনের তত্ত্বাবধানে একটি Unit থেকেই দেওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায় গ্রন্থাগারগুলি এই নীতি মেনে চলে না। ফলে একই কাজ বারংবার বিভিন্ন Unit থেকে করা হয়। প্রথমবার, বই নির্বাচন ও কেনার আগে একবার এই জাতীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হয়। দেখতে হয়, আগে কেনা হয়েছে কিনা, কেনা হলে কোন্ সংস্করণ ও কত কপি ইত্যাদি। দ্বিতীয়বার সূচীকরণ বর্গীকরণ করার সময় আবার খোঁজ নিতে হয়, ইতিপূর্বে সূচীকরণ বর্গীকরণ হয়েছে কিনা, থাকলে কোন সংস্করণ, কত কপি, Call number কি, ইত্যাদি। একেত্রে কাজটা একটি Unit থেকে সম্পন্ন করে Acquisition Division ও Cataloging Division উভয়েরই প্রয়োজন মেটান সম্ভব।

৬ সার্বিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের নতি Subordination of Individual to General Interest

সার্বিক স্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে, ব্যক্তি সমষ্টির স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

৭ পারিশ্রমিক/Remuneration

কাজের গুণগত মান, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অনুসারে আকর্ষণীয় বেতনক্রম হওয়া উচিত। বাজারদরের সাথে যেন বেতনের সমতা থাকে।

৮ কেন্দ্রমুখী বিকেন্দ্রিক পরিচালন ব্যবস্থা

বিভাগীয় ও শাখা গ্রন্থাগারসহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যদি একই ক্ষেত্র সীমায় (Unisite library) অবস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে সামগ্রিক নেতৃত্ব, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, নিয়মকানুন, মান নির্ধারণ, কেনাকাটা ও সূচীকরণ বর্গীকরণ কেন্দ্রীয় ভাবেই হওয়া উচিত।

পাঠকক্ষ, সেনসেনসহ বিভিন্ন পরিসেবায় বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। পরিসেবার যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে পাঠক ও তথ্য ব্যবহারকারীর সাথে ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষ অর্থাৎ Multi-site library-র ক্ষেত্র কেনাকাটা বিকেন্দ্রীক হতে পারে, কিন্তু সূচীকরণ বর্গীকরণ কিছুতেই নয়। অবশ্য যুক্তিসঙ্গত প্রতিবন্ধক হলে সাময়িক বিধান করতে হবে।

৯ স্তর বা পর্যায়

কাজের গুরুত্ব দায়িত্ব কর্তৃত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় থাকা উচিত। গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলীদের এই স্তর কোন ক্রমেই পাঁচটির বেশী হওয়া উচিত নয়।

১০ সংহতি ও সমন্বয়

সমস্ত Unit-র মধ্যে অবশ্যই সংহতি ও সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। লাইব্রেরীতে এটা প্রায়ই দেখা যায় না।

১১ সাম্য Equity

কর্মীদের প্রতি পরিচালক সমদর্শী হবেন।

১২ নিরাপত্তা বোধ

প্রত্যেকের মধ্যে চাকুরী সম্পর্কে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে হবে।

১৩ উদ্যোগ/Initiative

উদ্যোগ সম্ভাবনা ও সফলতার মূল চাবীকাঠি। যে কোন স্তরেই হোক, উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে হবে। উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন কি অধস্তন কর্মীদের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা পেশ করতে উৎসাহিত করা উচিত অর্থাৎ সম্ভবনাময় স্ফুলিংগের সন্ধান করতে হবে। এইভাবে যে সব প্রস্তাব পেশ হবে, যত্নের সঙ্গে সেগুলির কার্যকারীতা যাচাই করে ফলাফল প্রস্তাবককে জানাতে হবে।

১৪ একাত্মবোধ

লাইব্রেরীর কাজ ব্যক্তি নির্ভর নয় লক্ষ্য-নির্ভর, একটি দলবদ্ধ কাজ (Team work)। সমস্ত কাজের মধ্যে একটি কর্মগত ও বৃত্তিগত সৌভ্রাতৃত্ববোধ জন্মে। একথা যে কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।

৪ ম্যানেজমেণ্ট পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

বহু উত্থান পতন, পরীক্ষা নিরীক্ষার ধাপ ডিঙিয়ে আধুনিক পরিচালন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যে ও তাত্ত্বিক অভিধায় মণ্ডিত। আজ পর্যন্ত এই অগ্রগতির ইতিহাসকে পরিচালন বিশেষজ্ঞরা চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। স্তরগুলি হল

১ প্রাক বৈজ্ঞানিক অধ্যায়/Prescientific period

২ বৈজ্ঞানিক অধ্যায়/Scientific period

৩ মানবিক সম্পর্ক অধ্যায়/Human relation period

৪ সমন্বয় অধ্যায়/Synthesis period

মোটামুটি এই চারটি স্তরের সঙ্গে সাধারণভাবে সকলেই একমত হবেন।

৪১ প্রাক বৈজ্ঞানিক অধ্যায়

সেই ছবিটির কথা মনে করা যাক। ক্রীতদাসদের পেশী বহুল হাতগুলি অসাধ্য সাধনে ব্যস্ত, পায়ে লোহার শিকল। কাজের প্রেরণা সর্দারের হাতের মুঠে চেঁপা চাবুক। ঐ চাবুক হাতে সর্দারটিই আধুনিক পরিচালকের প্রাগৈতিহাসিক সংস্করণ। দানবিক, পাশবিক অথবা স্বৈরাচারই ছিল এ সময়ের পরিচালনার মূল মন্ত্র আর নির্মম অত্যাচার করার ক্ষমতাই পরিচালকের একমাত্র যোগ্যতা। বহু প্রাচীন নিদর্শন আজকের চোখে অবাক বিস্ময় হলেও এসবের সৃষ্টির পেছনে পরিচালনগত দক্ষতা ছিল—স্বৈরাচার আর অত্যাচার। পরিচালক-কর্মী কাজের মধ্যে ছিল না কোন প্রকার মানবিক সম্পর্ক কিংবা সহযোগিতা, শুধু শোষণ আর নিষ্পীড়ন। শ্রমিকের পেশী নিংড়ে নিংড়ে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনে পরিণত করা। কালক্রমে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল। অনিচ্ছা ও অসহযোগিতার মধ্যে কিছু পরিমাণে 'ইচ্ছা ও সহযোগিতার, মিশ্রণ হলেও 'স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচার, অব্যাহতই রইল। পশ্চিমের রেনেসাঁর সূর্যালোকে অনেক মূল্যবোধের রং বদল হল। নতুন নতুন আবিষ্কারে প্রকৃতির অনেক রহস্য উন্মোচিত হতে লাগল। ব্যাপক শিল্পায়ণের সূচনা হল। মার্শনিকেরা ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব দিলেও কার্যত সব কিছুর মূলে শক্তিবাদই বজায় রইল। শিক্ষা, যোগ্যতা, পারদর্শিতার সাথে শক্তিবাদ বা স্বৈরাচারের আদর্শ সমন্বয় হলে তবেই একজন পরিচালক হবার যোগ্য হতেন।

সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে শিল্পপতিরা অর্থনীতির লাগামটা কষে ধরার চেষ্টা করলেন। উৎপাদন ব্যবস্থার বিভাগ ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ও কর্মীদের সমস্যা সমাধানে। অর্থাৎ পরিচালক 'শ্রমিক-মালিক ও কাজে'র মধ্যে সংযোগসূত্র হিসেবে মালিকের অনুকূলে কাজ করতে লাগলেন। এদিকে শিল্পায়ণের অন্যতম প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রমিকরাও সংগঠিত হতে লাগলেন। শ্রমিক-সংগঠন বা ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকরাও জোটবদ্ধ হয়ে মালিক ও পরিচালকের এক তরফা শক্তিবাদকে মোকাবিলা করতে লাগলেন। অর্থাৎ যে পরিমাণে মালিকশ্রেণী কিংবা শিল্পে নিয়োজিত লগ্নী বেড়ে চলল, ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পেতে লাগল শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য। শ্রমিকরা বাঁচতে পারেন ততক্ষণ, যতক্ষণ এঁদের কারখানায় কাজ জোটে; আর কাজ

ছোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ এঁদের পরিশ্রমে মালিকের নিয়োজিত মূলধন নিরাপদে বাড়তে থাকে। এইসব নিষ্পিষ্টিত শ্রমিকদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয় শ্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদেই। বাণিজ্যের অন্যান্য সামগ্রীর মতই এইসব শ্রমিকরা সাধারণ পণ্যদ্রব্যের সামিল। আর একারণেই এঁরা প্রতিনিয়ত বাজারের সব রকম প্রতিযোগিতা বড় কাপটা ঝঞ্ঝাবাতের অধীন।

শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ব্যাপক অর্থনীতির পরিবর্তন দেখা গেল। আগে ছিল মালিক নিজেই শ্রমিক ও পরিচালক। ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে তিনটি স্তরে বিভক্ত হল—মালিক : পরিচালক : শ্রমিক। আর এর সাথে যুক্ত হল যন্ত্র। যন্ত্রশিল্প পিতৃতান্ত্রিক মালিকের ছোট কর্মশালাকে বিশালকায় কারখানায় পরিণত করল। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কারখানায় আসেন ভিড় করে, অনেকটা সংগঠিত সৈনিক শ্রেণীর মত। শিল্প বাহিনীর সাধারণ সৈনিকের মত এঁরা থাকেন অফিসার সার্জেন্টের বহুধাশী ব্যবস্থার অধীনে। এই বহুধাশী অফিসার সার্জেন্ট ব্যবস্থাই পরিচালক বাহিনী। এঁদের কাজ বৈষম্যাচারের মাধ্যমে মালিকশ্রেণীকে শ্রমিকের শ্রমমূল্যে অর্জিত মুনাফা পেতে সাহায্য করা। সমাজের বিভিন্নস্তর থেকে আসা এইসব শ্রমিকরা ক্রমেই বুঝতে পারেন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই তাঁদের একমাত্র বাঁচার হাতিয়ার। একদিন যা ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে তা সংঘটিত সংগ্রামে পরিণত হতে লাগল এবং শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে আরও বেশী অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করতে লাগলেন। কিন্তু মালিক ও পরিচালকের মৌলিক কোন পরিবর্তন হল না—শুধু হাতের চাবুক রূপান্তর হল অর্থনৈতিক চাবুকে। এই শ্রমিক-মালিকের সংঘাতের ভেতর দিয়েই পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা গেল।

৪২ বিজ্ঞান ভিত্তি অধ্যায়

সেই ঘটনাবহুলের শ্রমিকের পরিবর্তে এই ছবির ক্যানভাসের এক কোণে ঝুলিয়ে কাচাবাচা, কিন্তু বিচিত্র যান্ত্রিক পদ্ধতি আর অন্যপাশে উৎপন্ন দ্রব্যের স্তূপ। এ অধ্যায় নতুন যোগ হয়েছে যন্ত্রে অবয়বিত পদ্ধতি। একদিকে যান্ত্রিক শ্রেণী যেমন দামী পুঁজির নিরাপত্তার জন্য সংগঠিত অন্য দিকে শ্রমিক শ্রেণীও। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে কয়েকজন প্রতিভাবান পরিচালক-বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন এবং পরিচালন পদ্ধতিগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাত্ত্বিক মতো এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠা দিলেন। এঁরা হলেন Taylor, Frank, Gillbert ও Gnatt. এঁদের মধ্যে F W Taylor (১৮৫৬—১৯১৫) বৈজ্ঞানিক পরিচালন পদ্ধতির (Scientific management) জনক বলে অভিহিত করা হয়।

Taylorকে 'Father of Scientific Managemet' বলা হলেও 'Scientific Management' শব্দের প্রথম উৎপত্তি বা ব্যবহারের সময় মুহূর্তটিতে Taylor উপস্থিত ছিলেন না। ১৯১০-র অক্টোবর মাসে H L Gnatt-র বাড়ীতে পরিচালনার নিযুক্ত এঞ্জিনীয়ারদের একটি সভায় L D Brardeis প্রথম 'Scientific Managemnt' কথাগুলি ব্যবহার করেন। এর আগে 'Efficiency engineering', 'Rationalism' 'Taylorism', 'TheScience of Management' শব্দগুলি ব্যবহার হত। Scientific management কোন একটা নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার নয়। উৎপাদন পদ্ধতির পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific method) ব্যবহার। অবশ্য পর্যালোচনা করলে দাঁড়ায় পরিচালন সম্পর্কে প্রচলিত এবং তথাকথিত প্রাচীন ধ্যানধারণা অর্থাৎ শক্তিবাদের বৈষম্যাচারের পরিবর্তে মানবিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে শ্রমিক ও মালিকের সম্মতিক্রমে উৎপাদন তথা মুনাফা বাড়ান। অর্থাৎ প্রকারান্তরে শ্রমিকের ওপর কাজের বোঝাটা আরও চাপিয়ে দেওয়া।

এযুগে পরিচালন বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রথা প্রয়োগ করে আরও বেশী উৎপাদন বাড়ান। এ পর্যায়ে মানুষ বা শ্রমিক উপেক্ষিত। এ সময়ের শ্লোগানটা অনেকটা এই রকম : উৎপাদন বাড়াও, দক্ষতা বাড়াও, অপচয় বন্ধ কর। শ্রমিকের ভাল মন্দ দিক প্রায় উপেক্ষিত। অবস্থাগুণে মনে

হত, শ্রমিক-কর্মী ছাড়াই বুঝি প্রতিষ্ঠানে বা কারখানায় কাজ চলে যেতে পারে। এখানেই পরিচালন সম্পর্কে শ্রমিক বিরোধী (Anti-People) মনোভাব গঠিক করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।

এ পর্যায়ে Taylor পরিচালন সম্পর্কে যে মূলনীতিগুলি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন সেগুলি হল :

১ পুরানো ধ্যান ধারণা বর্জন করে বিজ্ঞান সম্মত পরিচালন বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠা করা ;

২ নীতিনিষ্ঠ উপায়ে উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন এবং তাঁদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

৩ শিল্পাধীন-পরিচালকদের বৈজ্ঞানিক পরিচালন পদ্ধতির সাথে উপযুক্তভাবে তালিম দেওয়া ; এবং

৪ প্রতিটি কাজের ও দায়িত্বের সুষম বন্টন করা।

৪৩ মানবিক সম্পর্ক অধ্যায়

শ্রমিক মানেই ভারবাহী পশু—উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ। তার কোন স্বাধীকারবোধ থাকতে নেই। মানুষ হিসাবেও Human element) তার কোন মূল্য নেই। পণ্য বস্তুর মতই তার বাজারদর আছে নামে, তাকে খুশীমত কেনা বেচা চলে। ফলে অবস্থাটি ছিল—দীর্ঘ সময় খাটুনী, কম মজুরী আর অমানুষিক কাজের পরিবেশ, তেমনি অস্বাস্থ্যকর আবাসস্থল। এই পরিস্থিতিতে উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। Taylor-এর Scientific-management শুধু উৎপাদনের দিকটাই নজর দিয়েছিল—কর্মীর কাজের পরিবেশ বা তার মানবিক সত্তার ওতটা গুরুত্ব দেননি। যদিও Taylor ও তাঁর সহযোগীরা চেয়েছিলেন উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে শ্রমিকের পরিশ্রমও কিছুটা লাঘব হোক।

যাই হোক এই মানবিক সম্পর্ক অধ্যায়ে জটিল সামাজিক পরিবেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিহিসেবে শ্রমিকের ভূমিকা নির্ধারণের একটা চেষ্টা দেখা গেল। পরিচালন ও উৎপাদনে শ্রমিকের নিষ্ক্রিয় ও বিশিষ্ট ভূমিকা মালিক-পরিচালকের স্বীকৃতি পেল। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর দীর্ঘদিনের আন্দোলন। পরিচালনবিজ্ঞানীরা উৎপাদন-পরিচালন-কর্মী কাজ-পরিবেশজনিত জটিল পরিস্থিতির সামাজিক এবং নৈতিক মনস্তাত্ত্বিকমূলক সমীক্ষা ও পরীক্ষা শুরু করলেন। এরমধ্যে ১৯২০ সালে Elton Mayo কর্তৃক Hawthorne Experiments স্থবিখ্যাত ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হল : উৎপাদন ও পরিচালনায় শ্রমিকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে খুবই কার্যকরী ও ফলদায়ী ; কারখানাও সামাজিক পরিমণ্ডলেরই অংশবিশেষ এবং সহজ স্বাভাবিক কাজের পরিবেশে শ্রমিক ভালভাবে কাজ করতে পারে ; শ্রমিক শুধুমাত্র একটি উৎপাদনের উপাদান নয়—সাধারণ মানুষের মত তারও আছে সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি এবং মানুষের মর্যাদা দিয়েই তাকে উৎপাদনে নিযুক্ত করতে হবে। আরও প্রমাণিত হল যে, এইসব কিছুরই উৎপাদনে প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে পাঁচটি নির্দেশক নীতির নির্ধারিত হল :

১ কাজের প্রেরণা
২ নেতৃত্ব
৩ কর্মীগোষ্ঠি
৪ যোগাযোগ
৫ পরিচালনায় অংশীদার

৪৩১ কাজের প্রেরণা/Motivation

মানুষ যে কাজ করে তা মানবিক আচরণের উপজাত ফসল। এই কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে মানবিক আচরণকেই প্রভাবিত করা প্রয়োজন। পরিচালককে তাই জানতে হবে-মানুষের বিভিন্ন আচরণের পেছনে মূল কারণগুলি কি ? মানবিক আচরণের মূল কথা : মানুষ চায় তার জীবন ধারণের প্রয়োজনগুলি মেটাতে, সমাজে সুস্থভাবে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে। এই প্রয়োজনগুলিকে (Human needs) তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১ শারীরিক : খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান বিশ্রাম :
২ সামাজিক : অধিকার প্রেমপ্রীতি ভালবাসা ; এবং
৩ মনস্তাত্ত্বিক : ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি উচ্চাশা মর্যাদা।

কর্মীর কাছ থেকে সন্তোষজনক কাজ পেতে এইসব প্রয়োজনগুলির সন্তোষজনক ভাবে মেটাবার ব্যবস্থা রাখতে

হবে। কর্মী যেন সচেতনভাবে জানে কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োজনগুলি মেটানর নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেটাই হবে তার কাজের প্রেরণা।

৪৩২ নেতৃত্ব/Leadership

যে কোন কাজের নেতৃত্ব যেমন পরিচালক—কাজ করিয়ে নেবার পরিকল্পনা, দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। কি কি ভাবে কর্মীর আচরণ প্রভাবিত হয় তা পরিচালককে নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করতে হবে। নেতৃত্বেরও শ্রেণীবিভাগ হয়েছে যেমন,

১ একনায়কত্ব/Dictatorial ;
২ স্বৈরতান্ত্রিক/Autocratic ;
৩ অবাধনীতি/Laissez-faire ;
৪ গণতান্ত্রিক/Democratic ;
৫ পরিস্থিতি অনুসারী/Situationist

এদের মধ্যে 'গণতন্ত্রবাদী' নেতৃত্বই কাম্য। অবশ্য বেশীর ভাগ সকল পরিচালক 'পরিবেশ-পরিস্থিতি' অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়েই সাফল্য অর্জন করেছেন। আসলে, যে পরিচালক সহানুভূতিশীল, সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম, পরিস্থিতি অনুধাবনে পারঙ্গম ও দ্রুত কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম তিনিই সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং সাফল্য লাভ করেন।

৪৩৩ কর্মীগোষ্ঠী/Organisation Theory

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কর্মী-উপকরণ-কাজের সমন্বয়ের জন্য আনুষ্ঠানিক কাঠামো একটি আবশ্যিক শর্ত। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর পাশাপাশি কর্মীরা কয়েকটি কতগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠিভুক্ত থাকতে পছন্দ করেন। এইসব গোষ্ঠিগড়ার পেছনে থাকে নানা ধরনের বিশ্বাস, মতবাদ, অভিরুচি, ব্যক্তিত্ব ও উচ্চাভিলাষ। এইসব গোষ্ঠি আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বকে প্রয়োজনে যেমন প্রতিহত করার চেষ্টা করে, তেমনি সাহায্যও করে। এইসব আন্তঃগোষ্ঠি সম্পর্ক, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ককে সঠিকপথে পরিচালিত করে সংঘাত কমাতে পারলে পরিচালক অনেক সহজে সফল হতে পারেন।

৪৩৪ যোগাযোগ/Communication

পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মানবিক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষ ভাব-প্রকাশের মাধ্যমেই নিজেদের প্রয়োজনের কথা একে অপরের কাছে ব্যক্ত করে। 'আদেশ প্রদান ও গ্রহণ ব্যবস্থা, পরিচালক ও কর্মীর মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে। যখন পরিচালক আদেশ প্রদানের মাধ্যমে কর্মীকে তাঁর 'ইচ্ছা' যথাযথ বুঝাতে সক্ষম হবেন এবং কর্মী যখন 'আদেশ গ্রহণে'র মাধ্যমে তা যথাযথ বুঝতে সক্ষম হন তখনই বলাচলে উভয়ের মধ্যে সঠিক ও সার্থক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে এবং এরফলেই প্রত্যাশিত ফল পাবার সম্ভাবনা দেখা যেতে। এই 'যোগাযোগ ব্যবস্থা'র মাঝে নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, ভাষা ও শব্দের প্রতিবন্ধকতা, সাংগঠনিক প্রতি-বন্ধকতা, ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, পরিবেশজনিত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।

৪৩৫ পরিচালনায় অংশগ্রহণ/Participation

প্রতিষ্ঠানে স্বৈরাচারী মনোভাব কিংবা একনায়কতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং পরিণামে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়, এমনকি ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। এর মূল কারণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের কেন্দ্রীভবন। তাই প্রয়োজন কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীভবন অর্থাৎ সমস্ত কর্মকাণ্ডে সর্বস্তরের উপযুক্ত কর্মীদের যতবেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করবেন, সাফল্যের সম্ভাবনাও তত বেশী উজ্জ্বল হবে।

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালকরা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হন এবং পদাধিকার, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের বলে তাঁরা অধস্তন কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। এইসব অধস্তন কর্মীরা পরিচালকদের সিদ্ধান্তজনিত ফলাফলের প্রত্যক্ষ অংশীদার হলেও পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের কোন অংশ থাকে না। সুতরাং মানবিক সম্পর্ক উন্নতি করতে 'পরিচালনায় অংশীদার নীতি' (Participating management Principle) প্রচলন খুবই জরুরী। প্রমাণিত হয়েছে, এতে মানুষ তার নিজের মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা প্রয়োগে

সমর্থ হয়ে আরও দায়িত্বশীল ও পূর্ণতালাভ করে এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানই এদ্বারা উপকৃত হয়।

এই নীতি কার্যকরী করতে পরিচালককে লক্ষ্য রাখতে হবে সত্যকার প্রতিভাসম্পন্ন ও কর্মক্ষম কর্মীরাই সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে যেন কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, মানবিক সম্পর্ক পরিচালকের অনুকূলে প্রার্থিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে মাত্র, একমাত্র অবলম্বন নয়। বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়বদ্ধিতাই পরিচালকের মূল পরিচালন শক্তি।

৪৪ সমন্বয় অধ্যায়

বিজ্ঞানভিত্তি অধ্যায়ে যেমন Taylor-নীতি প্রাধান্য পেয়েছে, মানবিক সম্পর্ক অধ্যায়ে তেমনি গুরুত্ব পেয়েছে Elton Mayo-র চিন্তাধারা।

Taylor যেখানে গুরুত্ব দিয়েছেন উৎপাদন বাড়াবার দিকে। শ্রমিকের মানবিক দিকগুলি উপেক্ষিত না হলেও গুরুত্ব মোটেই পায়নি। পরন্তু Mayo-র বক্তব্য মানুষকে উপেক্ষা করে উৎপাদন বাড়ান নয়। যে মানুষ নিজেকে নিঃশেষ করে উৎপাদনে নিযুক্ত, তাদের যদি সহজ স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশে তার মানব সত্তাকে যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে উৎপাদনও বাড়বে। উৎপাদন ও মানবিক দিক দুজনেই উল্লেখ করলেও, Taylor-র মতে শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা মূলত অর্থনৈতিক; পক্ষান্তরে Mayo-র মতে অর্থনৈতিক ছাড়াও সামাজিক মানবিক দিকটাও সমগুরুত্বপূর্ণ, আবার দুজনেই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষা করেছেন, তা হল—মানুষের 'অহং' বোধ, আত্মমর্যাদা। মানুষের এই অহংবোধ অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করার স্পর্ধা রাখে। কোন কাজের মূলে তিনটি উপাদান রয়েছে, সেগুলি হল—প্রতিষ্ঠান, কর্মী ও পরিবেশ; তেমনি কাজের প্রেরণার মূলেও রয়েছে তিনটি উপাদান—আর্থিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত দিক। এই দু'টি উপাদানই পরিবর্তনশীল। ফলে, সমস্ত কাজের পরিবেশটাই দ্বন্দ্বময়। সুতরাং আদর্শ কাজের পরিবেশ পেতে হলে এই দু'টি উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতেই হবে। যদিও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান কোন দিনই সম্ভব নয়—সংঘাত থাকবেই। পরিচালক চেষ্টা করবেন এই সংঘাত কমিয়ে আনতে (বিস্তারিত আলোচনা ৯ অংশে আছে) এবং গঠনমূলক কাজে লাগাতে।

দক্ষ ও সফল পরিচালক হতে হলে পরিচালন বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি ছাড়াও অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি, কম্পিউটার, সেমান্টিকস, সিসটেমস এনালিসিস, আচরণ-মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলির মূল তত্ত্বকথা আয়ত্ত করতে হবে। আর একারণেই এই অধ্যায়ের নাম সমন্বয়ের সূত্র।

৪৫ পরিচালকের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

উৎপাদন ব্যবস্থার মূল তিনটি উপকরণ হল—কাঁচামাল, শ্রমশক্তি ও মূলধন। এদের মধ্যে কাঁচামাল সমস্ত মানুষের জন্য প্রকৃতির অফুরন্ত মুক্তভাণ্ডার, শ্রমশক্তি মানুষের পেশী ও মেধার সম্মিলিত শক্তি—এই দুয়ের সম্মিলনে প্রথম মূলধনের সৃষ্টি। সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ফলে এই মূলধনও সামগ্রিক মানব কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের শ্রেণী স্বার্থে নিয়োজিত; প্রকৃতির দান কাঁচামাল ও অসংগঠিত বিপুল শ্রমশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মূলধন স্ফীতকায় হতে থাকে। এই তিনটি উপাদান অর্থাৎ কাঁচামাল, শ্রমশক্তি ও মূলধন নিয়ন্ত্রণ করে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন এবং এই উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্রেণী বিভক্ত এই সমাজের একটি শ্রেণী সমস্ত দেশের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ফলে একদিকে শ্রমিক শ্রেণীসহ সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে শ্রমশক্তি, মূলধন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী পরজীবি শ্রেণী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার অর্থাৎ লভ্যের নিরাপত্তা, মুনাফার নিশ্চয়তা, শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা এবং সমস্ত কাজটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের আবির্ভাব। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে ম্যানেজমেন্টভুক্ত ব্যক্তিরা মূলতঃ পুঁজিকারক বা মালিকের স্বার্থরক্ষায়

শ্রমিক স্বার্থ প্রতিকূল একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব করেছেন—যা হল আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্র পর্যবেক্ষণভাবে জনস্বার্থ পরিপন্থী (Anti people)।

ম্যানেজমেন্টের এই-চরিত্র অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। তা সমাজতান্ত্রিক দেশেও তো ম্যানেজমেন্টের অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্যই আছে কিন্তু সেখানকার ম্যানেজমেন্টের আমলাতান্ত্রিক হবার কোন সুযোগ নেই। কারণ, সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিপতিক ও শ্রমিকের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থাটাই সেখানে বিপরীতধর্মী অর্থাৎ শ্রমিকরাই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই সমাজতান্ত্রিক দেশে ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশ হিসেবে শ্রমিক স্বার্থ-অনুকূল (pro-people) আচরণ করেন।

৫ ম্যানেজমেন্টকে কি বিজ্ঞান বলা যায়?

প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক। নীচের আলোচনায় আমরা দেখব একটি বিষয় কিভাবে 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হয় এবং পরিচালন বিষয় হিসেবে বিজ্ঞান কিনা।

৫১ বিজ্ঞান কাকে বলে

কোন বিষয় বিজ্ঞান কিনা তা প্রধানতঃ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর ওপর নয়, বিষয়টি কিভাবে বা কোন্ পদ্ধতিতে অনুশীলিত হয়ে থাকে তার ওপর। এই অনুশীলন পদ্ধতি যদি বিজ্ঞান পদ্ধতির (Scientific method) অনুগামী হয় তবেই বিষয়টি বিজ্ঞান এবং বিষয়ের অনুশীলনকারী একজন বিজ্ঞানী। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এই বিজ্ঞান পদ্ধতির স্বরূপ কি?

৫২ বিজ্ঞান পদ্ধতি

বিজ্ঞানী বা অনুসন্ধিৎসু বিশ্ব প্রকৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ঘটনাপুঞ্জ থেকে এক বা একাধিক বস্তু/অভিজ্ঞতা/ঘটনা/বিষয় বেছে নিয়ে অর্জিত জ্ঞানের আলোয় বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখেন। প্রচলিত ধারণায় বিষয়টির ব্যাখ্যা না পেলে, বিষয়টি তখন প্রতিপাদ্য সমস্যা হয়ে ওঠে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ঐ প্রতিপাদ্য ঘটনা সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করেন যাতে জ্ঞানরাজ্যে তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এজন্য নানা ধরণের পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন প্রচলিত ধারণার নতুন ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে কিংবা নতুন কোন ব্যাখ্যা বা সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমস্ত প্রক্রিয়াটি দুটি পর্যায়ে ও চারটি ধাপে হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়ে তিনটি ধাপের সন্ধান মেলে অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্রের বা আরোহী সূত্রের। দ্বিতীয় পর্যায়ে চতুর্থ ধাপে সন্ধান মেলে কোনো মৌলিক সূত্রের।

৫২১ প্রথম পর্যায় : আরোহী সূত্র

প্রথম ধাপ : পর্যবেক্ষণ

এই অংশে প্রতিপাদ্য বিষয় বা ঘটনাবলী সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : বিশ্লেষণ

এই অংশে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে তথ্যের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

তৃতীয় ধাপ : আরোহী সূত্র

এই অংশে আরোহী প্রথায় বিচার করে সাধারণী করণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র বা আরোহী সূত্র স্থির করা হয়, যা দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার তথ্যমূলক ও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই প্রক্রিয়া একটি বিষয়ে বারবার ঘটতে পারে এবং পর্যবেক্ষণজনিত পুঞ্জীভূত ঘটনা, বিষয় বা অভিজ্ঞতার মতই একাধিক অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র বা আরোহী সূত্রের উদ্ভাবন হতে পারে।

৫১২ দ্বিতীয় পর্যায় : মৌলিক সূত্র

চতুর্থ ধাপ

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং সমস্ত প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপে ঘটে বিচার বিশ্লেষণের বাইরে মহাবিজ্ঞানীর স্বতঃলব্ধ অনুভূতির সীমানায়। এটা সচরাচর ঘটে না। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে উদ্ভাস্ত মতই ক্ষণপ্রভ মনীষী এসে পুঞ্জীভূত আরোহী সূত্রগুলিকে মন্থন করে মৌলিক সূত্রের উদ্ভাবন করে যান। এই মৌলিক সূত্র বা সূত্রগুলি কোন

বিষয়ের তাত্ত্বিক কাঠামো বা মূল বনিয়াদ। মৌলিকসূত্র-গুলিকে অবলম্বন করে কোন বিষয় ক্রমবিকশিত হয়ে শাখা প্রশাখায় বর্ধিত হয়; বিবর্তনের মাধ্যমে নানা প্রজাতির সৃষ্টি করে; সম্ভাব্য বিকাশ বা বিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়; এবং বিকাশের প্রতি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক নির্দেশ দিয়ে থাকে।

যখন নতুন কোন ঘটনা প্রচলিত ধারণায় আর ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন সংগ্রহ পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ আরোহীসূত্র পারম্পর্যে গ্রথিত এই আবর্তনশীল চক্রটী আর একটি ক্রম টাক নিয়ে সমস্ত পুঞ্জীভূত ঘটনা। অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করে আবার নতুন করে পরিক্রমা শুরু করে। কোন বিষয়ের ক্রমবিকাশের ধারাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার নামই হল বিজ্ঞান পদ্ধতি এবং যে বিষয়কে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাকেই বিজ্ঞান বলা হয়।

৪র্থ ধাপ	↓	←	৩য় ধাপ
মৌলিক সূত্র			আরোহী সূত্র
১ম ধাপ		↑	২য় ধাপ
পর্যবেক্ষণ	→		বিশ্লেষণ

৫৩ বিজ্ঞান পদ্ধতির নিরীখে ম্যানেজমেন্ট

FW Taylor ১৯ শতকের শেষপাদ কারখানার একজন সামান্য শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করে নিজের অসাধারণ প্রতিভা গুণে মানব সভ্যতার ইতিহাসে আসন স্থায়ী করে যান। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতায় Taylor কারখানার দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং অনুভব করেন বিভিন্ন কার্যপ্রণালী ও পর্যবেক্ষণজনিত পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার মধ্যে কোথায় যেন অসংগতির সুর রয়ে গেছে—কিছুতেই একটা সুসংগত পূর্ণতার সীমায় টেনে নেওয়া যাচ্ছে না। শুরু হল Taylor এবং তাঁর সহযোগীদের একের পর এক পরীক্ষা।

৫৩১ প্রথম ধাপ : পর্যবেক্ষণ

কাজের পরিবেশ সম্পর্কে Taylor-র পর্যবেক্ষণজনিত মূল কথাই হল একজন শ্রমিকের মনোভাব: 'কেউ যদি কাজ কম করে বা কাজে ফাঁকি দিয়ে আমার সমান একই পরিমাণ বেতন পায় সে ক্ষেত্রে আমি কেন ঠিক ঠিক কাজ করব।" Taylor বক্তব্যটি যে ভাবে রেখেছেন :

When a naturally energeticman works for a few days besides a lazy one. the logic of the situation is unanswerable : "Why should I work hard when that lazy fellow gets the same pay that I do and does only half as much work ?

একজন শ্রমিক হিসেবে শ্রমিকদের সাথে একত্রে কাজ করার ফলে Taylor শ্রমিকদের কাজ, পরিস্থিতি, সহকর্মী, মালিক, পরিচালক সম্পর্কে মানসিকতা ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

৫৩২ দ্বিতীয় ধাপ : পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ

এঞ্জিনীয়ার ও পরিচালকরা উৎপাদন বাড়াবার জন্য মানবিক ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন ও সঠিক প্রয়োগের জন্য কল কারখানায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। ফলে নতুন নতুন উপায় ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে লাগল; কাজের পরিবেশ সম্পর্কে নতুন চিন্তা দেখা দিল; কাজ-যন্ত্র-পরিবেশ-পরিচালনা ত্রুটিজনিত মানসিক-শারীরিক অবসাদ কিভাবে উৎপাদন ব্যাহত করে তা জানা গেল; কাজের প্রকৃতি উৎকর্ষ ও পরিমাণের সাথে মজুরীর সম্পর্কের মান নির্ধারণ করা সম্ভব হল। এ সবের ফলে, কাজের নির্দিষ্ট মান, কাজ সম্পর্কে পূর্বপরিকল্পনা ও কাজের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত চিন্তা ভাবনা দেখা গেল।

Taylor এ সম্পর্কে যে সব পরীক্ষা-পরীক্ষা করেন সেসবের মধ্যে Bethlehem Steel-র 'Pig iron Study, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে একজন শ্রমিক গড়ে দিনে ১২½ টন লোহা স্থানান্তর করত। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর Taylor শ্রমিক পিছু ৪৭½ টন স্থানান্তর করাতে সক্ষম হলেন। এই অতিরিক্ত কাজ করাতে তিনি কিছু উন্নত পদ্ধতির আশ্রয় নেন এবং শ্রমিককে তার শ্রম সময়ের ৪৭% ভাগ বিশ্রাম দেন। অর্থাৎ কিছু উন্নত পদ্ধতির

সাহায্য নিয়ে এবং মোট শ্রম সময়ের মাত্র ৪৩% ভাগ কাজ করে আগের তুলনায় চারগুণ বেশী কাজ করান সম্ভব হল। শ্রমিকের ক্ষেত্রেও incentive pay প্রথা চালু করে তাঁরা সুফল পান।

৫৩৩ তৃতীয় ধাপ : আরোহীসূত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-বিশ্লেষণের পর পরিচালক বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি আরোহী সূত্র বা অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র সন্ধান পেলেন যা উৎপাদন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। সেগুলি হল :

১ দেশের প্রচলিত আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাযুক্তিক পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ;

২ পরিচালনার সিদ্ধান্ত সহায়ক নীতি স্থির করা ;

৩ নির্ধারিত সাফল্য পেতে পূর্বপরিকল্পনা আবশ্যিক ও অপরিহার্য ;

৪ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে কাজ-কর্মী-পরিবেশকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করা ;

৫ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীদের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথাযথ ওয়াকিবহাল করা ; এবং

৬ নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে কর্মী-কাজ-সময়সূচীর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করা।

৫৩৪ চতুর্থ ধাপ : মৌলিক সূত্র

অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্রগুলিকে আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক নির্দেশক সূত্রে প্রকাশ করা হয়েছে :

১ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ ;

২ উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে বিভিন্ন পরিচালন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা ; এবং

৩ কাজের দক্ষতা বাড়াতে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মীদের কাজে ব্যবহার করা

বিজ্ঞান পদ্ধতির নিরীখে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পরিচালন বিদ্যা বা ম্যানেজমেন্ট যথার্থই বিজ্ঞান বিষয় বা পরিচালন বিজ্ঞান।

৬ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্ব সংঘাত ও ম্যানেজমেন্ট

৬১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

মানুষকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেওয়া এবং কয়েকজন মিলে দলবদ্ধভাবে কোন কাজ করা মানুষের একটি মূল্য মানবিক কর্ম দক্ষতা। প্রায় সব মানুষই কোন না কোন অপর একজন মানুষের সাথে একত্রে কাজ করে থাকে। এদিক থেকে বলা যায়, যখন দুই বা ততোধিক মানুষ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে একত্রে কাজ করে তখনই সেই সম্মিলিত অবস্থাকে প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ভাবে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। যখনই এইভাবে কিছু মানুষ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে একত্রিত হয়, তখনই কোন না কোন ধরণের একটি সাংগঠনিক কাঠামো এবং কিছু নিয়মকানুনও সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানগুলি এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যেমন পারস্পরিক নির্ভরশীল ও পরিপূরক হয়, তেমনি দ্বন্দ্ব সংঘাতও অনিবার্য হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য স্থান কাল পাত্র অনুসারে নির্ভরশীলতা বা সংঘর্ষের মাত্রার তারতম্য হয়। কখনো কখনো এমনও হয় যে, ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান বা সমাজের প্রচলিত নিয়ম কানুন মানতে চান না এবং নিজেদের মত করে চলতে চান। এঁরা যদি দৃঢ় সন্নিবদ্ধ পৃথক আর একটি কাঠামো ও নিয়মের অধীন না হন তবে সামাজিক নিয়মে এইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমাজের বা প্রতিষ্ঠানের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এমনকি তাঁদের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। অন্যদিকে যেসব গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো দৃঢ়বদ্ধ ও ও নিয়মের বশবর্তী তারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যে মিলিতভাবে কাজ করতে চান তবে চারটি উপাদান অপরিহার্য :

১ আদিক কাঠামো ;

২ আন্তঃনিক নিয়ম ;

৩ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ; এবং

৪ নেতৃত্ব।

অর্থাৎ কাঠামো, আইন কানুন, প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব ছাড়া কোন উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে যে, প্রতিষ্ঠান ছাড়া, নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া এবং সঠিক পরিচালন বা নেতৃত্ব ছাড়া কোন উদ্দেশ্য সফল করা যায়নি। ইতিহাস আরও সাক্ষী দেবে যে, মানুষ সর্বদাই কোন না কোন প্রথায় প্রথাসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা প্রথা বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকে।

৬২ বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নানা ধরনের হতে পারে যেমন,

১ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ;
২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ;
৩ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ;
৪ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ;
৫ সরকারী প্রতিষ্ঠান ;
৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;
৭ বিশ্ব/বহুমুখী প্রতিষ্ঠান।

৬২১ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

নানা ধরণের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মানুষের জীবন প্রভাবিত করে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এমনকি সমাজের বৃহৎ অংশকেও প্রভাবিত করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা যায়, ভিন্ন ধর্মী এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও এইসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানজনিত প্রভাবমুক্ত হতে পারেন না। কারণ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় বা দ্বন্দ্ব সংঘাতজনিত প্রভাব থাকেই এবং প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত হন।

৬২২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত বেসরকারী উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবর্ধিত। সেবামূলক কাজই এইসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত মানুষ এবং সেবাকাজে উপকৃত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব তো আছেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বাইরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এদের কাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

৬২৩ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শকে রূপায়িত করার জন্য ঐসব মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এইসব প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ স্বেচ্ছামূলক হলেও দলীয় আদিক কাঠামো ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করতে হয়। সাধারণ মানুষ এইসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতাদর্শে আস্থাশীল হয়ে অনুগামী হন। যে প্রতিষ্ঠান মানুষের বিশ্বাস আস্থা অর্জন করতে পারে সেই প্রতিষ্ঠান দেশের বা রাজ্যের প্রশাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নিজের নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। সুতরাং ব্যক্তি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইসব রাজনৈতিক মতাদর্শের ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছেই।

৬২৪ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

উৎপাদন, ব্যবসা, বিনিয়োগ সংস্থা, কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধরণের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ভুক্ত। আর্থিক লেনা-পাওনার মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করে সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করে। প্রতিটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আদিক কাঠামো ও নিয়ম কানুন থাকে যা প্রতিটি সদস্যের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

৬২৫ সরকারী প্রতিষ্ঠান

সামরিক বাহিনী, পুলিশবাহিনীসহ সমস্ত ধরণের সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। প্রধানত জীবিকার জন্য ব্যক্তি এইসব প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন। এছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ মানুষ জীবন সম্পর্কেই যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হন এবং প্রতিষ্ঠানের কাজ মানুষের মনে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৬২৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সব ধরণের শিক্ষায়তন এবং সমস্ত ধরণের প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত। শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার

বিষয়, উপকরণ, পদ্ধতি, শিক্ষক, পরিবেশ সব কিছুই ব্যক্তি মনে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির ভাবী জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রয়াগার ও ব্যক্তির শিক্ষা জীবন, কর্মজীবন, অবসর জীবনে নানাভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করে ফলে ব্যক্তি জীবনে প্রয়াগারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

৬১৭ মিশ্র বা বহুমুখী প্রতিষ্ঠান

কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার প্রাথমিক অবস্থায় একমুখী থেকেও পরবর্তীকালে বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা ও শিক্ষাদান কাজেও নিযুক্ত। তেমনি কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠানও অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও শিক্ষাদানে ব্রতী হন। ফলে পারস্পরিক প্রভাব আদান প্রদান ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিধি আরও বেশী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

৬১৮ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

এইভাবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক প্রভাব ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে জটিলতা ক্রমশ বেড়েই চলে। জটিলতা সম্পূর্ণ নিরসন সম্ভব নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কার হাতে—ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান? ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে না প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে? এখানেই ম্যানেজমেন্টের আবির্ভাব—ম্যানেজমেন্টের দুই কুশীলব—ব্যক্তি মানুষ ও কর্মতৎপরতা (people and activities)। যতক্ষণ পরিচালক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা, শক্তি তৎপরতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে এবং ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। এর ব্যতিক্রম হলেই বা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মতৎপরতাকেই প্রাধান্য দিলে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে। এতে ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি হলেও প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ে।

অবশ্য এটাও সত্যি যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই কিছু প্রতিক্রিয়াশীল (anti-people) অংশের অবস্থান থাকে। যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকতম অংশ প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। সুতরাং পরিচালককে এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে চিহ্নিত করে তার ওপর সতর্ক নজর রেখে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিক ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারকে সব সময় জনমুখী (people oriented) হয়ে কাজ করতে হবে। পরিচালন পদ্ধতিতে ক্ষমতা অর্জন করে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারকে একটি সত্যিকারের জনমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবেন—এটাই আজকের গ্রন্থাগারিকের কাছে প্রত্যাশা।

৬১৯ প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্বসংঘাত বিরোধের অস্তিত্ব

সব প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য আছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও কিছু কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। এ থেকে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়:

১ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি; এবং

২ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হতে পারে।

সময়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ক্রমে জটিল হতে থাকে। নানাভাবে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শুরু হয় দ্বন্দ্ব সংঘাত। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যেও প্রতিকূলজনিত বিরোধ থাকতে পারে, ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরোধ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং প্রতিষ্ঠানেও যা ব্যক্তি সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেখানেও দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সমাজ এই নিয়ত দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এটাই স্বাভাবিক রীতি এই দ্বন্দ্বকে শৃংখলার সাথে পরিচালিত করতে পারলেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রগতি সহায়ক হয়ে ওঠে।

৬২০ দ্বন্দ্বসংঘাতের প্রকার

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত দ্বন্দ্বসংঘাতগুলিকে মোটামুটি নয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

১ ব্যক্তি	বনাম	ব্যক্তি দ্বন্দ্ব
২ ব্যক্তি	বনাম	গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব;

৩ ব্যক্তি	বনাম	পরিবেশ দ্বন্দ্ব ;
৪ ব্যক্তি	বনাম	প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্ব ;
৫ গোষ্ঠী	বনাম	গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ;
৬ গোষ্ঠী	বনাম	পরিবেশ দ্বন্দ্ব ;
৭ গোষ্ঠী	বনাম	প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্ব এবং
৮ প্রতিষ্ঠান	বনাম	পরিবেশ দ্বন্দ্ব ;
৯ প্রতিষ্ঠান	বনাম	প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্ব।

৬৫ দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রকৃতি

প্রতিটি ক্রিয়ায় এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সংঘাত থাকায় পরিচালন ব্যবস্থা সত্যিই একটি দুরূহ ব্যাপার। যে পরিচালক এইসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত দ্বন্দ্ব সংঘাতের সম্ভাবনা পূর্ব অনুমান করতে পারেন ; সংঘাতের উৎস, গভীরতা ও কারণ নির্ণয় করতে পারেন ; প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন—তাঁর পক্ষেই সার্থক হবার সম্ভাবনা। প্রতিষ্ঠানের মধ্যজাত দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলির মধ্যে আছে

১ পরিচালক বনাম কর্মী সংঘাত ;

২ সিসটেমস ধারণা প্রচলিত ধারণার সংঘাত।

৬৫১ পরিচালক বনাম কর্মী সংঘাত

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং অধস্তন কর্মীর মধ্যে সাধারণত শিক্ষা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা জনিত পার্থক্য থাকায় একটা সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্ব সব সময়েই থাকে। পরিচালক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে, মানবিক সহানুভূতির ও সহনশীলতার সঙ্গে এ ধরণের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন। গ্রন্থাগার পরিবেশে এটা আরও জরুরী। কারণ, পরিচালক-গ্রন্থাগারিকের বেশী সহকর্মী বা অধস্তন-গ্রন্থাগারিকরাও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিমত্তায় প্রায় একই জায়গায় অবস্থান করেন—একমাত্র বেতন ক্রম, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ছাড়া। তাছাড়া গ্রন্থাগার পরিষেবা দলবদ্ধ কাজ (Team work)। গ্রন্থাগার পরিবেশের এই বিশেষ দিকটি পরিচালককে স্মরণে রাখতে হবে।

৬৫২ সিসটেমস ধারণা বনাম প্রচলিত ধারণার সংঘাত

ব্যাপকভাবে সিসটেমস্ ধারণার প্রয়োগ বা ব্যবহার খুবই আধুনিক ; গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তো একেবারেই অর্বাচীন—বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়।

সিসটেমস্ বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক চাইবেন গ্রন্থাগারের প্রতিটি পর্যায়ের কাজের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। সিসটেমস্ গ্রন্থাগারিক সব সমস্যাকেই সামগ্রিক পটভূমিতে বিচার বিশ্লেষণ করে সমাধান খোঁজেন বা নাকি একজন সাধারণ কর্মী বা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর অর্থ এই নয় যে অন্যরা গ্রন্থাগারের উন্নতি চাননা। এমন হতে পারে যে গ্রন্থাগারের সামগ্রিক কাজে গতিবেগ সৃষ্টি করতে বিশেষ কোন একটি বিভাগের কাজে কিছু অসুবিধা হলো। তখন খুব স্বাভাবিক যে, ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বিভাগ প্রতিবাদ জানাতে বা নতুন পদ্ধতি চালু করতে আপত্তি করবে। এক্ষেত্রে, জোর জবরদস্তি না করে সমস্যা ক্ষতিগ্রস্ত বিভাগকে বুঝাতে হবে, সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে হয় এবং কাজের অসুবিধার জন্য তাঁরা দায়ী হবেন না।

৭ লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইব্রেরী আপাত দৃষ্টিতে একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও আজকের সমাজে অপরিহার্য অঙ্গ। লাভজনক প্রতিষ্ঠানে যেমন পরিচালন ব্যবস্থায় পরিচালন বিজ্ঞান পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠান হিসেবে লাইব্রেরী অ-লাভজনক অর্থাৎ সরাসরি উৎপাদনের অংশীদার না হলেও প্রার্থিত ফল পেতে পরিচালন বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ও পরিমিত প্রয়োগ একইভাবে প্রয়োজন। পরিচালন বিজ্ঞান বা ম্যানেজমেন্ট এমন একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় যে একে যে কোন প্রতিষ্ঠানে ও পরিস্থিতিতে ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্ভব। প্রয়োগ ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের মূলনীতিগুলি ঠিক রেখে প্রয়োগ পদ্ধতির তারতম্য করা হয় কিংবা অন্য কোন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। এর ফলে আমরা দেখি ম্যানেজমেন্টের নতুন নতুন প্রয়োগ ক্ষেত্র বেড়েই

চলেছে, যেমন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট, ফুল ম্যানেজমেন্ট, ইত্যাদি। লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্টও এ ধরণের একটি প্রয়োগ ক্ষেত্র—যেখানে ম্যানেজমেন্টের মূল নীতিগুলি বা প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি সমভাবে কার্যকরী।

সব প্রতিষ্ঠানের মতই লাইব্রেরীরও নিজস্ব সমস্যা আছে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি-বস্তু-ব্যক্তি জনিত বিভিন্ন ধরণ সংঘাতের ভেতর দিয়ে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট ঐসব সমস্যার প্রকার ও প্রকৃতি, গভীরতা ও ব্যাপ্তি, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ম্যানেজমেন্টের মূলনীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান দেবে। আর এটা করতে হবে গ্রন্থাগারিককেই। এই প্রবন্ধের ২ অংশ থেকে ৬ অংশে আলোচিত বিষয় লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ম্যানেজমেন্টের সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা যেমন চারটি অধ্যায়ের সন্ধান পেয়েছি—লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্টের বিকাশও তার অনুসারী। চারটি অধ্যায়কে আমরা এ ভাবে ভাগ করতে পারি :

ক/১৮৭৬ পর্যন্ত : প্রাকবিজ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যায় ;

খ/১৮৭৬-১৯২৫ : বিজ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যায় ;

গ/১৯২৫-১৯৭০ : সামাজিক বিকাশ অধ্যায় ;

ঘ/১৯৭০- : সমন্বয় অধ্যায়।

এই বিভাগ তত্ত্বগত, ব্যাবহারিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে আমরা এদেশে বিজ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি মাত্র। এরই পাশাপাশি সামাজিক বিকাশ অধ্যায় যেমন শুরু হয়েছে তেমনি বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয় অধ্যায়ের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। যেমন, ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস-এ গ্রন্থাগার পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে Systems analysis, Flow chart, Statistical analysis প্রভৃতি বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির সকল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল। এ বিষয়ে আলীদনকের গ্রন্থাগারিকের আরও বেশী সচেতন হতে হবে এবং 'সমন্বয় অধ্যায়'কে ত্বরান্বিত করতে হবে অর্থাৎ আলী দনক 'সমন্বয় অধ্যায়ে'র মুক্তির দনক হিসেবে চিহ্নিত হোক। এই দনকে লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্টের বিকাশ ও প্রসারের দনক হিসেবে বিষয়টি আর ও বেশী আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮ গ্রন্থপঞ্জী

১ BANKI (I S). Dictionary of supervision and management. 1974.

২ BOULDING (K). Conflict and defenses : A general theory. 1961.

৩ DOUGHERTY (R M) and HEINRITZ (FJ). Scientific management of library operations. 1966.

৪ DRUCKER (P). Management. 1974.

৫ EVANS (G E). Management techniques for libraries. 1976.

৬ FAYAL (H). General and industrial administration. 1949.

৭ HEYEL (C). Encyclopedia of management. 1963.

৮ HOWARD (P). Functions of library management. (Lib Q. 10 ; 1940 ; 313-49).

৯ IMMELMAN (R F M). Foundations of library management. 1947.

১০ KILPELA (R E O). Administrative-structure of the University library. (College & Res Lib. 29; 1968; 511-6 .

---

*ধনি বিদ্যা সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়—সংক্ষিপ্ত পরিচিতি. ISM. বর্তমান গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে প্রবন্ধলেখক এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুনর্বিন্যাস প্রকল্পের (ISM Library Project) তত্ত্বাবধায়ক (Project coordinator) হিসেবে কাজটি সম্পন্ন করেন (১৯৭৬-৭৭) ১৪ জন বৃত্তিভুক্তগণ ও ৭ জন অন্যান্য কর্মীর সহযোগিতায়। বিজ্ঞান সম্মত পরিচালন পদ্ধতি অবলম্বন করায় কাজটি যেমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তেমনি পরিষদ প্রায় ১০,০০০ টাকা সাশ্রয় করতে সমর্থ হয়।

১০ McDIARMID (EW). Current concepts in library administration. (Lib Trends. 7 ; 1959 ; 346-56).

১১ MARTELL (C). Administration which way : Traditional Practice of modern theory. (College & Res Lib. 33 ; 1972 ; 104-11).

১২ MAYO (E). Human problems of an industrial civilization. 1960.

১৩ MONYPENNY (P). Industrial administration. (Lib Trends. 7 ; 1959 ; 337-45).

১৪ OH (T K). New dimensions of management theory. (College & Res Lib. 27; 1966 ; 431-8).

১৫ RANGANATHAN (S R). Library administration. Ed 2. 1951.

১৬ ROGERS (R D). Administering a giant : An intimate view. (Lib J. 90; 1965 ; 4305-10).

১৭ SHIMMON (R) *ed*. Reader in library management. 1976.

১৮ SIMON (B V). Need for administrative know-how in libraries. (Med Lib Asso. Bul. 57 ; 1969; 160-70).

১৯ SMITH (E R). Do libraries need managers ? (Lib J. 94 ; 1969 ; 502-6).

২০ SWANSON (R W). Organization theory related to library management. (Canad Lib J. 30 ; 1973 ; 356-64).

২১ STONE (E). Training in library administration. 1967.

২২ TAUBER (M F). Management improvements in libraries. (College & Res Lib. 15 ; 1954 ; 188-96).

২৩ TAYLOR (F W). Principles of Scientific management. 1947.

২৪ TERRY (R G.) Principales of management. Ed 6. 1972.

২৫ WADDINGTON (C C). Some principles of administration in libraries. (J of Edu for Lib. 10; 1969 ; 138-43).

২৬ WEBER (A R). Transferability of management skill. (Lib Q. 43 ; 1973 ; 385-93).

২৭ WHEELER (J L) *and* GOLDHOR (H). Practical administration of Public libraies. 1962.

২৮ WILDER (D T). Management attitudes : Team relationship. (Lib J. 94; 1969; 498-502).

২৯ বসু (অংশোক)। সিসটেমস এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা। (গ্রন্থাগার। ২৫ ; ১৩৮২ ; ৪৩-৪৮, ৫৫)।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

গ্রাহকদের জানান যাচ্ছে যে, যাঁরা ১৩৮৬ সনের চাঁদা এখনো পরিষদের অফিসে জমা দেন নি, তাঁদের কাছে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আর পাঠানো সম্ভব হবে না।—সম্পাদক

গান্ধীজী বলেছেন....

"....মুমূর্ষু ও বেকার জনগণের কাছে কর্মসংস্থান ও রুজিরোজগারের প্রতিশ্রুতিই ভগবানের একমাত্র রূপ।"

যে বিরাট অঞ্চল আগে প্রতি বছর প্লাবন-পীড়িত হত, শস্যোৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল নগন্য, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার সন্ধান করে ডি ভি সি তাকে সমৃদ্ধিময় করে তুলেছে। দু'টি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সারা দেশের মোট চাহিদার প্রায় এগারো শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডি ভি সি প্রভূত উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ডি ভি সির নিজস্ব কর্মকাণ্ডেই যে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে তা নয়, ডি ভি সির কল্যাণে কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের ফলে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে আরও লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুরাহা হয়েছে।

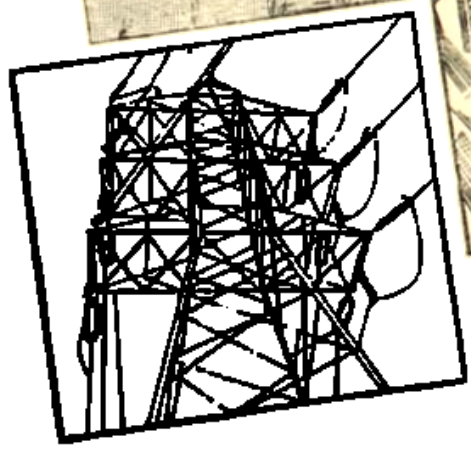

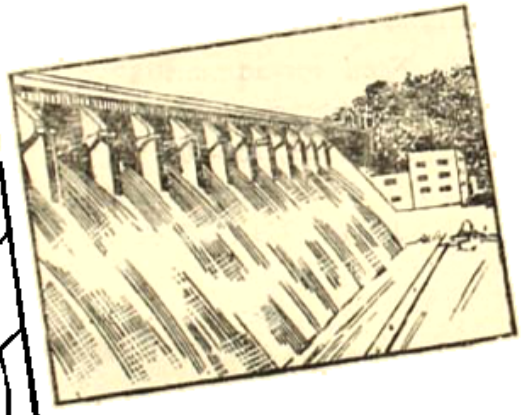

তথ্য বিভাগ
দামোদর ভ্যালী
কর্পোরেশন
ভানী ভবন, কলিকাতা-২৭

ইতিহাসের বিকৃতি

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীসত্যব্রত সেনের লেখা 'বিগত পনের বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে' (গ্রন্থাগার, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬) প্রবন্ধটি পড়ে সবিশেষ দুঃখিত ও শঙ্কিত হলাম। সত্যমিথ্যা তথ্য দাজিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে মনগড়া ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন, তাতে পূর্বসূরীদের উদ্দেশ্যে অশোভন ও ভিত্তিহীন অভিযোগ ছাড়াও কর্মীদের বিভেদবিষের সঞ্চারের প্রয়াস সুপরিস্ফুট। এই ধরণের মানসিকতা বেড়ে উঠলে সেটা সমগ্র গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে পরিণামে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেবে। ভাবিকালে যখন কোনো কৌতূহলী পাঠক, সমীক্ষক কিংবা গবেষকের হাতে ঐ প্রবন্ধটি বিশিপ্রভাবে পড়বে তিনি সেদিন হয়তো ধরে নেবেন যে পরিষদের মুখপত্রে একজন দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তি যখন প্রবন্ধটি লিখেছেন, তখন তার তথ্য ও ভাষা নিশ্চয় প্রমাণসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য।

সত্যবোধের আর একটি বড় কারণ হল যে গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েক যুগের সাধনা আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনের ফল বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার আইনটির সঠিক রূপায়ণে বিলের সম্ভাবনা আইনটির সঠিক রূপায়ণের বিরাট দায়িত্ব আজ যখন কর্মীদের সামনে উপস্থিত, তখন সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই কাজকে সফল করে তোলার ডাক না দিয়ে শ্রীসেন অনৈক্যের বেসুরো আওয়াজ তুলেছেন। একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা হিসাবে পরিষদের যাবতীয় কর্মসূচী ও নিয়মশৃঙ্খলা তাঁর মেনে চলার নৈতিক কর্তব্য অন্যান্য কর্মকর্তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অথচ তার পরিবর্তে প্রকারান্তরে নিজের গা বাঁচিয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আঙুলটি কতকগুলি কুৎসা রটাতে বলেছেন। পরিষদের কর্মধারায় তাঁর যদি এতই মৌল দ্বিমত থেকে থাকে তাহলে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী পদত্যাগ করলে তাঁর নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস প্রমাণিত হত। পদাসক্ত থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও কর্মপ্রবাহকে লোকচক্ষে হেয় করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা নীতি-বিবর্জিত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃঙ্খলা বজায়ের পরিপন্থী। অবশ্য কৌশলগত দৃষ্টিতে পদত্যাগ না করে ভিতরে থেকেই ভাঙন ধরানো একদিন হয়তো সম্ভব হতে পারে। সেইজন্যেই হয়তো শ্রীসেন "সমঝোতা" করে চলার কথাকে একাধিকবার বলেছেন।

'দায়বোধ বিবেক' কথাটি বারবার আউড়ে তিনি কি বলতে চেয়েছেন জানি না। বিবেকহীন মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কম। পরিষদের সম্মেলন ও সাধারণ সভায় নীতি-গত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। তার সঙ্গে "সমঝোতা" করে চলার প্রশ্ন অর্থহীন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী মানুষ সভাসম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মাথায় মেনে চলেন। যুক্তি ও নৈতিকতার দিক থেকে যদি কারো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অরুচির কারণ ঘটে, তাহলে সেই বিবেকের (থাকলে) তাগিদে "সমঝোতা" না করে বরং তাঁর সরে যাওয়াই উচিত। পরিষদে এমন কিছু ঘটতে দেখিনি যা কাউকে জোর করে মেনে নিয়ে "সমঝোতা" করে "সমঝোতা" করে নিয়ে চলতে হয়েছে।

শ্রীসেনের প্রবন্ধে ভুল তথ্যের সাহায্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষের মনোভাব সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছে, সেই সম্পর্কে প্রতিবাদ সূত্রে দু'চার কথা পত্রিকায় লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি।

গোড়াতেই শ্রীসেন লিখেছেন যে গ্রন্থাগার কর্মীরা যখন নিজেদের বেতন ও মর্যাদার আন্দোলনে সচেতন হয়ে ওঠেন, তখন নাকি যাঁরা পরিষদকে "শুধুমাত্র বিদ্বৎ সংস্থা হিসাবে ধরে রাখতে" চাইতেন, তাঁদের তখন পরিষদ সংবিধান পরিবর্তন করে "পিছু হটতে" হয়। উত্তরে বলা দরকার যে পরিষদের সংবিধান কোনোদিন কর্মীস্বার্থের প্রতিবন্ধক হয় নি। যে-সময়ে সংবিধান রচিত হয়েছিল (১৯৩৫) তখন

গ্রন্থাগার আন্দোলনের শৈশবকাল। কর্মি-আন্দোলনের কথা সেদিন কল্পনীয় ছিল। তবুও সেই সময়ে রচিত সংবিধানে কর্মীদের প্রশ্নে যে উল্লিখিত ছিল, সেটা তদানীন্তন কর্মকর্তাদের পরিচয় দেয়। পরবর্তী সাতে তিন যুগের আমূল সামাজিক পটপরিবর্তন, নতুন সমস্যা, অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের নিরিখে সংবিধানের ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অপসৃত হবার স্বাভাবিক কারণেই পরিষদ সংবিধানের সংশোধন করা হয়। সংবিধান সংশোধনের বহু আগে থেকেই বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের বেতনবিন্যাস ও পদমর্যাদার প্রশ্নে নানা সময়ে নানা ভাবে আগ্রহী হয়েছে। ১৯৭২ সালে সংবিধানের অন্যান্য ধারা উপধারা সংশোধনের সময় কর্মী আন্দোলনের বিষয়টিকে লাঘবিষ্ট করার জন্যে কাউকে শ্রীসেনের ভাষায় "পিছু হটতে হয় নি। যে-কোনো গতিশীল প্রতিষ্ঠানের মতো পরিষদের সংবিধান অতীতে বহুবার সংশোধিত হয়েছে এবং প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও হবে। শ্রীসেনের তিলকে তাল করে দেখানোর অপপ্রয়াস হাস্যকর।

শ্রীসেন বিজ্ঞ সংস্থা কথাটির বিকৃত ব্যবহারের সাহায্যে পাঠক মনে আর একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনি বোধ হয় ধরে নিয়েছেন যে বিজ্ঞ সংস্থা গণআন্দোলনে নামতে পারে না। এবং সেই ভ্রান্তিটা তিনি পরিষদের পূর্বতন কর্মকর্তাদের ঘাড়ে চাপতে চাইছেন। তিনি জেনে রাখুন যে পূর্বসূরীরা পরিষদকে বিজ্ঞ সংস্থা হিসাবে ধরে রেখেও ১৯৫০ সালে বইয়ের উপর থেকে বিক্রয়কর রহিতের আন্দোলনে সর্বপ্রথম নামেন এবং প্রবল জনমত গঠন করে সফলকাম হন। একই সঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের আন্দোলন এবং কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবি পরিষদ কর্মসূচির মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বাদশ সম্মেলন (১৯৫৪) থেকে ধরলে দেখা যায় যে পরিষদ ধাপে ধাপে গ্রন্থাগার আইন এবং কর্মীদের স্বার্থে কিভাবে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে এগিয়ে গেছে। তাতে সরকারি কর্মক্ষেত্রে কেউ কেউ বিপন্ন হয়ে পড়েন। শ্রীসেনের "ভীরুতা" অপবাদটি তাই আমার কাছে খুবই মর্মান্তিক লেগেছে। প্রতিটি সভা ও সম্মেলনে ব্যবস্থায় আইনানুগ উন্নয়ন এবং কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। সেক্ষেত্রে টেকনিক্যাল বিষয়ের আলোচনাকেও ক্ষেত্রবিশেষে স্থগিত রাখতে হয়েছে। সাধারণ সভা, আঞ্চলিক সভা, সম্মেলন ও গ্রন্থাগার দিবসের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে রূপায়ণের জন্যে পরিষদ কর্মীরা বিভিন্ন কমিটি কমিশন ও শিক্ষা বিভাগে স্মারকলিপিসহ সাক্ষাৎকার এবং বিধানসভা ও মহাকরণে জড় হয়ে ধরনা দিয়ে বেড়িয়েছেন। এমন কি পরিষদের দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মীরা দিল্লী অবধি বহুবার ঘুরে এসেছেন। ফলত ১৯৫৪ সালে তারে সূত্রপাত ঘটে। পরিষদের নানামুখী কর্মক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারণ লাভ করে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও কর্মীস্বার্থ উন্নয়নের সঙ্গে একাধারে সমন্বয়মূলক কাজে তৎপরতা পরিষদের অন্য বৈশিষ্ট্য। বার্ষিক বহুল শিত গ্রন্থপঞ্জী, ডাইরেক্টরি ও নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গতা, আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজনে তার সাক্ষ্য বহন করে।

অনুকূল অবস্থা ব্যতিরেকেই সীমিত সাধ্যের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিষদ নেতৃবর্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পতাকা উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অত্যুক্তি হবে না যে সমকাল ও সমসাময়িক পরিবেশ থেকে অনেক সময়ে বরং এগিয়ে গিয়ে পরিষদ বহু কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে যা সেই সময়ের নেতৃবৃন্দের চিন্তার গভীরতা, দূরদর্শিতা, নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রমাণ করে।

সর্বস্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি এবং দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক শিক্ষাব্রতী এবং জননেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখা ছিল কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। বার্ষিক সম্মেলন এবং গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র বের করা, প্রদর্শনীর আয়োজন, ব্যানার ও মুদ্রিত পোষ্টার বিতরণ এবং সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচার অভিযান অব্যাহত থাকত। ১৯৬৬ সালে বিধান সভায় আজকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কণ্ঠে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবি ধ্বনিত হয়েছিল। তারও অনেক আগে থেকে বিধানসভা ও রাজ্য পরিষদে শশী খাঁ, কমীন্দ্র মুখার্জী, অধ্যাপক অতীন

বসু, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তির আনুকূল্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবিদাওয়া প্রতিফলিত হত।

শ্রীসেন তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে আন্দোলন বলতে স্পষ্টতই মিছিলের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মিছিলই যদি জনচেতনা সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হয়, তাহলে শ্রীসেনের বিশ্লেষণে বিকৃতির "বহু উদ্বেগের কল্যাণকারী সাধেকী বিবেক পল্লীদের বিদ্যুৎ সংস্থা ইতিহাসে মিছিলের নজিরও আছে। গ্রন্থাগার মিছিলে প্রকাশ্য কোনো আয়োজনের কর্মসূচি মিছিলেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল। তাছাড়া ১৯৫১ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার আইনের দাবিতে উত্তর কলকাতায় যে মিছিল বেরিয়েছিল তা আজও স্মরণীয়। তবে তাতে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী, সাধারণ পাঠক ও ছাত্রযুবাই সংখ্যায় ছিলো বেশি। কারণ সেদিন সাধারণভাবে বেতনভুক কর্মীর সংখ্যা আজকের মতো স্ফীতি লাভ করেনি। এবং সেই কারণেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব অনেকাংশে তাঁদের হাতে ছিল যাঁদের গ্রন্থাগার বৃত্তিতে প্রবেশের অবকাশ ঘটে নি। পেশায় যুক্ত না থেকেও তাঁরা পেশার উন্নতি বিধানে সদাই সোচ্চার থাকতেন। হিমকড়ি বসু, শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

মিছিলের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে তৎকালীন গ্রন্থাগার চিত্রটি একবার দেখে নেওয়া ভাল। দেশ স্বাধীনের পরে প্রথম দশকে জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় বেশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন এবং কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রমপর্যায়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যে নতুন প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তারই ফল হিসাবে ১৯৫২ সালে ভাড়া দিয়ে প্রথমে এক কামরায় এবং পরে (১৯৫৪) চার কামরার স্বতন্ত্র স্থানে পরিষদের অফিস খোলা হয়, ত্রৈমাসিক পর্যায় থেকে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। ক্রমে দুটি বিভাগে শিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সম্মেলনের কর্মপদ্ধতিরও রূপান্তর ঘটে। মালদহ সম্মেলনেই (১৯৫৩) আজকের ঘাতীয় চিন্তাভাবনার ভূমিষ্ঠ হয়। সেই থেকে পরিষদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির পিছনে যে দিওরি ক্রমে বিবর্ধিত ও প্রসারিত হয়েছে, তার মৌলিকতা, উদ্যোক্তা ও পাদপ্রদীপ অন্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের চিন্তানায়ক শ্রীপ্রবীণচন্দ্র বসু, শ্রীবিজয়নাথ মুখার্জী ও বিশেষ করে শ্রীকনিষ্কভূষণ রায়ের অবদান স্মর্তব্য। ১৯৮ সালে পটসডামে (পূর্ব জার্মান) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সেমিনার থেকে ফণিবাবুকে আমি চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে তাঁর মালদহ বিসিস পরিষদের মেদিনীপুর সম্মেলন (১৯৫৮) হয়ে পটসডাম সম্মেলনে পৌঁছে অনুভূপূর্ব মর্যাদা লাভ করেছে। পরে সেই বক্তব্য চেকোস্লোভাকিয়ার অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড লাইব্রেরি কংগ্রেসেও সমাদর অনুরূপ সমাদর লাভ করে। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ সম্মেলন (১৯৫৮) থেকে ডঃ রঙ্গনাথনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগ পরিষদের বর্ষপ্রবাহে যেন এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করে। সর্বশ্রী রাখাল চক্রবর্তী প্রবীর রায়চৌধুরী, অরুণ দাশগুপ্ত, রমেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ কৃতিকর্মীরা পরিষদের হাল ধরেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বৃত্তিকুশল কর্মীদের সংখ্যা বেশ বড় হয়ে দাঁড়ায়। ইতিপূর্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে ইউ-জি-সি উন্নত বেতনহার সুপারিশ করেন। সেইসব বেতনহার প্রবর্তনের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যে চেতনা ও সংঘবদ্ধতা দেখা দেয় তার মূলে ছিল পরিষদেরই নেতৃত্ব। মুখ্যত মাধ্যমের কেন্দ্র ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সংখ্যাও ক্রমে বেড়ে ওঠে; তাঁদের তখন নির্দিষ্ট কোনো হারে বেতন ছিল না—যাঁরা যে বেতন পেতেন তাঁরা, তার পরিমাণ ছিল আজকের চেয়ে আরও বেশি শোচনীয়। উক্ত শ্রেণীর কর্মীদের জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে পরিষদ কর্মীরা নিয়মিত দরবার করে চলেন। ফলে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে সরকার অচিরেই একটি বেতনহার সুপারিশ করেন। সেই বেতনহার আশানুরূপ না হওয়ায় কর্মীদের অস্থিরতা দুর্বার হয়ে ওঠে। শুধু আবেদন-নিবেদনে আবদ্ধ না থেকে প্রকাশ্য বিক্ষোভ ও মিছিলে নামার চিন্তা কর্মীদের মনে স্বভাবতই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।

অন্যদিকে পরিষদের সদস্য ও সক্রিয় কর্মীদের একাংশের মনে বিক্ষোভ মিছিলে নামার প্রশ্নে আপত্তির কারণগুলি বড়

হয়ে দেখা দেয়। তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহাওয়া মতো অনুকূল ছিল না। তাই কিছু কর্মীর মনে দ্বিধা ও সংশয় দেখা দেওয়া গর্হিত কিছু ছিল না। বিক্ষোভ মিছিলে যেতে সবাই অভ্যস্ত নয়; অনভ্যাসের জড়তা সহজে কাটে না। আজকের দৃষ্টিতে সেই মানসিকতা বিচার করা ভুল। আজকের দিনে অনেকেরও দাবি মিছিলে নামেন। তখনকার দিনে আজকের সকল সংগ্রামী অধ্যাপকদের মধ্যেও এবিষয়ে দ্বিধা সংশয় বিরোধ ও বিতর্ক চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে।

১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংশয় কাটিয়ে মিছিলে নামার সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীসেন লিখেছেন যে উক্ত সমিতি মিছিলে প্রহাগার কর্মীদের সংযোজী হয়েছিলেন যেমন হয়েছিলেন ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ঘটনাটা ছিল বরং উল্টো। পরিষদ কর্মীরা অধ্যাপক সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজায় রেখে চলতেন। সমিতি গ্রন্থাগার পরিষদকে তাঁদের মিছিলে যুক্ত হবার জন্যে আহ্বান জানান। সেদিন অধ্যাপকদের মিছিল হয়েছিল মৌন। মৌনতা থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে উত্তরণ ঘটতে অধ্যাপক সমিতির এক যুগ সময় ঐতিহাসিক কারণেই লেগে যায়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং অধ্যাপক সমিতির আহ্বানের বহু আগে থেকেই পরিষদে মিছিলের প্রশ্ন বিতর্ক ঘটে একাধিকবার। বিতর্কের বিষয়টি সেদিন আদৌ বিরল সংখ্যায় ছিল না। তাহলে এতদিন ধরে কর্মীদের বেতনের প্রশ্নে পরিষদ নানাভাবে অগ্রিম থাকত না, জনমত থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করত না। পূর্বোক্ত দ্বিধা ও জড়তা ছাড়াও, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরিষদ ভবন নির্মাণের জন্যে সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা কারো কারো মনে দেখা দেয়।

অনতিকাল পরে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনসূত্রে দিন বদলের ফলে সবার মনে নতুন আশাভরসা দেখা দেয়। অধ্যাপক সমিতির আহ্বানে পরিষদ যখন মিছিলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয় তখন কোনো ভোটাভুটি হয় নি। ভোটের জোরে সিদ্ধান্ত নিয়ে মিছিল করলে এর অনেক আগেই করা যেত। নতুন নিরাপদ পরিবেশে সবাই একবাক্যে মিছিলে নামার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। আর যদি ভোটাভুটি হত কাজ হত? তাহলে সেটা কি অন্যায় কিংবা অগণতান্ত্রিক কাজ হত? দেখতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে কেউ শ্রীসেনের ভাষায় পিছু হটেছেন কিনা, কিংবা গৃহীত সিদ্ধান্তকে হেয় করে তাঁর মত কেউ বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন কিনা। দেখা যায় অনুরূপ কোনো নজির কেউ কোনোদিন সৃষ্টি করেন নি।

শ্রীসেন লিখেছেন যে ১৯৬৭ সালে পরিষদের মিছিল নাকি "ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন।" তাঁর জেনে রাখা ভাল যে কেরালার গ্রন্থাগার কর্মীরা তার বেশ আগে গ্রন্থাগার আইনে পক্ষাপক্ষে মিছিল করেন। সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও ভিন্ন মিছিলে যুক্ত হয়েছিল। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের তুলনা অর্থহীন। নিজস্ব গৃহে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের পরিষদই নিয়মিত একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন, নিয়মিত সম্মেলন ও গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ পরিচালনা করেন, কর্মীদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত যাবতীয় প্রশ্নে পরিষদ তথা পরিচালক থেকে বিক্ষোভ মিছিল প্রভৃতি বিষয়ে নিত্যই তৎপর থাকেন। সবচেয়ে বড় কথা আগের দিনে স্থান সমস্যা এবং আর্থিক অসচ্ছলতা উপেক্ষা করে এসে কর্মীরা আজও গ্রন্থাগারের কড়ি খরচ করে, দিন রাত নেই, অকাতর উপেক্ষা করে যে নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ রেখেছে সেই মানসিকতা অন্যান্য রাজ্যে বিরল। কিছুদিন আগে পরিষদের ভিন্ন সংস্করণ ইয়াসলিকে সর্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিনজন নেতা সর্বশ্রী কালিয়া, ভরদ্বাজ ও গোয়েল পশ্চিমবঙ্গের এই মানসিকতার প্রশংসায় আনন্দ প্রকাশ করেন, যাই হোক অন্যান্য রাজ্যে একাধারে সব ধরণের কর্মতৎপরতা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব হয় নি।

শ্রীসেন তাঁর প্রবন্ধে সম্ভবত বাহাদুরি নিতে চেয়েছেন এই বলে যে উত্তরপাড়া সম্মেলনে (১৯৬৯) শুধু ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আইনের খসড়া গ্রহণে "অযৌক্তিক বেগ পেতে হয়েছিল

তা অতি সত্য ঘটনা।" বস্তুত এই অভিযোগটি সত্যাবাবুর একটি অসত্য ঘটনা। ধারহাট্টা সম্মেলনে (১৯৬৬) পরিষদ শিক্ষা বাজেটের ১'৫ শতাংশে গ্রন্থাগার খাতে চিহ্নিত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাস্তবে আমাদের সুবিধার্থে উক্ত হার উত্তরপাড়া সম্মেলনে ৫'৫ শতাংশে বর্ধিত করা হয়েছিল মাত্র। বেশ পাবার অভিযোগ হয় অজ্ঞাতপ্রসূত, নয়তো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতের যোজনা কমিশন গ্রন্থাগার উন্নয়নকল্পে যে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেন উক্ত ১'৫ শতাংশে চিহ্নিতকরণ সেই গ্রুপের সুপারিশে নয়াদিল্লী (১৯৬৬) ছিল। গ্রুপের অন্যতম সদস্য প্রয়াত নারায়ণ চক্রবর্তীর পরামর্শে পরিষদ উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নারায়ণবাবু ধারহাট্টা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তারও অনেক আগে রাজ্য বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়া (১৯৫৩) পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি পৌর সভার প্রাপ্য করের সঙ্গে টাকা প্রতি দু'পয়সা করধার্যের সুপারিশ করেন। মালদহ সম্মেলনে (১৯৫৪) সে সুপারিশের বিপরীত মনোভাব ফুটে ওঠে। কারণ করধার্যের প্রস্তাবটি সাধারণত লোকের বিরাগ সৃষ্টি করে। ডঃ রঙ্গনাথনের সভাপতিত্বে নবদ্বীপ সম্মেলনে (১৯৫৮) যখন করধার্যের বিষয়ে বিমত দেখা দেয়, তখন এই যুক্তিই প্রবল হয়েছিল যে প্রস্তাবিত (খসড়ায়) টাকা প্রতি তিন পয়সা পৌর কর কেবল বিত্তবানদের উপর বর্তাবে, কিন্তু বিত্তহীন মানুষ বিনা টাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পূর্ণ সুযোগের অধিকারী হবেন। দ্বিতীয় করের ব্যবস্থা না থাকলে সরকার প্রয়োজনবোধে বাজেটের বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে দিতে পারেন, বিশেষ করে আপৎকালে। কৃতীয়ত কর দিলে লোকেরও গ্রন্থাগারের প্রতি গরজ দেখা যাবে।

কর আদায়ের ব্যবস্থা তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং কর্ণাটকে প্রচলিত রয়েছে। মহারাষ্ট্রের আইন অনুদানভিত্তিক বটে, কিন্তু সেখানে চাঁদা প্রথা রহিত হয় নি। মোটের উপর করনির্ভর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পিছনে অতীতের সুদূরবিস্তারী যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ আছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কর আদায়ের জটিলতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রঙ্গনাথন বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনারে (১৯৭২) মাথা পিছু ১ টাকা per capita অনুদানের সুপারিশ করেন। মোটের উপর অর্থ-সংস্থানের যে কোনো ব্যবস্থাই গৃহীত হোক না কেন, তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ করের ভিত্তিতেই হবে। কর আদায়ের প্রথা সম্পর্কে শ্রীসেনের মন্তব্য অজ্ঞতার পরিচায়ক।

শ্রীসেন অভিযোগ করেছেন যে সম্মেলন করাই নাকি গ্রামাঞ্চল ও মফঃস্বল শহরে পরিষদের একমাত্র কর্মসূচী। তিনি হয়তো জানেন না যে গ্রামাঞ্চলে পরিষদের শিবির শিক্ষণ কর্মসূচী দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। সুশীল ঘোষ, ত্রিলকড়ি দত্ত, প্রমীলচন্দ্র বসুর আমল থেকে রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরুসদয় দাসগুপ্ত, চারু সেনের সময় অবধি বিস্তৃত-কালে গ্রামবাংলার সঙ্গে পরিষদের সংযোগ ছিল নিবিড়। আঞ্চলিক সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলে কর্মীদের বৈঠক এবং স্থানীয় নানা উপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে পরিষদ কর্মীদের যাতায়াত ছিল কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ। পরবর্তী-কালে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নের ফলে মফঃস্বলের কর্মীরাই সংযোগ ও সংগঠনের দায়িত্ব অনেকাংশে নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। জেলাস্তরে গঠিত পরিষদের এক একটি শাখা ক্রমে গ্রামীণ ও মফঃস্বল কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। সম্ভাবনা বহুল এই উদ্যমে যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে তাহলে সেগুলি সমাধানের দায়িত্ব একজন কর্মকর্তা হিসাবে শ্রীসেনের উপরও বর্তায়। সেই দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তিনি পরিষদের দুর্নাম রটাতে ব্যস্ত হয়েছেন।

রাজ্য সরকার বাজেটে (১৯৭৯-৮০) গ্রন্থাগার উন্নয়ন বাবদ যে অর্থবরাদ্দ করেন সেই অর্থের অর্ধেক "উড়ে যেতো না" যদি তাঁর মতে "মহৎ উদ্দেশ্যের প্রচারাধীনদের সাবেকী বিবেক ও সাবেকী চলাকে" সংযত করা যেত। প্রকারান্তরে তিনি তাঁর জন্যে পরিষদের "সাবেকী" নেতৃত্ব এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষদকে (SLPC) কর্মী তাঁদার কটাক্ষ

করেছেন। তিনি জানেন নিশ্চয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক ব্যয়সংকোচন নীতির ফলে উন্নয়নমূলক বহু কাজের জন্যে বরাদ্দ অনুদান রাজ্য সরকারকে কমিয়ে দিতে হয়েছে। ইউ-জি-সি অনুরূপ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিশ্রুত অনুদান কমিয়ে দিয়েছে। অর্থবরাদ্দ কমে যাওয়াটা পরিষদ ও SLPC কর্তৃপক্ষের দ্রুতগতির জন্যে হয়েছে বলে তাঁর অনুমান। প্রান্ত অনুমান ছাড়াও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হল সরকারি বরাদ্দ টাকা যেভাবে হোক খরচ করিয়ে দাও। লুটের টাকা কিংবা গৌরী সেনের টাকা হয়তো তাঁর প্ল্যান অনুযায়ী খরচ করা যায়। কিন্তু টাকাটা যখন সরকার তথা জনসাধারণের, তখন খরচের আগে যথেষ্ট যুক্তি ও হিসাবের চিন্তাভাবনা থাকা সঙ্গত। SPLC-র কাজের সমালোচনাসূত্রে শ্রীসেন সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের ফতোয়া দিয়েছেন যে: "খুব কঠিন এই কাজটি দ্রুত করতে হবে।" কঠিন কাজ শেষ করতে সাধারণত সময় লাগে বেশি, বিশেষ করে যদি জনসাধারণের অর্থ তাতে জড়িত থাকে। দ্রুতকারীরা অবশ্য কঠিন কাজ দ্রুত সেরে ফেলে।

শ্রীসেন পরিষদ ও SPLC-কে সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে দোষারোপ করে এবং উভয় সংস্থার সদস্য হিসাবে নিজের দায়ভাগ এড়িয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁর আশানুযায়ী "সচেতন হতে পারেন নি" বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মর্যাদা পেয়েও নাকি কর্মীদের মধ্যে তেমন "গর্ববোধ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। শ্রীসেনের এই বক্তব্যে অবিরোধ স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। কর্মীদের মধ্যে চেতনা ও গর্ববোধ এই পনের বছরের মধ্যেও যদি জেগে উঠে না থাকে, তাহলে কিসের জোরে এযাবৎকালের কর্মী আন্দোলন গড়ে উঠেছে? একথা যদি নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নেতৃত্ব আসমান থেকে হাজির হয় না, মানুষের চেতনা ও নিজস্ব আকৃতি নেতৃত্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তাহলে তাঁর কথাতেই পরিষদ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর যাবতীয় অভিযোগ শূন্যগর্ভ প্রমাণিত হয়।

'কর্মীরা গ্রন্থাগার চালাতে অযোগ্য,' এই অপবাদ দিয়ে নাকি আন্দোলনের কিছু কিছু পথিক বিভেদের বীজ বপন করছেন বলে শ্রীসেন যে সাবধান বাণী শোনাতে চেয়েছেন, সেটা অনেকটা যেন পালে বাঘ পড়েছে বলে রাখাল বালকের আর্তনাদ। জনস্বার্থ সম্পর্কিত যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নটি যেমন কারো ঘামঝেয়ালের উপর বর্তায় না, তেমনি টেবল চাপড়ে তার নিষ্পত্তি হয় না। মুড়ি-মিছরিকে সমান পর্যায়ে এনে অধ্যাপক সমিতি তাঁদের সংগ্রামে জয়ী হন নি। যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিষয়টি নিয়ে যদি কোনো বিতর্ক দেখা দেয় তাহলে সেটা ধামা চাপা দেবার কি প্রয়োজন? বিষয়টি হাওয়ায় ভেসে নেই, ঘরোয়া'র ভিতর তার একটা মানদণ্ড আছে। সামাজিক কাজে মিস্ত্রিরও প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ, আবার ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব বিরাট, ডাক্তার না হলে যেমন চলে না, তেমনি কম্পাউণ্ডারের ভূমিকাও যথেষ্ট। অনেকে ভাবেন গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের কি প্রয়োজন? মিস্ত্রি কম্পাউণ্ডার দিয়েইতো কাজ চলে যায়। তাতে গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে ওঠে। যাই হোক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ড কি হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে শ্রীসেন কতকগুলি ঘোঁয়াটে বক্তব্যই মাত্র রেখেছেন। এক জায়গায় আক্ষেপ করেছেন যে গ্রন্থাগার কর্মীরা "চতুর্থশ্রেণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।" এই অবিচার ও বৈষম্যকে মোকাবিলা করতে হলে একদিকে যেমন চাই আলোবাহীন আন্দোলন, অন্যদিকে পায়ের নীচের মাটি শক্ত রাখা। যোগ্যতা-অযোগ্যতার নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী কর্মীদের শ্রেণীবিন্যাস ও বেতন-কাঠামো নির্ধারণ সরকারি রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। যোগ্যতার মানদণ্ড উন্নত রাখার বিষয়টিকে তাঁর কদর্থ করার প্রয়োজন হল কেন?

পরিশেষে কয়েকটি সাধারণ কথা বলে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই। পরিষদে চিরকালই কোনো বিষয়কে কেউ বিনা বিচার ও বিনা বিতর্কে মেনে নিতেন না। তেমনি ভিন্নমতের অধিকারকে মূলধন করে কেউ কোনোদিন বাইরে এসে উগ্র বুলি আউড়ে আখের গোছাবার চেষ্টা করেননি। বিভিন্ন সময়ে নবীন ও প্রবীণের মধ্যে স্বাভাবিক মতবিরোধ হয়েছে বিস্তর। তাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। পরিষদ যে সভ্যিকারের গণতান্ত্রিক বিচারবিতর্কের পথ অনুসরণ করে চলে এবং বিশেষ কোনো মতাদর্শ মেনে কিংবা কোনো গোষ্ঠীর নির্দেশে চলে না সেটা সদাই লক্ষণীয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাকিছু সিদ্ধান্ত হয়ে এসেছে সেটাকে সবাই সাদরে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। পরিষদ কর্মীদের লক্ষ্য করে কেশবন সাহেব বলতেন: they always debate and quarrel on each and every issue. but they always work with a team spirit (*sic*).

ভারসাম্য আত্মসমালোচনা এবং আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন যে-কোনো গতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তাই বলে কল্পিত তথ্যের সাহায্যে কেউ যদি অশালীন ভাষা ও ভঙ্গীতে কুৎসা রটনা করতে উদ্যত হন তাহলে তাঁর অভিসন্ধি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পূর্বসূরীদের ভুলভ্রান্তি যদি হয়ে থাকে তাহলে যুক্তির সাহায্যে তা খণ্ডনে কোনো দোষ নেই, কিন্তু তাঁদের অবদানকে অস্বীকার তথা পরিষদের মহান ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাটা ধৃষ্টতা। ঐসেন অবশ্য অতীত এবং বর্তমান কাউকেই রেহাই দেন নি। ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলির মতো তিনি যেন বলে চলেছেন—তফাত যাও সব ঝুঠ হায়।

আগের দিনের তৎপরতা ঐতিহাসিক কারণেই আজকের মত এত জমজমাট ছিল না। পরিষদের সেদিনের নেতৃত্ব যে ভূমিকা পালন করেন, সেটা অনেকটা ইমারত তৈরীর আগে মজবুত ভিত গাঁথার মতো।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রতি জেলায় 'শিক্ষায়তনিক উপসমিতি' গঠন করুন

বিগত ১. ২. ৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতি জেলা শাখা কমিটির অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগারকর্মীদের নিয়ে একটি 'শিক্ষায়তনিক উপসমিতি' গঠন করতে হবে।

উপসমিতির কাজ হবে—জেলান্তরে কর্মরত সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগারকর্মীদের সংগঠিত করা, তাদের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করা, নিয়মিত কেন্দ্রীয় 'শিক্ষায়তনিক ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি'র সাথে যোগাযোগ রাখা এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশাদি জেলান্তরে কার্যকরী করা।

জেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেক্‌নিক, স্কুল প্রভৃতির গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার-কর্মীদের নিয়ে এই উদ্দেশ্যে জেলার শাখা সম্পাদক একটি সভা/কনভেনশন আহ্বান করবেন। ঐ সভা/কনভেনশন থেকেই 'শিক্ষায়তনিক উপসমিতি' গঠিত হবে।—একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে উপসমিতি গঠিত হবে। মোট সদস্যসংখ্যা সভা থেকেই স্থির হবে।

উপসমিতি গঠিত হবার পর সদস্যদের নাম, ঠিকানা, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ইত্যাদি তথ্যসহ অবশ্যই নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে পাঠাতে হবে। বিষয়টি জরুরী।

অশোক বসু

সম্পাদক, শিক্ষায়তনিক ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি;

এবং

যুগ্ম কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৭৯

॥ কেন্দ্রীয় সভা ॥

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেব। পরিষদের সহ-সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার পরিষদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ২৩শে ডিসেম্বর পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৭ সালের আগে বৃটিশ শাসন কালে কিছুই হয়নি। স্বভাবতই স্বাধীন ভারতে আমরা আশা করেছিলাম সাধারণ গ্রন্থাগার যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষ আসতে পারবে তা হয়নি বা জনগণের সেবার জন্য কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিলনা। গ্রন্থাগার পরিষদ চেয়েছিল নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার সাধারণ মানুষের জন্য হোক। পরিষদ আন্দোলন করেছে গ্রন্থাগার আইনের জন্য। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ভারতবর্ষে এই প্রথম বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে গ্রন্থাগার আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভায় 'গ্রন্থাগার আইন' বিলটি পাশ করেন। আমরা আশা করব এই আইন অচিরেই কার্যকরী হবে। এবারে লক্ষ্য করা গেছে বাজেটে বিরাট পরিমাণ অর্থ গ্রন্থাগার পরিকল্পনার জন্য নেওয়া হয়েছে। স্টেট লাইব্রেরী স্ট্রাকচার কমিটি জেলাস্তরে ও রাজ্যস্তরে নতুনভাবে করা হয়েছে; গ্রাম ও শহরস্তরে নতুন গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শহরে মেট্রোপলিটন গ্রন্থাগার করার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। প্রতিটি কল্যাণ লাইব্রেরী, টাউন ও ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী সর্বস্তরে অধিক পরিমাণে টাকা পাবে। আমরা আনন্দিতও গর্বিত এইজন্য যে দীর্ঘদিন আন্দোলনের ফলে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়েছে ও গ্রন্থাগারের ব্যাপক উন্নতির জন্য চিন্তা করা হচ্ছে। আজ গ্রন্থাগার দিবসে মূল্যায়ন করতে হবে ও আমাদের আগামী দিনে আন্দোলন করতে হবে বিনা টাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য।

এরপরে পরিষদের কর্মসচিব শ্যামলকৃষ্ণ সাহা সভায় মোট প্রস্তাব পেশ করেন :—

১। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের উপযোগী অবাধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দীর্ঘকালীন দাবি এবং গ্রন্থাগার কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার আইন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিগত ১২ সেপ্টেম্বর বিধিবদ্ধ হওয়াতে এই সভা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে এবং এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছে।

২। উল্লিখিত আইনের সাহায্যে এই রাজ্যে অনতি বিলম্বে বিনা চাঁদার সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রচলন হইবে বলিয়া এই সভা মনে করে। উক্ত ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৩। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণের পূর্বেই তাহার সুবিধার্থে রাজ্যের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির যথোচিত উন্নয়ন, বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যাধিক গ্রন্থাগার স্থাপন, কর্মীদের মর্যাদা প্রদর্শন, ইত্যাদি বহুমুখী কর্মসূচিগ্রহণ ও রূপায়ণ করে রাজ্য বাজেটে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় ব্যয় বরাদ্দের যে অভূতপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন তাহার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাইতেছে।

৪। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে তাহা যথাসাধ্য সম্পূরণের জন্য রাজ্য সরকার যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেজন্য এই সভা সরকারকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছে।

৫। এই সভা আরও মনে করে যে গ্রন্থাগারগুলিও সম্মুখে সর্বস্তরের মানুষকে উন্নততর সেবায় এক অভূতপূর্ব

সুযোগ দেওয়া গিয়াছে। সেই সুযোগের যথোচিত সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা এবং জন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই সভা সংশ্লিষ্ট কর্মী বৃন্দ গ্রন্থাগার সকলকে আন্তরিক আহ্বান জানাইতেছে।

৬। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আধুনিক দৃষ্টিতে বিত্তবান মানুষের সৌখীন চাহিদাই কেবল চরিতার্থ করা নহে। ধনী দরিদ্র এবং সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকার উপযোগী তথ্যাদি সরবরাহ করা আজকের দিনে গ্রন্থাগারগুলির মুখ্য কর্তব্য। সেই নিরিখে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগারগুলির কর্মপদ্ধতির যথোচিত রূপায়ণের জন্য এই সভা রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার কর্মী ও বন্ধুগণ সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিতেছে।

৭। এই সভা মনে করে যে নিরক্ষরতা রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক মস্ত অন্তরায় এবং এ যাবৎকাল সাক্ষরতা বিস্তারের যে সকল প্রয়াস হইয়াছে তাহা সাধারণভাবে ফলপ্রসূ না হইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইল সদ্য সাক্ষরদের সহিত গ্রন্থাগারের দীর্ঘ ব্যবধান। তথ্য বিতরণের মাধ্যমে মানুষকে অক্ষরজ্ঞান অর্জনে উৎসাহী করিয়া সাক্ষরদের উপযোগী পাঠ্য উপকরণ সরবরাহের সাহায্যে নবলব্ধ অক্ষর জ্ঞানকে স্থায়ী, সুদৃঢ় এবং কার্যকর করিবার পক্ষে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও উপযোগী ব্যবস্থা অপরিহার্য। সেজন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে সাক্ষরতা বিস্তার অভিযানে গ্রন্থাগারগুলিকে যুক্ত করিবার জন্য দাবি জানাইতেছে।

৮। এই সভা মনে করে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থনির্ভর হওয়া একান্তই প্রয়োজন। প্রচলিত নোট নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা পরিণামে যে সবিশেষ ক্ষতিকর তাহা সকলে অনুভব করেন। সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সহিত গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশে বলা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার উপযোগী একটি করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্থাপনের জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। গ্রন্থাগারগুলি সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৯। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হইবে।

১০। গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিতভাবে অধিকসংখ্যক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি সংগ্রহের জন্য এবং গ্রন্থাগারের কর্মধারা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা কমিশনের (কোঠারি কমিশন) সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৩.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করিতে হইবে।

সত্যব্রত সেন সমর্থন করে বলেন আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। আগেও সরকারকে সমর্থন জানানো হয়েছে কিন্তু তিন বছরেও কার্যকরীভাবে কিছুই হয়নি। যদি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করতে না পারি বা জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী না করতে পারি তবে দশ বছর বাদে গিয়ে দেখব গ্রন্থাগার আন্দোলন একই জায়গায় রয়েছে। এটা গ্রন্থাগারকর্মী ও নেতৃত্বকে একত্রেই করতে হবে। এখন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে ২.৫ টাকায় দাবী সঠিক কিনা। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের দাবীকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন ছাত্রদের গ্রন্থমুখী করতে হলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই তা করা উচিত। আগামী বছরে এ দাবীকে জোরদার করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে কমিটি হয়েছে সেখানে গ্রন্থাগারিককে রাখা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের নতুন করে পরিবেশ করা যায়। বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। দাবীকে চিহ্নিত করতে হবে। দাবীগুলি আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে। আমাদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

সভাপতি সৈয়দ শাহেদুল্লাহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আমি এখানে এসেছি নিজের পরিচয় দিতে নয়। এখানে অনেকেই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। ৭ বছর বয়সে বর্ধমানে গ্রন্থাগারের সদস্য হয়েছিলাম। এখনও গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত। হয়ত অনেক সময় সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয় না। অতীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবিধার জন্য নিরক্ষর রাখা হয়েছিল। ১৯৩১ সালে একটা গ্রামে যুব সমিতির তরফ থেকে প্রচারে গেছি। এক জায়গায় জমিদার উপস্থিত ছিলেন সেখানে চাষী বোঝানো হচ্ছিল, বেকার, শ্রমিক, নিরক্ষরতার সংখ্যা কত। একজন বললেন, হুজুর এইসব বলবেন না ক্ষতি হবে। জোয়ান ছেলেদের উৎসাহিত করছেন জমিদার এসে হাঙ্গামা করবে। ১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বিল উঠলে তার প্রতিবাদ করা হয়। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন অনেক দেখা যায় আমাদেরও কিছু ছিল।

মার্কস বলেছেন আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ছিল কিন্তু অত্যাচারে তা চাপা পড়েছে। আমরা যারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করি তারা মনে করি, উৎপাদন উন্নত স্তরে আসেনি। এঙ্গেলস বলেছেন এটাই করা হয়েছে একদল খাটবে একদল খাবে। এখন উৎপাদন উন্নত অবস্থায় এসেছে একজন খেটে পাঁচজনকে খাওয়াতে পারে, উৎপাদনের জন্য যে শ্রম দরকার তা হচ্ছেনা। বহু মানুষের দান আমরা অস্বীকার করব না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের দান আমরা ভুলব না। কিন্তু শোষক শ্রেণীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার মত আন্দোলনের শক্তি থাকতে হবে। জনগণের আরও বেশী উদ্যোগ দরকার। তিনি বলেন এখনকার ক্যাপিটালিস্টদের সাথে আগেকার ক্যাপিটালিস্টদের অনেক তফাৎ। তিনি বলেন এখনকার যা পরিস্থিতি অতি নীচের থেকে আন্দোলনকে গোড়পত্তন করতে হবে নীচের তলায় যে সব গণসংগঠন আছে, ট্রেডইউনিয়ন, গ্রন্থাগার সমিতি ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। রঙ্গনাথনও বলেন নিয়মকানুন জানে। মানুষের প্রয়োজন বুঝি এটা জেনে তার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। প্রকাশ করার মত সুস্থ না থাকায় এতদিন মানুষের জ্ঞান প্রকাশ হয়নি। পুরানের সাম্যতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়েছে যাতে (কাই) শ্রেণী তৈরী হয়েছে। এখনও বাধা যাচ্ছে শ্রেণীর বাইরে আসতে পারিনি। আবার দেখা গেছে লেখাপড়া শিখে বাবু হয়েছে তাই আর লেখাপড়া শেখানো হয়নি। আজকের দিনে যা সাম্প্রদায়িক তা কিউচাল নয়। মধ্যবিত্ত মনোভাব সম্পন্নদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়। এঙ্গেলস বলেন – মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা থাকার জন্যই উত্তর পশ্চিম আছে। তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতা দূর করতে না পারলে এই আন্দোলনকে জোরদার করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মুসলমানের যেখানে দরজা খোলা হিন্দুর সেখানে দরজা বন্ধ। মানুষকে জানাতে হবে বুঝতে হবে না—হলে সাধারণের গ্রন্থাগার করে কোন লাভ নেই। সে গ্রন্থাগার থাকা সম্ভব নয়। সামগ্রিক জাতির উন্নতির জন্য এই বিচ্ছিন্নতা দূর প্রয়াস দরকার। প্রথম থেকেই ঠিক করতে হবে গ্রন্থাগার কিভাবে হবে। সামগ্রিক ভাবে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মী এই প্রয়াস নেবে। আমরা ভুল করলে আপনারা ধরিয়ে দেবেন। এই বলে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

পরিষদের সভাপতি ফণিভূষণ রায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন প্রথমেই মানুষকে জানতে হবে না হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সাধারণ গ্রন্থাগার নামেই সাধারণ থাকবে এই উদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ দেন ও উপস্থিতে সদস্যদের একাজে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদক : মিনতি চক্রবর্তী

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা

তারা শুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ তারা শুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন সাহেবগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ অশোককুমার দে, এবং এতদঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রীঅসীমকুমার দাস, শ্রীসুদিন বিশ্বাস, শ্রীমতী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সাংবাদিক শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, রঘুনাথপুরস্থিত 'সংস্কৃতি-সংস্থা'র সম্পাদক মোঃ গোলাম হোসেন, পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণপ্রসাদ সুর, সহ-সভাপতি শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োচিত ভাষণ দান করেন। গ্রন্থাগার দিবসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সুভাষ পাঠাগার, কালনা, বর্ধমান

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কালনা সুভাষ পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার গৃহে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কালনা কলেজ গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস গ্রন্থাগার আন্দোলন, আইন ও শিক্ষাবিস্তারে জনমুখী গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, সভাপতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমস্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। গ্রামীন গ্রন্থাগারে সব সাধারনের গ্রন্থাগার অধিগ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ গ্রন্থাগার পরিষেবার উপর তিনি জোর দেন।

মানস্রী তরুণবাণী মন্দির, হাওড়া

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ উলুধ মানস্রী তরুণবাণী মন্দির প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন পঞ্চানন চক্রবর্তী। আলোচনার প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জ সরকার এ রাজ্যের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সরকারের কার্যাবলীর প্রশংসা করা হয়। এছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে দুপুর ১টায় যোগেন্দ্র নারায়ণ মিলনী হলে শ্রীমতী কণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগার উন্নয়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা তা তুলনীয় এবং আশা করেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঠিক নেতৃত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও দিতে পারবে।

সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয় ও ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখা

গত ২২শে ডিসেম্বর '৭৯ "কোচবিহার ক্লাবে" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কোচবিহার জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য সুভাষ চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথি শ্রীচক্রবর্তী বলেন, গ্রন্থাগার আইনের ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতির জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি বীরেন চন্দ, পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন দে, জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা-মণ্ডলীর সদস্য মনোজ দাস, জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক নিখিল নন্দী, উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রমুখ।

তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর

তমলুকের মহিষাদল থানার ১নং ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন পাঠাগারে ৩রা জানুয়ারী, ১৯৮০ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক নীহারকান্তি পাল নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আহ্বানে গোলাপবাগে এসেম্বলি হলে ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। সভার প্রারম্ভে সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারগুলি এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে; সদ্য স্বাক্ষর ও নিরক্ষরদের গ্রন্থ জুগিয়ে স্বাক্ষরতা অভিযানে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গ্রামাঞ্চলিক ও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবলচন্দ্র চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বই ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ে আর্থিক অনটন ও অন্যান্য সমস্যার কথা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্দ্ধমান শাখার সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আজ এই গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন বিগত বছরের অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কারণ তিনি বলেন বিগত আমাদের প্রথম দাবী ছিল সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন চালু করা; গত ১২ই সেপ্টেম্বর '৭৯ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার বিলটি বিধান সভায় গৃহীত হয়েছে। তিনি পরিষদের পক্ষে এই বিল গৃহিত হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকার তথা বিধান সভার সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান।

পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন "গ্রন্থাগার বিল" পাশ হওয়ার সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক দায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তিনি বলেন গ্রন্থাগার আইনের সুফল গ্রামে গঞ্জে শহরে খেটে খাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন প্রাথমিক বা বিদ্যালয় স্তর থেকেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া উচিত। এর ফলে বিদ্যালয় জীবন থেকেই ছাত্ররা গ্রন্থাগার মুখী হয়ে উঠবে ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে উঠবে। তবে তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খুবই অবহেলিত। গ্রন্থাগার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের আহ্বান জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে জন কল্যাণমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতা ও কামনা করেন।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীগণ বৃত্তি ভিত্তিক পদনাম (PROFESSION BASED DESIGNATION) প্রবর্তনের জন্য উপাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আবেদন করেছেন; এ বিষয়ে শ্রী রায়চৌধুরী উপাচার্যকে অনুরোধ করেন যে বিষয়টি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য যেন তিনি কার্যকরী ব্যবস্থা নেন।

উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণের প্রথমে সদ্যপ্রয়াত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি "গ্রন্থাগার দিবস" অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়: (এম. লিব. এস্‌সি ছাত্র) ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে M. Lib. Sc কোর্স চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের সদস্যগণকে অভিনন্দন জানান।

অধ্যাপক পুলিন বিহারী বক্তৃতা ছাত্রছাত্রী ও বিভাগীয় শিক্ষকগণের পক্ষে এই সভায় যারা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর

তমলুকের মহিষাদল থানার ১নং ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন পাঠাগারে ৩রা জানুয়ারী, ১৯৮০ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক নীহারকান্তি পাল নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম দিনাজপুর

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি সুস্মিতভূষণ রায় স্বাগত ভাষণ দেন ও "গ্রন্থাগার আইনের" উপর বিশেষ আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন দীপক চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ-কুমার নন্দী, নারায়ণ চৌধুরী, মলয় রায়, অবনী তালাপাত্র। বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানান। মৎস্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন ডঃ মিহির মুখোপাধ্যায় এবং সম্মানিত অতিথি রূপে প্রবীণ সাংবাদিক কে. সি. মিত্র এবং অমলেন্দু বিশ্বাস। সভাপতি রূপে আসন গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ রায়।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

- বর্ধমানে ৩৬-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।
- পরিষদের সদস্য হোন। বকেয়া চাঁদা যথাসময়ে জমা দিন।
- গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন এবং প্রবন্ধ পাঠিয়ে পত্রিকার মনোন্নয়নে সহায়তা করুন।
- সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমাবর্তন উৎসব ১৯৭৯ ॥

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেটস কোর্সের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রমীলচন্দ্র বসু ও অনিলা দেবী।

সভায় সার্টিফিকেট কোর্সের রিপোর্ট পেশ করেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির সম্পাদক হিরণকুমার নন্দ। সার্টিফিকেট কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করে উমা গুপ্ত 'ভূমার মুনীন্দ্র দেব রায় স্মৃতি পদক গ্রহণ' করেন।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় ১৩৮৫ সালে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের পুরস্কার 'ত্রিনকড়ি নন্দ স্মারক পুরস্কার' পান অশোক বসু। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী মঞ্জরী বসু।

ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন প্রধান অতিথি অনিলা দেবী।

দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে গিয়ে অনিলা দেবী বলেন, আমরা শিক্ষার সংস্কারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছি। আপনারা যে অভিজ্ঞান পত্র গ্রহণ করলেন তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্মারক চিহ্ন। আমরা শিক্ষা দান করি কিন্তু গ্রন্থাগার যুগ যুগান্তরের সংস্কৃতি বহন করে রাখে।

আমরা শিক্ষা লাভ করেছি কিন্তু আমাদের শাসক-শ্রেণীর ইচ্ছা ছিলনা শিক্ষিত করে তুলবার। স্বাধীন ভারতে ৩০ বৎসর যাবার পরেও যেহি শিক্ষাকে সমাজজীবনে কার্যকরী করার জন্য কোন ভূমিকা নেননি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আশা করব গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ও সমাজ জীবনের উপযোগী হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংযুক্ত হয়েছে মহাবিদ্যালয়ের সাথে। এই গ্রন্থাগার সমিতিতে যে আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয় তা সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে কোথাও দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন ও শুভেচ্ছা জানান গ্রন্থাগার পরিষদকে। তিনি এজন্য লজ্জা বোধ করেন যে পরিষদ দীর্ঘদিন এইশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু সরকারী-ভাবে গ্রন্থাগার আইন স্বীকৃতি পায়নি। ২০০ বছরের বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল এখনও আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। যদি আমরা ইচ্ছা করি এই পরিবর্তনের মধ্যে মানুষ গড়ার কাজে নিজ নিজ শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারব। এই পরিষদ অনেক আন্দোলন করেছেন নিজের স্বার্থে নয় সমষ্টির স্বার্থে। আমিও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। আমরা চাই মানুষ গড়তে আমি আশীর্বাদ করি আপনাদের শিক্ষা নিজেদের ইচ্ছা ও উদ্যোগে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসবেন। শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন শিক্ষা যেন বিফল না হয়। সকল সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। যারা শিক্ষাকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের জীবন ও জীবিকার সাফল্য কামনা করেন ও সকলের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেন। (আপনাদের জীবন জীবিকার সাফল্য কামনা করি ও আমাকে এখানে বলার সুযোগ দিয়েছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করেন।)

সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু—তিনি প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানান এখানে উপস্থিত হয়েছেন বলে ও উপস্থিত জনীসেরদ শাহেবুল্লাহকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পুরনো কথার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থাগার শিক্ষা ও গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা আসতেন। যারা এখানে শিক্ষালাভ করতে আসতেন তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই শিক্ষার দ্বারা তাঁরা দেশের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি করতে পারবেন। এবং এই কাজের সঙ্গেও অড়িত থাকতে পারবেন। যদি জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে বা অড়িয়ে থাকতে না পারেন তবে গ্রন্থাগার শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, শ্রীমতি অনিলা দেবী তার অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ও দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়েছেন বলে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিবেদন : মিনতি চক্রবর্তী

।। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা ১৯৭৯ ।।

প্রথম শ্রেণী (গুণানুসারে)

স্থান	ক্রমিক সংখ্যা	নাম
১	৫২	উমা গুপ্ত
২	৩১	সুকান্ত দাস
৩	৩৫	কেয়া দত্ত
	১৯	বীণা সেন
৪	৭৭	জয়শ্রী সেন
৫	৮০	সিতা সেন
৬	৫১	রমা গুপ্ত
৭	৮১	শর্মিলা সেনগুপ্ত
৮	৬৫	কেয়া নন্দী
৯	৬৮	বন্দিতা রায়
১০	১৩	অসীম চক্রবর্তী
১১	২৪	প্রবীরকুমার দাস
১২	৪৩	অনিমা ঘোষ
১৩	৮	অরুণা ভট্টাচার্য
	২২	স্বপ্না চৌধুরী
	৪৯	তপতী ঘোষ
	১৭	প্রদীপ চক্রবর্তী
	৪০	বহ্নিশিখা মেঘনাথ
	৫৩	পদ্মিনী হালদার
	৫৪	পবিত্র কর
	৩	শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়
	৩৮	অসীম দেব
	২৮	সুশান্ত দাস
	২৪	গীতা চক্রবর্তী
	৪১	বন্দনা দে
	৭৫	গৌরী সাহা
২০	২৩	ডি পদ্মা শিবানন্দ
	৫৮	প্রণব মিত্র
	৭২	বীণা রায়

স্থান	ক্রমিক সংখ্যা	নাম
২২	৬	সুব্রতা ঘোষ
	৬১	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
	৩২	অনামিকা দত্ত
	৬৩	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
	৮১ এম	ওঙ্কারনাথ চক্রবর্তী
	২৫	প্রদীপকুমার দাস
	৬৭	তরুণকুমার রথ
	১০২	কম্ব অসুবরন চিরকাটো
	১৮	প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
	২১	শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
	২৯	ব্রততী দাশগুপ্ত
	৮৪ এম	মানবেন্দ্র বসু
	১৩	মিলি চক্রবর্তী
	৯৬	শম্ভুনাথচট্টোপাধ্যায়
	৭০	দীপ্তি রায়
	৭১	কল্পনা রায়
৩১	৩০	ভলি দাসগুপ্ত
৩২	৪৭	নবনীতা ঘোষ
৩৩	৬০	ব্রততী মুখোপাধ্যায়
৩৪	৪২	কৃষ্ণা ধর
	৪৬	মালবিকা ঘোষ
৩৫	১৮	তাপসী রায়
৩৬	৮২	সৈয়দ আবুদর
৩৭	৬১	কল্পনা মুখার্জী
৩৮	৭৩	শান্তনু রায়চৌধুরী
৩৯	১০০	অজয় কুমার সেন
৪০	৪৮	সৈকত ঘোষ
৪১	৫৬	পূরবী মণ্ডল
৪২	১৯	সাথী চক্রবর্তী
৪৩	২	কর্ণা ব্যানার্জী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম
৭৬	শীতলী সরকার
১০৩	সৌমিত্র সরকার
১০	স্বপন ভট্টাচার্য
৩৭	দিলীপ দত্ত
৪৩	তপতী গাঙ্গুলি
৭	বাণী ভাদুড়ি
১৯	মীনা চক্রবর্তী
২৬	রামপ্রসাদ দাস
৭৮	মণীষা সেন
৪৫	অঞ্জলি ঘোষ

দ্বিতীয় শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী)

ক্রমিক সংখ্যা	নাম
১	শিবরঞ্জন আদক
৪	অমলেন্দু বর্মণ
৫	বিজয়কৃষ্ণ বসু
৯	মীনা ভট্টাচার্য
১২	শঙ্কর বিশ্বাস
১৪	ইন্দিরা চক্রবর্তী
১৫	মধুসূদন চক্রবর্তী

ক্রমিক সংখ্যা	নাম
২০	সুনীল চক্রবর্তী
৩৮	সুচেতা দত্ত
৩৭	দীপক দে
৩৯	নিতাই দেব
৫০	শীষ্ণু গোস্বামী
৫৭	শম্ভু মান্না
৫৯	সমর মজিলাল
৬৪	সুব্রত মুখোপাধ্যায়
৬৬	হীরালাল পাল
৬৯	বিকাশ রায়
৭৪	উমা রায়চৌধুরী
৮০ এন	কাঞ্চন বসু
৮৮ এন	শান্তিভূষণ দেব
৮৯ এন	সোমা পাল
৯১ এন	মঞ্জুলা সেন
৯২	কালীপ্রসাদ বসু
৯৫	সুজিত চৌধুরী
৯৭	সুনীল বিশ্বাস
৯৯	শিবপ্রসাদ রায়চৌধুরী
১০৪	শ্বেতা সরকার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখা আয়োজিত জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর (মহকুমা লাইব্রেরী) ব্যবস্থাপনায় আগামী রবিবার, ২০শে এপ্রিল ১৯৮০ হাওড়া জেলার আমতায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে আগামী ১৯৮০-৮১ সালের জন্য জেলা শাখার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনও হবে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য এবং ভোটদানের জন্য হাওড়া জেলার পরিষদের সদস্যদের, পরিষদের নিয়মানুসারে, আগামী ৩১শে মার্চ ১৯৮০-র মধ্যে পরিষদের বর্তমান বৎসরের চাঁদা (দেওয়া না থাকিলে) মিটাইয়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য পরে জানানো হবে ॥

॥ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি ॥

গত ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৯ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতির (State Library Planning Committee) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ঐ সভায় গৃহীত হয়—

১) বিগত বৎসরের মত রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কিত অনুদানের ২৫ ভাগ আশ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি নির্বাচিত একটি পুস্তক তালিকা হতে ক্রয় করতে হবে। উক্ত তালিকাটি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করা হবে এবং জেলা স্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।

সাঁওতালী ও নেপালী ভাষার অন্ততঃ পক্ষে ৫০টি বইয়ের অতিরিক্ত তালিকা যত শীঘ্র সম্ভব তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে তালিকাটি সাঁওতালী ও নেপালী ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রচার করা হবে।

২) বিধানসভায় গৃহীত "সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের" ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি "লাইব্রেরী কলস" তৈরী করবে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী সভায় আলোচনা হবে বলে স্থির হয়।

৩) রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের ১৯৭৭-৭৮ সালের পুস্তক ক্রয় ও পরিকল্পনা কিছু প্রকাশক পঃ বঙ্গ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিকে ঠিকসময়ে পুস্তক যোগান দিতে না পারায় ১৯৭৭-৭৮ সালের পুস্তক ক্রয় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

৪) সরকার বর্তমান আর্থিক বৎসর ১৯৭৯-৮০ সালে ৩ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকারকে সুপারিশ করছে। তখন রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনেরও ৩ লাখ টাকা দেওয়া উচিত। এই প্রস্তাবটি সকলে সমর্থন করেন; ডেপুটি ডাইরেক্টরকে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে অনুরোধ করা হয়।

৫। রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন ১৯৭৭-৭৮ সালের মেয়াদ বই সরবরাহ করতে দেরী করায় প্রস্তাব করা হয় যে, ১৯৭৯-৮০ সালে রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের প্রদেয় টাকা রাজ্য সরকারের মারফৎ গ্রন্থাগারগুলিতে দেওয়া হোক্। যাতে রাজ্য সরকার (নিজের মেয়াদ অনুযায়ী নয়) প্রতিটি গ্রন্থাগারকে টাকা দিয়ে দেবে, তা থেকে গ্রন্থাগারগুলি নগদ টাকা দিয়ে বই ক্রয় করে নেবে। প্রস্তাবটি কাউণ্ডেশনের বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে বলে স্থির হয়।

৬) এও সিদ্ধান্ত হয় যে, জেলাগুলি হতে পুস্তক বণ্টন সম্পর্কিত অবস্থা অনুসন্ধান করে তার রিপোর্ট রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতির সামনে পেশ করা হবে।

৭) রাজ্য অনুদানের তালিকায় অর্ন্তভুক্তির জন্য যে সমস্ত গ্রন্থাগার আবেদন করেছে সমস্ত আবেদনগুলি ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হবে ও পরবর্তী সভায় আলোচিত হবে। যে সমস্ত গ্রন্থাগার বিভিন্ন হাতে সরকারের কাছ থেকে অনুদান পাচ্ছে তাদের তালিকাও এই সভায় পেশ করা হবে। উত্তরপাড়া অনুরূপ সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। এছাড়া এও সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সমস্ত গ্রন্থাগার বা প্রতিষ্ঠান অনুদানের জন্য আবেদন করেছে, তাদেরও পরিকল্পনা সমিতির সিদ্ধান্ত জানান হবে।

৮) কলিকাতা মেট্রোপলিটন পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য জমির সন্ধান চলবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী এই বিষয়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

৯) বন্যাপীড়িত অঞ্চলে বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রন্থাগার গুলিকে অনুদান দেওয়া সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে, [রাজ্য সরকারের দেয় অর্থ ইতিমধ্যেই জেলায় পাঠানো হয়েছে]।

১০) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যে ক্রয়তালিকা বাংলা প্রকাশনী প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও অনুদান পাবার পর সরকার অনুমোদিত ছাপাখানায় ছাপতে পাঠান হবে।

১১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পাঠক্রমের মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি খসড়া চিত্র স্থাপন করা হয় ও সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। আলোচ্য বিষয়টির ওপর একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করার কথা বিবেচিত হয়েছে।

Statement about ownership and other particulars about

GRANTHAGAR

(FORM NO. IV/RULE 8)

1.	Place of publication :	Central Library, University of Calcutta. Calcutta-700 073.
2.	Periodicity of its publication :	Monthly.
3.	Printer's Name : Whether citizen of India : Address :	Sourendramohan Gangopadhyay. Indian. 100/1, Bhupendra Bose Avenue. Calcutta-700 004.
4.	Publisher's Name : Whether citizen of India : Address :	Sourendramohan Gangopadhyay Indian. 100/1, Bhupendra Bose Avenue. Calcutta-700 004.
5.	Editor's Name : Whether citizen of India : Address :	Pradip Chaudhuri Indian 5, Baikuntha Saha Road. Calcutta-700 075.
6.	Name and Address of the Owner :	Bengal Library Association. Central Library, University of Calcutta. Calcutta-700 073.

I, Sourendramohan Gangopadhyay, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/ Sourendramohan Gangopadhyay

Signature of Publisher

Dated : 15. 1. 80

Memorandum of Association of the Bengal Library Association

1 The name of the Society is "The Bengal Library Association" (Bangiya Granthagar Parishad).

2 The Registered Office of the Association will be situated in the Municipal area of Calcutta.

3 The objects for which the Association is established are ;

a) To promote the Library movement in Bengal.

b) To diffuse the knowledge of scientific method of maintenance and organisation of Libraries and to organise Library talks, lectures, conferences and exhibitions.

c) To print and publish any newspapes, periodicals, pamphlets, books and leaflets, charts, posters, statistics that the Association may think desirable for the promotion of its objects.

d) To collect and maintain a library and museum of publications and materials pertaining to the library movement and library science.

e) To promote and encourage bibliographical study and publish bibliographical information.

f) To work for the enactment of such legislation as would be conducive to the extension of library facilities, better utilization and administration of libraries.

g) To organise and conduct or help other institutions and organisations for maintaining and conducting training classes for library science or any of its nature.

h) To work for the betterment of service conditions and for status of library personnel.

i) To promote and to establish and support and to aid in the establishment and support of other library organisations and kindred organisations engaged in promotion of education formed for all or any of the objects of the Association.

j) To work for co-ordination of libraries and systematisation of their methods.

k) To help libraries in securing grants from Government and other public bodies and to help them in all possible ways.

l) To conduct examination in library science and to confer or award certificates and diplomas.

m) To raise donations and accept endowments for furtherence of library movement.

n) To serve as an information bureau in respect of library matters.

o) To borrow and raise money in such manner as the Association may think fit and proper for the attainment of any of the objects of the Association.

p) To invest any money of the Association not immediately required for any of its objects, in such manner as may from time to time, be determined.

q) To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire any real or personal estate which may be deemed necessary or convenient for

any of the purposes of the Association and to create a charge in favour of the Central and State Governments, Calcutta Improvement Trust or any other statutory body for the unpaid purchased money or the unpaid premium in cases when the land is purchased or taken on lease without payment of full purchase money or full premium as the case may be.

r) To conduct, maintain or alter any house, buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Association.

s) To take any gift or property, whether subject to any special trust or not, for any or more of the objects of the Association.

t) To do such other lawful things as are incidental or conducive to the attainment of the objectives.

4 The Governing body of the Association shall be the Executives Committee, to whom by the Rules and Regulations of the Association the management of its affairs is entrusted.

We, the undersigned persons, whose names and addresses are subscribed hereto, are desirous of being formed into an Association in pursuance of the Memorandum of Association: :

Name :	Occupations :	Addresses :
Sd. Pramil Chandra Basu	Service	Deputy Librarian Calcutta University,
Sd. Biswanath Banerjee	Librarian Calcutta University	13. Sardar Sanker Road, Ballygunge, Calcutta.
Sd. Subodh Mukherjee	Asst. Librarian Calcutta University	30/1. Rajkissen Street, Uttarpara, Hooghly.
Sd. Niharranjan Roy	Bageswari Professor of Indian Art, Calcutta University	14A, Dr. Sarat Banerji Road, R. B. Avenue, P. O. Calcutta
Sd. Anath Nath Basu	Head of the Teachers' Training Dept., Calcutta University	6B. Hindustan Road, P.O. R. B. Avenue, Calcutta.
Sd. Benoy Kr. Chatterjee	Service Calcutta University	P.O. Ariadah, 24-Parganas.
Sd. Jitendra Nath Bhattacharjee	Service Calcutta University	24, Congress Exhibition Road, Park Circus. Calcutta.
Dated : the 12-6.46.		
Witness to the above signatures :		
Sd. Arunoday Banerjee	Service	Calcutta University, Centel Library.
Sd. Surath Kr. Pramanik	Service	Calcutta University Central Library.

RULES AND REGULATIONS OF THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

1 The Association is established for the purposes set forth in the Memorandum of Association.

Interpretation

2 In the interpretation of these Rules and Regulation, except where exclued by the context :

a) Words importing the singular number only shall include the plural and words importing the plural only shall include the singular number,

b) Words importing the masculine shall include the feminine.

c) The words "Association" means the Bengal Library Association (Bangiya Granthagar Parishad).

Patron

3 Any distinguished person, on the recommendation of the ExecutiveCommittee, may be elected as Patron ofthe Association at the Annual General Meeting.

Membership

4 The Association shall consist of the following classes of members, namely.

a) Donors
b) Life Members
c) Institutional Members
d) Ordinary Members and
e) Honorary Member.

Donors

5 A Candidate for admission to this class of membership or for transfer into this class shall be not less than 18 years of age and—

I) Shall be a person who is interested in the cultural and educational development of the people ; or

II) Shall be a person who is interested in the promotion of the library service for the spread of education and research ;

III) Shall pay Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) at a time to the fund of the Association. Every Donor is a Member of the Association for life and he will not be required to pay any more subscription during his life time.

Life Members

6 A candidate for admission to this class of membership or for transfer to this class shall be not less than 18 years of age and—

I) Shall be a person who is interested in the cultural and educational development of the people ; or

II) shall be a person who is interested in the promotion of library service for the spread of education and research ;

III) Shall pay at a time Rs. 150/- (Rupees one hundred and fifty) to the fund of the Association and he will not be required to pay any more subscription during his life time. Life members residing outside India shall pay at a time Rs. 750/- (Rupee Seven hundread and fifty) in Indian currency or its equivalent and will not be required to pay any more subscription during his life time.

Institutional Membrs

7 This class of membership is open to :

I) Libraries.

II) Academic institutions having libraries.

III) Societies and institutions for learning and research any other organisations having libraries.

IV) Organisation of library profession and library employees.

a) Institutional members coming under categories I) to III) above shall pay Rs. 20·00 (Rupees twenty) per annum to the fund of the

Association as subscription b) Institutional members coming under category (iv) above shall pay Rs. 50.00 (Rupees fifty) per annum to the fund of the Association as subscription c) Institutional members situated outside India shall pay Rs. 100.00 (Rupees one hundred) per annum in Indian currency or its equivalent to the fund of Association as subscription.

8 Every institution which will beco e a member of the Association shall act through its duly authorised agent or representative whose name shall be communicated in a letter by the President or the Secretary or the Librarian or any equivalent office bearer of the Institution concerned to the Secretary of the Association.

9 The representative or agent of an Institutional member shall continue to act as such after the intimation of his appointment has been duly communicated until the name of another representative or agent appointed in his place is duly communicated to the association on behalf of the institution concerned.

Ordinary Memers

10 A candidate for admission to this class of Membership shall be not less than 18 years of age and—

I) Shall be a person who is interested in the promotion and development of organised library service in the State ; or

II) Shall be a person who is interested in the spread of education and culture among the people.

Iii) Ordinary members shall pay Rs. 10.00 (Rupees ten) per annum to the fund of th Association as subscription. Ordinary members residing outside India shall pay Rs. 50.00 (Rupees fifty) per annum in Indian currency or its equivalent per annum to the fund of the Association as subscription.

Membership Subscription

11 The entrance and annual subscription payable by members of the Association shall be such as the Association in the General Meeting shall from time to time prescribe. provided that until the Association in General Meeting shall otherwise resolve the annual subscription shall be as indicated in relevant rules,

Honorary Members

12 A limited number of distinguished persons who have rendered outstanding service towards the development of libraries in the State may be elected Honorary members. Such elections would be held at the Annual General Meeting of the Association on the recommendation of the Council and upto a limits of three Honorary Members at a time. Total number of the Honorary Members shall not exceed five. Such Honorary Members shall enjoy the rights and privileges of ordinary members.

Enrolment

13 Application for membership shall be submitted on the prescribed forms with necessary fees for approval of the Executive comitte. Membership will be valid from the date of approval of membership. Institutional member shall be represented by the administrative head. or the Secretary or the Librarian or any other office bearer duly authorised by the Institution concerned. Application for institutional membership shall contain signature of the head of institution, or the Secretary or the librarian of the organisation along with official seal of the Institution concerned. All application should be duly proposed for membership on prescribed form by at least one member of the library Association.

The Executive Committee shall have the right to object any application for membership without assigning any reason.

Any fee paid by a person or institution whose application has been rejected, shall be refunded.

Duties and Obligations of Members

14 Every person or institution while applying for membership shall undertake to be bound by the Memorandum Rules and Regulations or other bye-laws in force or which may, thereafter, be made from time to time.

Every member shall notify to the Secretary of the Association any change in address.

Powers and Privileges of Members.

15 i) Persons and institutions whose names are on the membership list shall enjoy all the privileges and rights of the Association.

ii) Members, personal and institutional, are eligible for election to the Council.

iii) A person whose name is in the membership list for 12 months, from the date of his admission and whose subscription is not in arrears for the year for which the election is scheduled to be held eligible to vote or stand for election.

The first members of the Association shall be :

a) The signatories of the Memorandum of Association.

b) Every person or institution who was at the date of the incorporation of the Associations, members of the unincorporated Association.

vi) Members of the Association shall have the right to inspect the register of members, the accounts as well as the proceeding of meetings of the Association provided that a member who wishes to inspect has given a notice to the Secretary in writing at least two days ago and that he has paid a fee of Re.1/-(one) for the purpose.

Disqualification, retirement & forfeiture of Membership.

i) In all proceedings of the Association no person shall be entitled to vote or be couted as a members whose subscription at the time shall have been, in arrears for the current year on the date of meeting.

ii) In all cases annual subscription shall be in due on the 1st of April of the year for which it is dus.

17 i) Every member of Association has right to resign his membership of the Association on giving calender months notice in writting to the Secretary of the Association but prior to such notice he will pay all sums that may be due from him to the Association. The name of a member whose subscription lies in arrear for one year or more shall be removed from the roll of members. Such defaulting members may be re-admitted on payment of arrears subscription of one preceeding year along with the subscription for the current year.

ii) The Council shall have the power to remov from the register of members the name of any member in the interest of the association on the recommendation of the Executive Committee after giving on opportunity to the party concerned to represent his case.

General Meetings

18. The first Annual General Meeting of the Association after its incorporation shall be held at such time and at such place as the Executive Committee may determine.

Subsequent Annual General meeting shall be held ordinarily in the month of July in every year, or so soon thereafter as possible

at such place as may be determined by the Executive Committee but not more than 16 months shall elapse between two successive annual general meeting.

19 A general meeting of the Association—special or annual shall be called by giving a clear 15 days notice to members.

20 The notice of the Annual General Meeting shall be accompanied by the following :—a) Agenda of business, b) Report of of the working of the Association and c) Audited statement of accounts up to 31st March of the preceeding year.

21 Notice concerning all General Meetings or Special General Meetings of the Association shall be accompanied by the agend of the meeting.

22. The Executive Committee may at any time and shall, on requisition signed by not less than ten percent. Of the total membership of the Association, stating the objects of such requisition, Summon a special General Meeting of the Association to be held not less than one month and not later than six weeks after the receipt of such requisition. If they neglect to do so within 14 days after receipt of such requisition, the requisitionists may summon such meeting. The notice convening the meeting shall specify the particular matter or matters to be discussed, and no resolution passed there at shall be binding unless at least three fifths of the members are present and take part in the vote and no business other than that specified in the requisition shall be transacted.

Quorum

23 At all Genetal meetings including Annual General Meeting and special General Meeting ten percent of the total membership or 51 members of the Association, whichever is less, shall be the quorum. If a general meeting fails to meet for want of quorum the postponed meeting shall be held at a place to be decided by the attending members after a week when no quorum will be necessary. A notice of that will be circulated to the members.

Conduct of business at General Meeting

24. At any meeting at which the President is absent, one of the Vice-Presidents shall take chair and in the absence of any Vice-President, the meeting shall appoint its own Chairman.

25 No member shall have more than one vote except that in any case of equality of votes the Chairman of meeting shall have a casting vote.

26 Members desirous of bringing up any motion or resolution for consideration in the General meeting must submit the same to the Secretary at least one week prior to the date of the meeting,

a) With the consent of the three-fourths of the members present in the meeting motion and resolutrons at a shorter notice may, however, be moved in a General Meeting.

b) In any Special General Meeting, however, no business other than that for which the meeting has called shall be transacted, nor shall any other resolution or motion be allowed to be raised.

27 The supreme authority shall vest in the entire body of the members assembled at a General Meeting. However, the management of the affairs of the Association shall be the responsibility of the Executive Committee under the direction and supervision of the Council.

28 The State Council of the Bengal Library Association shall consist of followine members who will be elected for two in the

Annual General Meeting every alternate year.

(1) Office bearers of the Association :

I) The President. —1
II) The Vice-Presidents —5
III) The General Secretary —1
Iv) The Joint Secretay —1
v) The Asstt. Secretary —1
vI) The Treasurer —1
vII) The Editor —1

2) Other Members of the Council :

i) Representatives of Donors, Life Members and Ordinary Members—20.

II) One representative for every 25 or major part thereof, of the Institutional Members from each District subject to a maximum of 3 and minimum of one for every administrative District including Calcutta Corporation. Number of representatives from different Districts shall be determined according to the number of Institutional members of those Districts eligible to vote on the date of the date of the meeting of the executive committee which will fix up the date of the annual general meeting.

Iii) Secretaries of the District Committes of the Bengal Library Association,

The Council shall have power to co-opt. not more than 3 members from among the members of the Association.

29 All vacancies caused by resignation or otherwise in the Council for the remaining period of the term.

Powers and Proceedings of the Council

30 The Council shall meet at least twice a year ; one meeting of the Council shall be held as soon after the biennial election as possible for the purpose of electing the members other than the ex-officio members of the Executive Committee for two years and formation of other Commitees for two years and for transacting any other business that may be necessary.

31 The Council at half-yearly meetings shall exercise general supervision over the working of the executive Committee.

32 The Council shall appoint Standing Comittees, if any are to be appointed, with power to co-opt. non-members for two years. These Standing Committees will function under the guidance of the Executive Committee.

33 The Executive Committee on its own own initiative may or at the requisition of at least ten members of the Council shall call meetings of the Council for transaction of the business.

34 At any meeting of the Council, ten members shall be the quorum. If the Council fail to meet for want of quorum the postponed meeting shall be held at a place to be decided by the attending members after a week when no quorum will be necessary

35 Notice convening meetings of the Council shall be issued not less than one week prior to the date of such meeting and it shall contain the agenda of the meeting.

36 The Executive Committee shall consist of all office-bearers of the Association as ex-officio memers and ten other members of the Council to be elected by the Council at its first meeting after the biennial election.

37 The first Executive Committee after the Incorporation of the Association shall consist of the persons named in the Memorandum of Association, who shall retain office until the next Annual General Meeting.

38 Any vacancy caused by the resignation or otherwise in Executive Committee during a term shall be filled up by the Council for the remaining period of the term.

39 All members of the Executive Committee shall remain in office for two years or until their successors are appointed.

40 If at any Special General Meeting summoned on the requisition of the members, a resolution disapproving of any act on the part of the Executive Committee shall be passed by the majority of two thirds of members present and voting on the question, the members of the Executive Committee shall immediately cease to hold office, and new members shall be elected in their place at the same meeting, but the old members or any of them, shall be eligible for re-election.

Powers to Proceedings of the Executive Committee

41 Subject to the powers of the members, the Association and the property and affairs thereof shall be under the Control and management of the Executive Committee.

42. In addition to all powers hereby expressly conferred upon them, and without detracting from the generality of their powers under the last preceding paragraph, the Committee shall exercise any of the following powers' namely.

a) To expand the funds of the Association in such manner as they shall consider most beneficial for the purposes of the Association and to direct the sale or transposition of any such investments and to expend the proceeds of any such sale for the purposes of the Association.

b) To acquire, land by purchase or taken on lease, in the name of the Accociation, build upon, pull down, rebuild, add to, alter etc. or otherwise deal with any land, building, for the use of the Association.

c) To enter into contracts on behalf of the Association.

d) To borrow money upon the security of any of the property of the Association and to grant or direct to be granted mortgage for securing the same.

e) To cause the common seal of the Association to be affixed to any document they may think proper, and to provide for the custody of the common seal.

f) To delegate any of their powers to a sub-committee or sub-committees.

g) To make and from time to time to repeal or alter, rules as to the management of the Association and the affairs thereof and as to the duties of any office-bearers or employees of the Association and to the conduct of business by the Executive Committee or any sub-Committee provided that the same shall not be inconsistent with the Memorandum or Rules and Regulations of the Association.

h) And generally to do all things necessary or expendient for the due conduct of the affairs of the Association not herein otherwise provided for.

Action taken by the Executice Committee specially under sub-Clauses (a), (b), (c), (d), (e) and (f) are to be reported to the Council periodically.

43 Executive Committee may meet for the despatch of business adjourn, and otherwise regulate their meetings as they may think fit and seven members of the Committee shall be the quorum. Three members of the Committee may at any time, and the Committee summon a meeting of the Committee. Notice of any meeting Committee accompanied by the agenda thereof shall be sent by post or delivered personally to each member of the Committee at least three days before such meeting unless urgent circumstances require shorter notice,

44 The Minutes of every meeting of the

Committee shall be read at the next meeting thereof, and shall be confirmed, either with or without amendment.

45 The Bankers shall be appointed and may be changed by the Committee.

46 The Executive Committee shall determine from time to time the Institution, Co-operative Society, schedule bank or postal savings bank where funds of the Association shall be kept. The Committee shall be competent to close any such account already in operation and open new accounts in its place, if considered necessary.

President and Vice-President

47 There shall be a President of the Association, who shall be elected for two years in the Annual General Meeting every alternate year. He shall hold office until his successor is appointed. The President shall take the Chair at the General Meetings, and also at the meetings of the Council and the Executive Committee.

48 There shall be five vice-Presidents who shall also be elected for two years in the Annual General Meeting every alternate year. They shall hold office until their successors are appointed.

The Secretaries

49 There shall be one General Secretary, one Joint Secretary and one Assistant Secretary of the Association, who shall be elected for two years in the Annual General Meeting, every alternate years. They shall hold office until their successors are appointed.

50 In addition to all duties herein contained, the General Secretary with the assistance and co-operation of the Joint Secretary and the Assistant Secretary shall perform such functions as shall be assigned to him by the Executive Committee. The General Secretary shall also perform the following functions, namely, he shall convene all Meetings, keep minutes of the meetings of the General Committee, the Council and the Executive Committee take action on the resolutions passed in the meetings of the General Committee, the Council and the Executive Committee ; report the results thereof to the respective Council and Committee ; deal with correspondence under the direction of the Executive Committee ; keep a register of members and all office records ; shall be responsible for the smooth and efficient administration of the Association may, under the direction of the Executive Committee, institute law suits or take legal steps on behalf of the Association ; he also shall under the direction of the Executive Committee call conference, keep proceedings there of and take action on the resolution passed in the conference as far as possible.

The Secretary shall see that all annual and other returns be forwarded to the Registrar of Societies for the State of West Bengal is filled within the period stipulated in the West Bengal Registration of Societies Act 1961.

The Secretary shall be competent to incur expenditure not exceeding Rs. 100.00 (Rupees One hundred) without obtaining previous sanction of the Executive Committee, but such expenditure shall be duly reported to the next meeting of the Executive Committee.

The Treasurer

51 There shall be a Treasurer of the Association, who shall be elected for two years in the Annual General Meeting every alternate year. He shall hold office until his successor is appointed.

52 The funds of the Association shall be under the direct charge of the Treasurer in accordance with the direction given to him from time to time by the Executive Committee.

63 The Treasurer shall pay all bills after they have been passed for payment by proper authority and secure receipts and maintain proper account of all receipts and disbursements.

The Editor

64 The Editor shall be elected for two years in the Annual General Meeting every alternate year. He shall hold office until his successor is appointed. He shall be responsible for editing and publishing of "Granthagar".

Auditor

65 There shall be an auditor or auditors to be appointed annually by the Council who shall examine and certify the annual account of the Association to be presented and considered by the Annual General Meeting.

Accounts

66 The Treasurer shall keep proper accounts of the income and expenditure as well as of assets and liabilities of the Association, and shall submit a monthly statement of accounts to the Executive Committee and also shall submit to each annual meeting a report on the financial position of the Association and audited financial statement and balance sheet for the year ending on the previous 31st of March.

Either the General Secretary or the Joint Secretary and the Treasurer shall jointly sign the cheques or withdrawal forms, as the case may be, on behalf of the Association.

67 The auditor or auditors shall yearly audit all accounts of the Association and shall with the assistance of the Executive Committee prepare and lay before the Committee during or before the last week in the month of April in every year or as soon thereafter as may be possible but before the Annual Meeting and Annual Statements of Receipts and Expenditures of the Association upto the last day of March immediately preceeding, for submission to the Annual Meeting.

68 At the audit or examination of the yearly accounts, the Committee cause to be laid before the auditor or auditors, written account of the receipt and payment for the year preceeding together with an account of all property, fund and money belonging to the Association and furnish him from time to time with such information and documents relating there to as may be required by him or them.

69 The Treasurer shall prepare an Annual Budget and submit the same to the Executive Committee not later than the 15th March of the year previous to the year to which the budget refers.

After the budget has been considered by the Executive Committee it shall be placed before the next meeting of the Council.

60 A budget once passed by the Council may be modified or revised if and when necessary by the Council.

Elections

61 The election of office-bearersand the Council of the Association shall be held in the Annual General Meeting of the Association every alternate year. The form of Nomination paper, if any, shall be determined by the Executive Committee. Non-compliance with the instructions given on the Nomination paper shall invalidate the Nomination paper. The decision shall rest with the Executive Committee.

62. The election of office-bearers and of members of the Council shall be by show of hands or by ballot and in case of election by ballot two scrutineers shall beappointed from amongst the members present by the Chairman of the meeting shall determine the manner in which election shall take place.

7-56·3
1606/15

63 The scrutineers shall proceed to count the votes and shall communicate the result to the Chairman of the meeting who shall announce it forthwith.

64. No office-bearers should hold the same office for more than three consecutive terms.

Notice

65 A notice may be served upon any member, either personally or by sending it through the post in a prepaid letter, addressed such members at his registered address for service, if any.

66 If a member has not a registered address for service, any notice, shall be sufficiently served on him by posting up in the office of the Association, such notice addressed generally to the members.

67 The non-delivery of any notice of meeting shall not invalidate the proceedings at such meeting.

Year

68 The year of the Association means the financial year (1st April to 31st March).

District Committee of the Association

69 (i) At its own initiative the Executive Committee of the Association may create District Committee of the Association in each and every district of West Bengal, including Calcutta Corporation. All members of the Association, residing or working in the District, shall be associated with the District Committee. The Secretary of the District Committee shall keep a register of the members of the District, corrected to date and other documents of the District Committee, which shall at any time be open to inspection by any person duly authorised by the Council or Executive Committee of the Association.

(ii) The subscription of such member shall be collected by the Bengal Library Association which may however authorise the District Committee to collect the money on its behalf where necessary.

(iii) The District Committee shall have a Chairman, two Vice-Chairman, a Secretary, and an Asstt. Secretary, a Treasurer and five members to manage its affairs so far as local matters are concerned, but shall not take any action other than by recommendations to the Executive committee of the Association which may affect the other District Committee and general activities and policies of the Association.

(iv) The District Committee, shall be composed of representatives of Institutional and Personal members.

(v) The financial year of the District Committees shall be same as the financial year of the Association.

(vi) The District Committees shall function under the general supervision of the Executive Committee of the Association. The Executive Committee on sufficient ground may supersede and reconstitute the District Committees. Such action of the Executive Committee required to be reported in the next council meeting for ratification.

(vii) The Executive Committee of the Association may delegate some of its powers to the District Committees.

(viii) Funds of the District Committees shall consist of (a) Fund allotted by the Executive Committee of the Association. (b) Funds to be raised locally by the District Committee as per rules.

(ix) The necessary rules regarding election and functions of office bearers and the District Committees, tenure of office, raising and operation of funds, conduct of business and powers and proceedings of the District Committees be determined and altered, if necessary, by the Executive Committee of the Bengal Library Association.

(x) Each District Committee shall forward its annual report on the work of the District Committee and statement of audited

P8432

consideration of the Executive Committee of the Bengal Library Association within 15th May of each year.

(xi) The District Committees shall prepare annual programme of work and annual programme of work and annual budget which are to be forwarded to the Executive Committee for approval.

Alteration, extension and abridgement of the Objects.

70 If it appears to the Executive Committee of the Association that it is advisable to alter, extend or abridge any particular object or objects or to amalgamate the Association with any other Society or Association, the Executive Committee may submit the proposition to the Members of Society in a written or printed report and may convene a special Meeting for consideration there of according to the Regulations of the Association; but no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the Association ten days previous to the Special Meeting convened for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three-fifths members delivered in person or by proxy and confirmed by the three-fifth of the present in the Second Special Meeting convened by the Executive Committee at an interval of one month after the former meeting.

For implementation of the above decision the Executive Committee should obtain permission from the Registrar as per West Bengal Societies Registration Act 1961 wherever necessary.

Dissolution of the Association

71 Three-fifths of the members of the Accociation may determine by resolution that the Association shall be dissolved, and there upon it shall be dissolved forthwith or at the time then agreed upon, and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the Association, its claims and liabilities as the Executive Committee shall find expedient provided that the Association shall not be dissolved unless three-fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person or by proxy, at a General Meeting convened for the purpose.

Bye-Laws and changes in Rules & Regulations

72 Bye-laws or Rules and Regulations of the Association may be made or altered and/or amended at a General Meeting of the members convened for the purpose but for the passing or altering or amending any bye-laws or Rules and Regulations the current votes of three-fifths of the members present at such meeting shall be necessary.

Resolution of the General Body Meeting held on 23rd September, 1979.

The General Body Meeting of the Bengal Library Association held on 23rd September, 1979 resolves that these amended rules and regulations of the Bengal Library Association be effective from 1st April, 1980.

CERTIFICATE

We, the members of the Executive Committee hereby do certify that the copy of Rules and Regulations of the Bengal Library Association as herein before set out is a correct copy.

2. 11. 1979

Sd/ Phani Bhusan Roy
" Prabir Roy Chaudhury
" Ramkrishna Saha
" Pradip Chaudhuri
" Asok Basu
" Diptimoy Ray
" Bijoya Banerjee
" Sasanka K. Bagchi
" Satyabrata Sen
" Paresh Chandra Saha
" Krishnapada Majumder
" Arun Ray
" Kali Prasad
" Purnendu Pramanick
" Somnath Mukherji
" Amiyakumar Banerjee
" Hirankumar Datta

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায়	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৪ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ১৩৩, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৩৪-৮৫৩৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

ভারতের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আশিস ওহদেদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য—৪·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদক ও গৃহীত প্রস্তাব সমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৩ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

Annual Price Rs. 18·00
Present Issue Re. 3·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 29 : No. 9-10

Jan- February, 1980

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association. Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd. 26, Patuldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Pradip Chaudhuri

// ratdisseva plate
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

APR 1980